भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या
Class No. 182. Kb.
पुस्तक संख्या
Book No. 876. 1.
रा० पु० ३८
N. L. 38.
MGIPC—S4—13 LNL/64—30-12-64—50,000.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय
NATIONAL LIBRARY
कलकत्ता
CALCUTTA

अंतिम अंकित दिनांक वाले दिन यह पुस्तक पुस्तकालय से ली गई थी। दो सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर प्रतिदिन ६ पैसे की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायगा।

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 6 P. will be charged for each day the book is kept beyond two weeks.

Rare

182. Kb. 876. 1.

১ম খণ্ড। ১ম সংখ্যা।

ফলিত জ্যোতিষ।

ASTROLOGY.

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।
সাং বুতনি জেলা ঢাকা, হাল সাং যোড়াসাঁকো।

The Hevens declare the Glory of God;
And the firmament sheweth his handy work.
Psalms XIX.

भपञ्जर: स्थिरो भूरे वावृत्यावृत्य प्रतिदैवसिकौ।
उदयास्त मयौ सम्पादयति नक्षत्र ग्रहाणाम् ॥
आर्य्यभट्टवचनम्।

কলিকাতা।
কার্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ৭১ নং রাজকীয় যন্ত্রালয়ে
শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৮৩ সাল, পৌষ।

BENGAL LIBRARY 1880 CALCUTTA

উপক্রমণিকা।

"মন্দঃ কবি যশঃ প্রেপ্সু র্গমিষ্যামুপহাস্যতাং।
প্রাংশু গম্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

যখন মহাকবি কালিদাস 'রঘুবংশ' নামক গ্রন্থের আরম্ভে এতাদৃশ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তখন আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপে মহান্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা বামনের উচ্চতর বৃক্ষ হইতে ফললাভের আশার ন্যায় এবং মন্দ কবির যশ লাভের আশর ন্যায় অবশ্যই জনসমাজে উপহাসের কারণ হইবে। তবে জানিয়া শুনিয়া আমি যে এই বৃহৎ কার্য্যে কেন হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা আমি নিজেই বলিতে পারি না।

অধুনা পুরাণ এবং বেদাদি নানাবিধ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র প্রচারিত হইতেছে এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনাও কিয়ৎ পরিমাণে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের দেশীয় প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রচারের অদ্যাপি কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এমন কি বহুকাল হইতে এই শাস্ত্রটী আলোচনাভাবে এক প্রকার মৃত-প্রায় হইয়া রহিয়াছে। এক কালে হিন্দুগণের মধ্যে এই শাস্ত্রটী সম্যকরূপে আলোচিত হইয়াছিল এবং কলিকালের প্রারম্ভে অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক গগণমণ্ডলের মধ্যস্থ গ্রহগণের গতি বিষয়ক যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা ভ্রমশূন্য বলিয়া ইউরোপখণ্ডের আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণ স্বীকার করিতেছেন। যদিও সম্প্রতি ইউরোপ-খণ্ডে বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহুল আলোচনা দ্বারা নুতন নুতন নক্ষত্র ও গ্রহাদি আবিষ্কার হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষকে এই শাস্ত্রের আকর স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

এই প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত আমি বহু আয়াস এবং ব্যয় স্বীকার করিয়া বৃহজ্জাতক, জাতকালঙ্কার, কোষ্ঠীসারাবলী, কোষ্ঠীপ্রদীপ, নীলকণ্ঠীতাজক, দ্বিপীকা, ষষ্ঠীদাস, দৈবজ্ঞবল্লভা, হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা, পঞ্চস্বর, রমলশাস্ত্রিগণনা, নাহারাদিলক্ষণমুঞ্জরী, অমরসেন, চন্দ্রমিলন, প্রশ্নাঙ্কচূড়ামণি, রমলামৃত, দিনাচার্য্য, কাকচরিত্র, শিবোক্তপঞ্চপক্ষী, পারিজাত পঞ্চপক্ষী, সর্ব্বতোভদ্রচক্র, প্রস্তাবচক্র, কেরলী, নিকষা কেরলী, মনরমা, প্রশ্নতন্ত্র, নষ্টকোষ্ঠী বিচার, রেখাসামুদ্রিক, পবনবিজয় স্বরোদয়, যামলোক্ত বর্ণস্বরোদয়, শল্য উদ্ধার, রত্ন উদ্ধার, অঙ্ক সামুদ্রিক, রমল নবরত্ন এবং খনার বচন ইত্যাদি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি। এক্ষণে পণ্ডিতগণের দ্বারা উক্ত পুস্তক সকলের বচন এবং তাহার বাঙ্গালানুবাদ ও চক্রাদি এবং গণনা করিবার উপদেশ সহিত 'ফলিত জ্যোতিষ' এই নামে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। বোধ হয় ইহা পাঠে সাধারণে গণনা শাস্ত্র অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন। সম্প্রতি 'ফলিত জ্যোতিষের' এক খণ্ড রাজকীয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া সাধারণের হস্তে অর্পিত হইল। যদি ইহা পাঠ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম ও ব্যয়ের স্বার্থকতা জ্ঞান করিব। অলমেতি বিস্তরেন।

কলিকাতা ৭ নং শিবকৃষ্ণদাঁর ষ্ট্রীট জোড়াসাঁকো।
১ লা পৌষ, সন ১২৮৩ সাল।

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সাং বুতনী জেলা ঢাকা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষরূপ সমাদর ছিল। তৎকালীন জনগণ ইহার ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেন। তৎকালে নানাদেশে ইহার বাহুল্যরূপে প্রচার হইয়া উঠে। যখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তখন তাহারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ নষ্ট করিয়া ছিল। যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিল, তাহাও জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা নানা কারণে গোপন করিতে লাগিলেন। এই কারণে জ্যোতিঃশাস্ত্র বিলোপোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। এই কলিকাতার অনেকে অনেক শাস্ত্র অনুবাদ ও প্রচার করিতেছেন বটে কিন্তু দুঃসাধ্য বলিয়া অদ্যাপি কেহ জ্যোতিঃ-শাস্ত্র অনুবাদ ও প্রচারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আমি প্রায় বিংশতি বৎসর অবধি নানাদেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ নানা পণ্ডিতের নিকট গ্রন্থ সংগ্রহ ও সঙ্কেত হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসিতেছি। এ বিষয়ে আমার যে কত দুর পরিশ্রম ও কত অর্থব্যয় হইয়াছে এবং কত সময় কত কুটিলহৃদয় জ্যোতিষিকের যে কত প্রকার উপাসনা করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইতে হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিলে উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়। এক্ষণে এতৎপ্রচারেও বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। এই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকৃতরূপে পরিজ্ঞাত থাকিলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঘটনা সমুদায় যে কত দুর অভ্রান্ত রূপে গণনা করিতে পারা যায়, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাহা হউক্ এক্ষণে এই ফলিত জ্যোতিষের প্রথম খণ্ড ৮ সংখ্যায় শেষ হইল। প্রথম খণ্ডে যে যে বিষয় আছে, তাহার একটী নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইল। দ্বিতীয় খণ্ড প্রচার হইতেছে। তাহাতে চৌর্য্য মানসিক ভাব নানাগ্রন্থ মতে প্রশ্নগণনা সামুদ্রিক পঞ্চপক্ষী, কেরলি, চন্দ্রোন্মীলন, মনোরমা, নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার, গর্ভস্থ সন্তানের জন্ম পত্রিকা করণের পদ্ধতি প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইতেছে। তৃতীয় খণ্ডে বিদগ্ধতোষিণী ভাবফল যোগফল যোগিনী বার্ষিকী নক্ষত্রিকী লাগ্নিকী মুকুন্দা বিংশোত্তরা ত্রিংশোত্তরা পতাকী হরগৌরী দিনদশা, এই দশ দশা পঞ্চস্বরা ত্রিপাপ সপ্তশূন্য আয়ুর্দ্দায় প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে। ইচ্ছা আছে, চতুর্থ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্তি করা যায়। এই চতুর্থ খণ্ডে ভৃগু সংহিতা প্রকাশ করিবার অভিলাষ আছে।

এই ফলিত জ্যোতিষ যখন প্রথম মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত করিতে আরম্ভ করি, তৎকালে আমি শারীরিক অসুস্থ থাকায় রাজকীয় যন্ত্রের অধ্যক্ষের হস্তে প্রূফ সংশোধনের ভার দিয়া উক্ত যন্ত্রালয়েই হস্ত লিখিত কাপি মুদ্রাঙ্কন জন্য প্রদান করি। পরন্তু যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয় কোন গূঢ় অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কবরিংপত্রে এবং টাইটেল পত্রে প্রকাশক স্থলে আমার নাম না দিয়া যাঁহার নামে তাঁহার প্রেস প্রভৃতি বেনামী আছে, তাঁহার নাম দিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, এরূপ না করিয়া শ্রীশ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত, এইরূপ ছাপাইয়া দিয়াছেন। রাজকীয় যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয়, প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যায় উপক্রমণিকার মধ্যে আমার সম্মতি ব্যতিরেকে একটী লাইন অতিরিক্ত রচনা করিয়া দিয়াছেন। যথা—

"সম্প্রতি ফলিত জ্যোতিষের এক খণ্ড রাজকীয় যন্ত্রের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া সাধারণের হস্তে অর্পিত হইল।"

এই অংশ আমার লিখিত বা অনুমত বা অনুমোদিত নহে। পাঠক মহাশয়গণ অনুগ্রহ করিয়া ঐ অংশটী কাটিয়া দিবেন এবং ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ খণ্ডের কবরে এবং ১ম খণ্ডের টাইটেল পেজে যে "শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত"

আছে, তাহার পরিবর্ত্তে শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত লিখিয়া রাখিবেন। আমার এই মাত্র প্রার্থনা।

প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশের পর আমি যখন পরিজ্ঞাত হইয়া রাজকীয় যন্ত্রাধ্যক্ষ মহাশয়কে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলাম, তখন তিনি পঞ্চম খণ্ড হইতে ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত, প্রকাশক স্থলে আমার নাম দিলেন। পরন্ত পূর্ব্বে যে চারি খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার আর কোন প্রতিকার করিতে পারিলাম না। রাজকীয় যন্ত্রাধ্যক্ষের এইরূপ ব্যবহারে অসন্তোষ হইয়া ও তিনি মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে আমার নিকট অধিক টাকা লইতেন ও তাঁহার যবওয়ার্ক কার্য্যের সরঞ্জাম না থাকাতে চক্রাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন দেখিয়া ও নিজের তত্ত্বাবধানে জ্যোতিষ পুস্তক ছাপা হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয় বিবেচনা করিয়া, রাজকীয় যন্ত্রাধ্যক্ষের মুদ্রাঙ্কন জন্য ও প্রুফ দেখা জন্য প্রাপ্য বক্রী সমুদায় টাকা নিঃশেষ রূপে পরিশোধ করিয়া আমি স্বয়ং এই জ্যোতিষ প্রকাশ যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া এই ফলিত জ্যোতিষ ও অন্যান্য নানাবিধ পুস্তক মুদ্রিত করিতেছি।

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কলিকাতা
যোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন ৭ নং

শ্রীরাম চক্র।

রাম	সীতা	লক্ষ্মণ	বিভীষণ
কুম্ভকর্ণ	রাবণ	অঙ্গদ	সুগ্রীব
ইন্দ্রজিৎ	নীল	হনুমান্	জাম্বুবান্
নারদ	ভরত	কেকয়ী	পুলস্ত্য

স্থাননাশশ্চ রামেণ সীতায়াং দুঃখমেবচ॥ লক্ষ্মণে কার্য্যসিদ্ধিশ্চ।
সর্ব্বনাশো বিভীষণে॥ মরণং কুম্ভকর্ণে চ। রাবণে চ কুলক্ষয়ম্॥
অঙ্গদে চ ধ্রুবং রাজ্যং। সুগ্রীবে যক্ষদর্শনম্। ইন্দ্রজিতি চ সৌভাগ্যং॥
কার্য্যনাশশ্চ নীলকে। হনূমতা সর্ব্বলাভো। দীর্ঘায়ুর্জাম্বুবত্যপি॥
নারদে কলহশ্চৈব। ভরতে কার্য্যবর্দ্ধনম্। কৈকেয্যাং কার্য্যনাশশ্চ॥
পুলস্ত্যে পরদর্শনম্। শুভমেবাশুভং বাপি রামচক্রে প্রকীর্ত্তিতম্॥

ঈশ্বরস্মরণ পূর্ব্বক চিন্তিত ব্যক্তি ঐকান্তিকমনে উপরি লিখিত শ্রীরাম চক্রে ধান্য দূর্ব্বা সংস্থাপন করিলে ভাবি শুভাশুভ জানিতে পারিবেন।

ফলিতজ্যোতিষের প্রথমখণ্ডের

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পৃষ্ঠা
সাধারণ উপদেশ	১
পবনবিজয়, স্বরোদয়।	
ইড়াপিঙ্গলাসুষুম্না নাড়ী উদয়ের বিবরণ	৬
পৃথ্বী তত্ত্বের লক্ষণ	৭
জলতত্ত্বের লক্ষণ	৮
অগ্নি তত্ত্বের লক্ষণ	৮
বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ	৮
আকাশ তত্ত্বের লক্ষণ	৯
তত্ত্বের গুণ	৯
মৃত্যুজ্ঞান	৯
তত্ত্ব দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞান	১০
কর্ম্ম বিশেষে ভূতোদয়ের ফল	১০
তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা হৃত নষ্ট বা চিন্তিত দ্রব্যের আকৃতি জ্ঞান	১০
ঐ বস্তুর বর্ণজ্ঞান	১০
তত্ত্বাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	১০
তত্ত্বদ্বারা দিক্ জ্ঞান	১০
যুদ্ধ বিষয়ক জ্ঞান	১১
রোগ প্রশ্নে শুভাশুভ জ্ঞান	১১
গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ফলাফল গণনা	১১
তত্ত্ববিশেষে গর্ভাধান হইলে সন্তানের সুখ দুঃখাদির বিবরণ	১১
গর্ভ প্রকরণ	১১
সংবৎসর প্রকরণ	১২

	পৃষ্ঠা
বাম ও দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহনের নিরূপিত সময়ের ব্যতিক্রমে ফলাফল কথন	১২
ঐ দিন ভেদে বিপরীত ফল	১৩
যাত্রাকালের প্রক্রিয়া	১৩
যুদ্ধ প্রকরণ	১৪
শয়ন প্রকরণ	১৪
বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর নিরূপিত বহন সময় প্রশ্ন হইলে তাহার শুভাশুভ গণনা	১৪
শ্বাস ও তত্ত্বোদয়ের দৃষ্টান্ত	১৪
স্বরোদয় প্রমাণ সংস্কৃত শ্লোক	১৫
পৃথ্বীতত্ত্বাদির নক্ষত্র	১৬
পূর্ণ নাড্যাদি প্রশ্নফল	১৬
কার্য্য বিশেষে নিশ্বাসের বহির্গতি নির্ণয়	১৬
অঙ্গুলি বিশেষ দ্বারা ভূত নিরূপণ ও তৎফল	১৬
পঞ্চভূতের গুণ ও সৃষ্টি সংহার কথন	১৬
মৃত্যু কাল জ্ঞান	১৭
ভূত বিশেষে ষট্ কর্ম্ম বিশেষ	১৭
পঞ্চভূত দ্বারা প্রশ্নের শুভাশুভ ফল	১৭
ভূত বিশেষে মূল জীবাদি নির্ণয়	১৭
বহু পদাদি নির্ণয়	১৭
ভূত রূপাদি	১৭
তত্ত্ব বিশেষে যুদ্ধাদি জ্ঞান ও যুদ্ধ বিজয় প্রকরণ ও সন্ধি বিগ্রহ কথন	১৮
তত্ত্ব দ্বারা গর্ভের সন্তানাদি গণনা	১৮

	পৃষ্ঠা
পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা সংবৎসর ফল কথন	১৮
বারাদি ভেদে নাড়ী বিশেষ ফল কথন	১৯
স্ব স্ব নাড়ীফল কথনাদি	১৯
তত্র বিপরীত নিন্দাদি	১৯
বার ভেদে বিপরীত ফল	১৯
নিশ্বাস বিশেষে যাত্রাফল	২০
তত্র বিপরীত ফল	১৯
বার ভেদে পাদ যাত্রাভেদ	২০
কর্ম্ম বিশেষে ইড়া নাড়ী ফল	২০
কর্ম্ম বিশেষে পিঙ্গলা নাড়ী ফল	২১
কর্ম্ম বিশেষে সুষুম্না নাড়ী ফল	২১
স্বরোদয় পরিশিষ্টাংশের নির্ঘণ্ট।	
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নানাড়ীর সংজ্ঞাদি রাশি ও দেবতার বর্ণ ও লগ্নমান	২২
বার বিশেষে দক্ষিণ নাসাপুট বহন সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহার ফল	২২
স্বরের সাধন	২২
স্বর পরিবর্ত্তন করার উপায়	২২
শ্বাস নির্গত ও প্রবেশ কালে প্রশ্ন হইলে তাহার ফল	২২
তত্ত্বের আকৃতি নেত্র দ্বারা দৃষ্টি করার ক্রম	২৩
তত্ত্ব সকলের উদয় জানিবার নিয়ম	২৩
তত্ত্বের প্রকৃতি	২৩
তত্ত্বের স্থান	২৩
তত্ত্বদিগের দ্বার	২৩
তত্ত্বের দ্বারের ক্রিয়া	২৩

পৃষ্ঠা

কোন্ তত্ত্ব মনে উদয় হইলে কোন্ কোন্ দ্রব্য আহারের ইচ্ছা হয় ২৩
তত্ত্বের গুণ ২৩
এক এক তত্ত্বের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয় চক্র ২৩
পক্ষ মধ্যে নিজ দেহে কোন রোগ জন্মিবে কিনা তাহা জানিবার ক্রম ২৩
ঐরূপে রোগোৎপত্তি হইলে তাহা নিবারণের উপায় ২৪
দৈনন্দিন সুখ দুঃখের বিচার ২৪
গর্ভ প্রশ্ন ২৪
গর্ভ হইয়াছে কিনা ২৪
বাম ও দক্ষিণ নাসা পুটে বায়ু বহন কালে কোন্ তত্ত্ব উদয় কালে গর্ভাধান হইলে সেই গর্ভে কিরূপ সন্তান অর্থাৎ পুত্র কি কন্যা জন্মিবে তাহা ও তাহার ফলাফল কথন ২৪
ঋতু রক্ষার রাত্রি প্রকরণ ২৫
দূর দেশস্থিত ব্যক্তির আগমন প্রশ্ন ২৫
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কিনা ২৫
যুদ্ধ প্রকরণ ২৫
ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট গমনের নিয়ম ২৬
ছায়াপুরুষ সাধন প্রক্রিয়া ২৬
মৃত্যুকাল জ্ঞান ২৬
অহোরাত্র মধ্যে অজাপাজপ জ্ঞান ২৭
শ্বাসের অর্থ ২৭
অগ্নি লাগিলে নির্ব্বাণের প্রক্রিয়া ২৭
শত্রুর সহিত মিলনের প্রক্রিয়া ২৭
স্বরোদয় সম্বন্ধে মহাদেব ভগবতীকে যাহা বলিয়াছেন ২৭
যোগ শাস্ত্র প্রকরণ ২৮
ঘেরণ্ড সংহিতার প্রথম উপদেশ ২৮
সংস্কৃত শ্লোক ও সংস্কৃত প্রয়োগ ২৯
উপদেশ ৩০
বাত সার প্রয়োগ ৩১
[illegible] প্রয়োগ ৩১

পৃষ্ঠা

বহিঃসার প্রয়োগ ৩১
বহিষ্কৃত প্রয়োগ ৩১
পঞ্চ প্রকার দন্ত ধৌতি ৩১
দন্ত মূল ধৌতি ৩১
জিহ্বা মূল ধৌতি ৩১
রন্ধ্র ধৌতি প্রয়োগ ৩২
কর্ণ ধৌতি প্রয়োগ ৩২
কপাল রন্ধ্র ধৌতি ৩২
হৃদ্ধৌতি ৩২
মূল শোধন ৩২
বস্তি প্রকরণ ৩২
নেতি কর্ম্ম ৩২
ত্রাটক ৩২
লৌলিকি ৩২
কপাল ভাতি ৩৩
যোগাভ্যাস করিতে হইলে যে সকল ক্রিয়ার প্রয়োজন তাহার সংক্ষেপ বিবরণ ৩৩
যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাঙ্কেতিক শব্দ ৩৩
প্রাণায়াম বিবরণ ৩৪
যোগাঙ্গ পথ্য ও নিষেধাদি ৩৪।৩৫

অথ জ্যোতিষ গণনা আরম্ভ।

আকাশমণ্ডল তিন খণ্ডে বিভক্ত, তাহার মধ্য খণ্ডের রাশি চক্রের বিবরণ ৩৬
অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র কয়টি করিয়া তারাতে বিভক্ত তাহার বিবরণ ৩৭
পৃথিবীর আকার ও গতি ৩৮
অয়নাংশানয়নের বচন ও অয়নাংশ মতে লগ্ন নিরূপণ ৩৯
প্রাচীনকালের লগ্নমান অর্থাৎ স্থিরলগ্নমান ৩৯
অয়নাংশ মতে লগ্নমানানয়ন ৩৯
রবিভুক্তিক্রম সৌরমানের রাঢ়ীয়মতে মাস-সংখ্যায় দিনভুক্তি ৪১
অয়নাংশ মতে মাস সংখ্যায় দিন ভুক্তি ৪১
দেশ বিশেষে বিংশত্যয়ন শোধিত লগ্নমান ৪২
অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান, ও ,হোরা দ্রেক্কাণ

পৃষ্ঠা

নবাংশ দ্বাদশাংশ ত্রিংশাংশ বিভাগ ৪৩
কালনিরূপণ ৪৩
নক্ষত্রিক মাস কথন ৪৪
সৌরমাস কথন ৪৪
সাবনমাস ও তৎপ্রয়োজন ৪৪
চান্দ্রমাস ৪৫
নক্ষত্রাদি কালের ব্যবস্থা ৪৫
যুগাদি নিরূপণ ৪৫
বার প্রকরণ ৪৬
শুভাশুভ বার ৪৬
বারবেলা ও কাল বেলা ৪৬
কালরাত্রি ও কুলিকরাত্রি ৪৬
তিথি নিরূপণ ৪৭
ইংরাজি যে সন ও যে মাসের যে তারিখে যে তিথি হইবে তাহার চক্র ৪৭
তিথ্যধিপ কথন ৪৮
নন্দাদি তিথি ৪৮
মাস দগ্ধা ও তৎফল কথন ৪৮

ইতি শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত ফলিত জ্যোতিষের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যার নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

অথ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যার নির্ঘণ্ট।

নক্ষত্র কথন ৪৯
নক্ষত্রাধিপতি ৪৯
ঊর্দ্ধমুখ নক্ষত্র ৪৯
অধোমুখ নক্ষত্র ৪৯
তির্য্যঙ্মুখ নক্ষত্র ৪৯
যে নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণে যে গণ হয় ৪৯
নক্ষত্রের জাতি নিরূপণ ৫০
শতপদ চক্র ও কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কোন্ মাস ৫০
বর্ণ স্বরোদয় মতে তিথিবার নক্ষত্র যোগে দৈনিক ফলাফল ৫০
করণের নাম ৫০

	পৃষ্ঠা
যোগ প্রকরণ	৫৪
মেষাদি দ্বাদশ রাশির নাম	৫৪
রাশি বিভাগ	৫৫
রাশি স্বরূপ	৫৫
রাশ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা কথন	৫৫
নীলকণ্ঠীতাজক মতে দ্বাদশ রাশির স্বরূপ	৫৫
রাশিদিগের শত্রু মিত্র কথন	৫৭
ভট্টোৎপল ধৃত যবনেশ্বর মতে মেষাদি দ্বাদশ রাশির সংজ্ঞা	৫৯
নক্ষত্র দ্বারা রাশি নির্ণয়	৬১
রাশিদিগের বিশেষ নাম	৬১।৬৩
রাশির আকার	৬৩
রাশির পর্য্যায়	৬১।৬৩
ওজ যুগ্মাদি বিষম সম	৬১।৬৩
মেষাদির বিশেষ নাম রাশির ক্রূর ও সৌম্য সংজ্ঞা	৬১।৬৪
ঐ দ্বিপদাদি	৬৪
ঐ কীট সরীসৃপ	৬১।৬৪
...ণ্যাদি বিবেচনা	৬১
ঐ গ্রাম্য অরণ্য ও জলজ সংজ্ঞা ঐ হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং সম সংজ্ঞা	৬১।৬৪
গ্রহদিগের ক্ষেত্র কথন	৬২
মেষাদি দ্বাদশ রাশ্যধিপ	৬২
ঐ দিগধিপতি সংজ্ঞা	৬১।৬৪
ঐ রাত্রি সংজ্ঞা	৬২।৬৪
ঐ দিবা সংজ্ঞা	৬২।৬৪
রাশিদিগের বর্ণ	৬২।৬৪
পৃষ্ঠোদয় সংজ্ঞা	৬২।৬৪
শীর্ষোদয় রাশি সংজ্ঞা	৬২।৬৪
উচ্চ ও নীচ স্থান	৬২।৬৪
ঐ ভোগের কাল	৬২।৬৫
...ল ত্রিকোণ	২৬।৬৫
...ান নির্ণয়	৬৩।৬৫
...াল পুরুষের অঙ্গ বিভাগ	৬৩।৬৫
নক্ষত্র কর্ত্তৃক শরীর বিভাগ	৬৩।৬৬
রাশি কর্ত্তৃক মানবশরীর বিভাগ	৬৩।৬৬
স্থান বল নির্ণয়	৬৬
বৃদ্ধি স্থান	৬৭
ষড়্‌বর্গ	৬৭
ক্ষেত্র	৬৭
হোরা	৬৭
দ্রেক্কাণ ও চক্র	৬৮
নবাংশ	৬৮
নবাংশ চক্র	৬৯
দ্বাদশাংশ ও চক্র	৭০
ত্রিংশাংশ ও চক্র	৭১
জল দহন মিশ্র দ্রেক্কাণ	৭২
সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ	৭২।৭৩
রত্নভাণ্ডান্বিত দ্রেক্কাণ	৭২।৭৩
রৌদ্র দ্রেক্কাণ	ঐ
উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ	ঐ
সর্প নিগড় দ্রেক্কাণ	ঐ
ব্যাড় দ্রেক্কাণ	ঐ
পাশধারি পক্ষি দ্রেক্কাণ	ঐ
ষড়্‌ বর্গ করিবার দৃষ্টান্ত	ঐ
মোহিনীমোহন চক্র	৭৪।৭৫
ষড়্‌বর্গের বিশেষ উপদেশ	৭৫
গ্রহাদি নির্ণয়।	
গ্রহগণের নাম	৭৫।৭৬
গ্রহগণের বিশেষ সংজ্ঞা	৭৫।৭৬
শুভ ও পাপ গ্রহ	৭৫।৭৬
গ্রহদিগের কালাঙ্গ	৭৫।৭৬
গ্রহদিগের নৃপাদি সংজ্ঞা	৭৫।৭৬
গ্রহগণের বর্ণ	৭৫।৭৬
ঐ স্ত্রী পুরুষ নপুংসক সংজ্ঞা	৭৫।৭৭
ঐ গুণাধিপ সংজ্ঞা	৭৬।৭৭
ঐ রসাধিপ সংজ্ঞা	৭৬।৭৭
ঐ প্রভাতাদি সংজ্ঞা	৭৬।৭৭
ঐ পৈত্তিকাদি সংজ্ঞা	৭৬।৭৭
ঐ তির্য্যঙ্মুখ সংজ্ঞা	৭৬।৭৭
ঐ যুবাদি সংজ্ঞা	৭৬।৭৮
ঐ জল চরাদি সংজ্ঞা	৭৮।৮০
ঐ দ্বিপদাদি সংজ্ঞা	৭৮।৮১
ঐ স্থূলাদি সংজ্ঞা	৭৮।৮১
ঐ আকৃতি কথন	৭৮
দিক্‌পতি	৭৮।৮১
গ্রহদিগের জাত্যধিপ সংজ্ঞা	৭৮।৮১
ঐ বেদাধিপ	৮৭।৮১
ঐ নৈসর্গিক মিত্র কথন	৭৮।৮১
ঐ শত্রু কথন	৭৮।৮১
ঐ সম কথন	৭৮।৮১
তাৎকালিক মিত্রাদি	৭২
রাহুর উচ্চনীচ শত্রু মিত্র কথন	৭৮।৮২
গ্রহগণের স্থানবল	৭৯।৮২
দিগ্বল	৭৯।৮৩
চেষ্টাবল	৭৯।৮৩
বর্ষবল ও কালবল	৭৯।৮৩
বর্ষাধিপগণনার প্রকরণ	৭৯।৮৩
ঋতুবল	৭৯।৮৪
কোন্ ঋতুতে কোন্ কোন্ মাস	৮৪
যাম ও দিবারাত্রিকালে গ্রহদিগের বল নির্ণয়	৭৯।৮৪
গ্রহদিগের স্বাভাবিক বল	৭৯।৮৪
চন্দ্রের বিশেষ বল	৮০।৮৪
গ্রহগণের বলাবল নির্ণয় জন্য সাধারণ উপদেশ	৮৪
গ্রহগণের দৃষ্টি স্থান	৮০।৮৫
রাহুর দৃষ্টি ও অদৃষ্টি স্থান	৮০।৮৫
উপচয় সংজ্ঞা	৮০।৮৫
কেন্দ্র সংজ্ঞা	৮০।৮৫
পণ ফরাদি সংজ্ঞা	৮০।৮৫
চতুর্থাদিপর্য্যায়	৮০
বক্রাদি গতি নিরূপণ	৮০।৮৬
বৃহজ্জাতক মতে গ্রহগণের আকৃতি প্রভৃতি	৮৬
সপ্ত ধাতুর অধিপতি	৮৬

পৃষ্ঠা
গ্রহদিগের স্থান ৮৬
গ্রহ দ্বারা বস্ত্র জ্ঞান ৮৬।৮৭
প্রসবঘরের দ্রব্যের নির্ণয় ৮৬।৮৭
ঋতু জ্ঞান ৮৬।৮৭
অয়নাদির অধিপতি গ্রহ ৮৬।৮৭
দিবসের যামার্দ্ধাধিপতি গণনা ৮৭।৮৮
রাত্রির যামার্দ্ধাধিপতি গণনা ৮৭।৮৮
দিবসের যামার্দ্ধের দণ্ডপতি গ্রহগণের গণনা ৮৭।৮৮
রাত্রির যামার্দ্ধের দণ্ডপতি গ্রহগণনা ৮৮।৯০
গ্রহগণের রাশি ভোগের কাল ৯০।৯২
গ্রহগণের বক্রগতির কারণ ৯২
বক্রগতির সময় ৯৩
ইংরাজি মতে গ্রহগণের সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে পরিভ্রমণ করিবার কাল ৯৩
গ্রহ দ্বারা শরীর বিভাগ ৯৪

ইতি শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিত জ্যোতিষের দ্বিতীয় সংখ্যার নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

কোষ্ঠী জাতক গণনা।

সুখ প্রসব জ্ঞান ৯৫।৯৭
প্রসূতির প্রসব কালের শয্যার বিষয় ৯৬।৯৮
কষ্টে প্রসব ৯৫।৯৮
পথে প্রসব ৯৫।৯৮
কাহার গৃহে প্রসব ৯৫।৯৮
বাহিরে প্রসব ৯৫।৯৮
স্বীয় গৃহে প্রসব ৯৫।৯৮
সূতিকাগৃহ নূতন কি জীর্ণ ইত্যাদি ৯৫।৯৯
প্রসব গৃহের জ্ঞান ৯৯
বাটীর কোন্ দিকে সূতিকা গৃহ ৯৯
ক্রীড়া ভবন দেবালয় গোথর ভূমিতে প্রসব জ্ঞান ৯৫।৯৯
গর্ত্তে কিম্বা কারাগারে প্রসব জ্ঞান ৯৫।১০০
পৃষ্ঠা
রমণীর গৃহে শ্মশানে দেবালয়াদিতে প্রসব জ্ঞান ৯৫।১০০
জল সমীপে প্রসব জ্ঞান ৯৫।১০০
নৌকায় প্রসব জ্ঞান ৯৫।১০০
পিতৃমাতৃগৃহে প্রসব জ্ঞান ৯৬।১০০
প্রসব ঘরে জন সংখ্যা ৯৬।১০১
উপসূতিকা জনের জাতি বর্ণ এবং বয়স ৯৬।১০১
প্রসবঘরের মধ্যে এবং বাহিরে উপসূতিকা গণের নির্ণয় ১০১
অন্যমতে জনসংখ্যা ১০১
সূতিকাগৃহ এবং জনসংখ্যা ৯৬।১০১
বালকের শয্যা জ্ঞান ৯৬।১০১
জাত বালকের শিরো জ্ঞান ৯৬।১০২
জাত বালকের বর্ণ জ্ঞান ৯৬।১০২
জাত বালকের অবয়ব নির্ণয় ৯৬।১০২
সর্পবেষ্টিত বালকের জন্ম জ্ঞান ৯৬।১০২
যমজ ও কোষ বেষ্টিত জন্ম জ্ঞান ৯৬।১০২
নাড়ী বেষ্টিত জন্ম জ্ঞান ৯৬।১০৩
দীপের তৈল ও শলিতা জ্ঞান ৮৬।১০৩
প্রদীপের স্থিতি নির্ণয় ৯৬।১০৩
অন্য মতে সূতিকা গৃহের দ্বার জ্ঞান ৯৬।১০৩
ধাত্রী জ্ঞান ৯৭।১০৪
পিতার বিদেশ স্থানে থাকা কালীন বালকের জন্ম জ্ঞান ৯৭।১০৪
পিতার অসাক্ষাতে জন্ম জ্ঞান ৯৭।১০৪
পিতার বন্ধনকালে জন্ম ৯৭।১০৪
মাতা কর্ত্তৃক জাত বালকের পরিত্যাগ জ্ঞান ৯৭।১০৪
মাতৃত্যক্ত বালকের মৃত্যু জ্ঞান ৯৭।১০৪
পিতৃ মাতৃ সদৃশ জ্ঞান ৯৭।১০৫
কোন্ লগ্নের কোন্ দ্রেক্কাণে প্রসব করিলে পুত্র এবং কোন্ দ্রেক্কাণে প্রসব করিলে কন্যা জন্মে এবং চুরি বিষয়ক প্রশ্নে কোন্ দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইলে তস্করকে জানা যাবে, তাহা ১০৫। ১০৬
জাত বালকের অঙ্গের চিহ্নাদি ১১৩
পৃষ্ঠা
বৃহজ্জাতক মতে জাত বালকের কিম্বা প্রশ্ন কারকের কিম্বা চৌরের অঙ্গের চিহ্নাদি ১১৪
জ্যোতির্ব্বিদা ভরণ মতে রাত্রি লগ্ননিরূপণ ১১৯

অথ শিশুরিষ্ট

পঞ্চস্বরা মতে শিশুরিষ্ট ১২৪
বৃহজ্জাতক মতে শিশুরিষ্ট ১২৫।১২৬
কোষ্ঠী সারাবলির অন্তর্গত সঙ্কেতকৌমুদী মতে শিশুরিষ্ট ১২৮।১৩০
দীপিকা মতে রব্যাদি গ্রহদিগের রিষ্ট নিরূপণ ১২৯।১৩০
অন্য প্রকার রিষ্ট কথন ১৩২
জ্যোতিষতত্ত্ব মতে রিষ্ট গণনা ১৩৩
জ্যোতিঃসারে রিষ্ট গণনা ১৩৩।১৩৪
গণ্ডরিষ্ট নিরূপণ ও তৎকাল কথন ১৩৫।১৩৬
মূলা নক্ষত্রের বিশেষ ফল ১৩৬
পঞ্চস্বরা মতে মাতৃরিষ্ট ১৩৮।১৪১
ঐ পিতৃরিষ্ট ১৩৯।১৪২
ভ্রাতৃরিষ্ট ১০৪
রিষ্টভঙ্গ ১৪০।১৪৪

ইতি শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিত জ্যোতিষের তৃতীয় সংখ্যার নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

ভট্টোৎপলধৃত রিষ্ট ভঙ্গযোগ ১৪১।১৪[illegible]
চন্দ্ররিষ্ট ভঙ্গ ১৪১।১৪[illegible]
জাতকাভরণ মতে শিশুরিষ্ট ১৪৭।১৫[illegible]
ঐ মতে রিষ্ট ভঙ্গ ১৫১।১৫[illegible]
যুদ্ধ জয়ার্ণবোক্ত মূল বৃক্ষ বিচার ১৫৫।১৫[illegible]
অশ্লেষাবৃক্ষ বিচার ১৫৬।১৫[illegible]
দন্ত বিশিষ্ট জাত বালকের শুভাশুভ এবং তাহার শান্তি ১৫৭।১৫[illegible]
পঞ্চস্বরা মতে পতাকীচক্র ১৫৯।১৬[illegible]
বস্ত্র জ্ঞানে দণ্ডাধিপ জ্ঞান ১৬০।১৬[illegible]
জ্যোতিষ তত্ত্ব মতে পতাকীনির্ণয় ১৬০।১৬[illegible]

	পৃষ্ঠা
...গ্রহের শুভ দণ্ড	১৬১।১৬৪
...শিশুরিষ্ট নিরূপণের উদাহরণ	১৬৪
...কৃত সারাবলী মতে মেষাদি ...শ লগ্নের ফল	১৬৬।১৬৮
শ্রীনাথভট্টকৃত কোষ্ঠীপ্রদীপে	১৭০
...প্রদীপোক্ত ক্ষেত্র ফল	১৭৩
...বলী মতে হোরা ফল	১৭৪।১৭৫
...মতে দ্রেক্কাণ ফল	১৭৮।১৮০
...প্রদীপেরব্যাদি গ্রহের দ্রেক্কাণ	১৭৯।১৮২
...বলী ইত্যাদি মতে সপ্তাংশ নির্ণয়	১৮৩
...াংশের উদাহরণ সপ্তাংশফল	১৮৩
...রাবলী মতে নবাংশ ফল	১৮৪।১৮৫

...ত শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্ক-...ত ও প্রকাশিত কলিত জ্যোতি-...ের চতুর্থ সংখ্যার নির্ঘণ্ট সমাপ্ত

...থ ভট্ট কৃত কোষ্ঠী প্রদীপোক্ত নবাংশ	১৯৫
...ষ্ঠীপ্রদীপে অন্যপ্রকার নবাংশ ফল	১৯৬
...ষ্ঠীপ্রদীপ ও কোষ্ঠীসারাবলী মতে ... প্রকার নবাংশ ফল	১৯৭
...ষ্ঠীপ্রদীপোক্ত দ্বাদশাংশ ফল	১৯৮
...কারান্তর দ্বাদশাংশ ফল	১৯৯
...শাংশ ফল	২০০
...কারান্তর ত্রিংশাংশ ফল	২০১
ঐ	২০২
...ষ্ঠীকলাপোক্ত দণ্ডাধিপ গ্রহ ফল	২০২।২০৩
...দীপিকা মতে ঋতু ফল	২০৩
...মাসের ফল	২০৪
...	২০৫
...বারের ফল	২০৬
...তিথির ফল	২০৬।২০৭
...চতুর্দ্দশীর ফল	২০৮

	পৃষ্ঠা
সিনীবালী অমাবস্যার ফল	২০৮।২০৯
দিনক্ষয়াদি জাতফল	২০৯
নন্দাতিথির ফল	২০৯
জন্মনক্ষত্র ফল	২১০
ঐ কোষ্ঠীকলাপে	২১১।২১৩
যোগফল	২১৪।২১৬
গণফল	২১৮
করণফল	২১৮
জন্মরাশি ফল	২১৯।২২১
অন্য মতে রাশি ফল	২২২।২২৩
সারাবলী মতে রবিস্থিত রাশি ফল	২২৬।২২৫
,, মতে চন্দ্রস্থিত রাশি ফল	২৩০
সারাবলী মতে অংশস্থ চন্দ্রফল	২৩৯

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত কলিত জ্যোতি' ষের পঞ্চক সঙ্খ্যার নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

সারাবলী মতে কুজাশ্রিত রাশি ফল	২৪৪
স্বগৃহস্থিত মঙ্গলের দৃষ্টিফল	২৪৪
শুক্র ইত্যাদি গৃহস্থিত মঙ্গলের দৃষ্টিফল	২৪৪
মেষ ইত্যাদি রাশিস্থিত বুধের ফল	২৪৭
রব্যাদি গ্রহ দৃষ্ট বুধের ফল ও মঙ্গল ইত্যাদি গৃহস্থিত বুধের ফল	২৪৯
মেষাদি রাশিস্থিত বৃহস্পতির ফল	২৫২
রব্যাদি গ্রহদৃষ্ট বৃহস্পতির ফল ও মঙ্গলাদি গৃহস্থিত বৃহস্পতির দৃষ্টিফল	২৫৫
মেষাদি রাশি স্থিত শুক্র ফল	২৫৮।২৫৯
রব্যাদি গ্রহদৃষ্ট শুক্রের ফল কুজাদি গ্রহের ভবনস্থ শুক্রের ফল	২৬০।২৬১
মেষাদি রাশিস্থ শনি ফল	২৬৪
রব্যাদি গ্রহ দৃষ্ট শনির ফল। কুজ ইত্যাদি গ্রহের গৃহস্থিত ফল	২৬৬
বৃহজ্জাতকোক্ত রাশি ফল	২৬৯।২৭০
বৃহজ্জাতক মতে মেষাদি রাশিস্থিত চন্দ্রের দৃষ্টি ফল	২৭২।২৭৩

	পৃষ্ঠা
বৃহজ্জাতক মতে অংশস্থ চন্দ্র ফল	২৭৪
সত্যাচার্য্য মতে মেষাদি লগ্ন ফল	২৭৬
শয়নাদি দ্বাদশ ভাব	২৮০
গ্রহগণের বিশেষচেষ্টা	২৮৩
রবির ভাবফল	২৮৪।২৮৫
ঐ চন্দ্রের	২৮৫।২৮৬
ঐ মঙ্গলের	২৮৭।২৮৮

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত কলিত জ্যোতিষের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ সংখ্যা সমাপ্ত।

বুধের শয়নাদি দ্বাদশ ভাব ফল	২৮৯।২৯০
ঐ বৃহস্পতির	২৯১।২৯২
ঐ শুক্রের	২৯৩।২৯৪
ঐ শনির	২৯৫।২৯৬
ঐ রাহুর	২৯৭।২৯৮
গ্রহগণের লজ্জিত প্রভৃতি ষড়্ভাব ও তত্তৎফল কথন	২৯৯।৩০০
দৈবজ্ঞবল্লভা মতে গ্রহগণের দীপ্তাদি দশভাব	৩০১
দীপ্তাদি দশ ভাবের ফল	৩০১
সারাবলীমতে দীপ্তাদি নয় ভাব কথন	৩০১।৩০২
তন্বাদি দ্বাদশ ভাব কথন	৩০২।৩০৩
গ্রহস্ফুট গণনা	৩০৪
অব্দ পিণ্ড ও দিনবৃন্দ গণনা	৩০৪
রবি বুধ এবং শুক্রের মধ্যানয়ন ক্রম	৩০৪
বুধ শীঘ্রানয়ন	৩০৬
গুরু মধ্যানয়ন	৩০৬
শুক্র শীঘ্রানয়ন	৩০৬
শনি মধ্যানয়ন	৩০৬।৩০৭
রাহু মধ্যানয়ন	৩০৭
রাহুস্ফুট সাধন	৩০৭
ভুক্তি কথন	৩০৭
গ্রহদিগের ভুক্তি কলাদি	৩০৭

	পৃষ্ঠা
বীজানয়ন	৩০৭
সূর্য্যাদি গ্রহের ক্ষেপাঙ্কের উৎপত্তি	৩০৮
দেশান্তর শোধন	৩০৮
অথ তাৎকালিক প্রকার	৩০৯
মন্দোচ্চ	৩০৯
তাৎকালিক মন্দোচ্চ	৩০৯
কুজ গুরুশনৈশ্চরের শীঘ্র এবং বুধ ও শুক্রের মধ্য কথন	৩০৯।৩১০
কেন্দ্রানয়ন	৩১০
রবিস্ফুট সাধন	৩১০
চন্দ্রস্ফুট সাধন	৩১০।
ভৌমাদি গ্রহের স্ফুট সাধন	৩১১
কেন্দ্র ফল সাধন	৩১১
রবি ও চন্দ্রের স্ফুট ভুক্তি সাধন	৩১১
মান্দ্য শীঘ্র ফল সাধন	৩১২
কুজাদি গ্রহের স্ফুট ভুক্তি সাধন ও বক্র শীঘ্র কথন	৩১২
অয়নাংশানয়ন	৩১৩
দিনমানানয়ন	৩১৩
তিথ্যাদ্যানয়ন	৩১৪
গ্রহদিগের নক্ষত্র সঞ্চার দিন জ্ঞান	৩১৪
গ্রহগণের রাশিসঞ্চার দিনানয়ন	৩১৫
রবি মান্দ্য খণ্ডা কলাদি	৩১৬
চন্দ্রের মান্দ্য খণ্ডা কলাদি	৩১৭
মঙ্গলের শীঘ্র খণ্ডা অংশাদি	৩১৯
মঙ্গলের মান্দ্য খণ্ডা অংশাদি	৩২০
বুধের শীঘ্র খণ্ডা অংশাদি	৩২২
বুধের মান্দ্য খণ্ডা অংশাদি	৩২৩
গুরুর শীঘ্র খণ্ডা অংশাদি	৩২৫
গুরুর মান্দ্য খণ্ডা অংশাদি	৩২৬
শুক্র শীঘ্র খণ্ডা অংশাদি	৩২৮
শুক্রের মান্দ্য খণ্ডা অংশাদি	৩২৯
শনির শীঘ্র খণ্ডা অংশাদি	৩৩১
শনির মান্দ্যখণ্ডা অংশাদি	৩৩২
গ্রহদিগের সন্নিবেশ	৩৩৪

	পৃষ্ঠা
গ্রহস্ফুট গণনার উদাহরণ	৩৩৫
মধ্যানয়নের উদাহরণ	৩৩৬
কুজমধ্যের উদহরণ	৩৩৬

ইতি শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিত জ্যোতিষের সপ্তম সংখ্যার নির্ঘণ্ট।

সমাপ্ত।

মন্দোচ্চের উদাহরণ	৩৩৭
রবি স্ফুটের উদাহরণ	৩৩৭
মঙ্গলের স্ফুটের উদাহরণ	৩৩৭
গ্রহস্ফুটের অশুদ্ধ সংশোধন অর্থ পরিষ্কার ও কোন কোন স্থানে শব্দ পরিবর্ত্তন	৩৩৮
অন্য প্রকার গ্রহস্ফুট গ্রহার্ণব গ্রন্থ	৩৪০
বিষুবের দিনবৃন্দ ও বারাদি দেশান্তর	৩৪১
বিষুবে সংক্রম কাল	৩৪১
ভগণ কথন	৩৪১
তাৎকালিক ভগণ	৩৪২
তাৎকালিক গ্রহ	৩৪০
মন্দোচ্চ	৩৪২
সিদ্ধান্ত রহস্যের মতে দিনবৃন্দ আনয়ন	৩৪৩
সিদ্ধান্ত রহস্যের খণ্ডা মতে মধ্য আনয়ন	৩৪৪
রবির মধ্য খণ্ডা	৩৪৫
চন্দ্রের মধ্য খণ্ডা	৩৪৫
চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য আনিবার খণ্ডা	৩৪৬
মঙ্গলের মধ্য আনয়নের খণ্ডা	৩৪৬
বুধের শীঘ্র খণ্ডা	৩৪৭
বৃহস্পতির মধ্য খণ্ডা	৩৪৭
শুক্রের শীঘ্র খণ্ডা	৩৪৮
শনির মধ্য খণ্ডা	৩৪৯
রাহু মধ্য আনিবার খণ্ডা	৩৪৯
সিদ্ধান্ত রহস্যের খণ্ডা মতে মধ্য আনিবার উদাহরণ	৩৫০

তিথি

চন্দ্র কলার হ্রাসবৃদ্ধির কারণ	৩৫০

দিন চন্দ্রিকা মতে পঞ্চাঙ্গ সাধন পঞ্জিকা গণনা আরম্ভ	
যে মাস যত দিনে শেষ হইবে তাহা পরিমাণ	
তিথি বারাদি ও তিথি কেন্দ্রের দৈনিক ধ্রুবাঙ্ক	
প্রতিদিনের নক্ষত্র বারাদি ধ্রুবের ও নক্ষত্র কেন্দ্রধ্রুবের ক্ষেপাঙ্ক	
প্রতিদিনের যোগবারারাদি ধ্রুবের ক্ষেপাঙ্ক	
বিশেষ উপদেশ	
দিন সংখ্যা তিথি বারাদি ধ্রুব ও তিথি কেন্দ্রের ধ্রুব	
দিন সংখ্যা নক্ষত্র বারাদি ধ্রুব ও নক্ষত্র কেন্দ্রের ধ্রুব	
দিন সংখ্যা যোগ বারাদি ধ্রুব ও যোগ কেন্দ্রের ধ্রুব	
তিথির খণ্ডা	
নক্ষত্র খণ্ডা	
যোগ কেন্দ্র ফল	
দিন চন্দ্রিকার উদাহরণ অহর্পিণ্ড ও তিথি	
দিন আনয়নের উদাহরণ	
নক্ষত্র দিন ও যোগ দিন আনয়নের উদাহরণ	
প্রথম তিথি আনয়নের উদাহরণ	
প্রথম নক্ষত্র ও প্রথম যোগ আনয়নের উদাহরণ	
তিথি কেন্দ্রের আনয়নের উদাহরণ	
তিথি বারাদি আনয়নের উদাহরণ	
নক্ষত্র কেন্দ্র আনয়নের উদাহরণ	
নক্ষত্রবারাদি আনয়নের উদাহরণ	
যোগ কেন্দ্র আনয়নের উদাহরণ	
যোগ বারাদি আনয়নের উদাহরণ	
প্রত্যেক দিবসের তিথি নক্ষত্র যোগের	
স্থিতি দণ্ড পলাদি সাধনের উদাহরণ	
নক্ষত্রের স্থিতি দণ্ড পলাদির উদাহরণ	

	পৃষ্ঠা
...ণের স্থিতি দণ্ড পলাদির উদাহরণ	৩৭৯
...ণের উদাহরণ	৩৭৯
...ক্রান্তির বার দণ্ডাদি আনয়নের উদা-[illegible]	৩৮০
...। মতে সংক্রান্তির বার দণ্ডাদি আন-[illegible]র উদাহরণ	৩৮০
... মতে সংক্রান্তি আনয়নের উদা-[illegible]	৩৮০
...ণের কারণ	৩৮১
...ান্তরহস্য মতে গ্রহণ গণনা	৩৮৩
... মতে চন্দ্র গ্রহণ গণনা	৩৮৪
... মতে সূর্য্যগ্রহণ গণনা	৩৮৬
...নয়ন	৩৮৬
...নয়ন	৩৮৬
...্যোদয়ানয়ন	৩৮৬
...ন্তি ও হারানয়ন	৩৮৬
... নতানয়ন	৩৮৭
... লম্বনানয়ন	৩৮৭
... দশমোদয়ানয়ন	৩৮৭
...ানয়ন	৩৮৭
...দর্শন ও আনয়ন	৩৮৭
... আনয়ন	৩৮৭
... স্ফুট শরানয়ন	৩৮৮
...মানানয়ন	৩৮৮
...মানানয়ন	৩৮৮
...নয়ন	৩৮৮
...্যর্দ্ধানয়ন	৩৮৮
...র্শ ও মোক্ষকালানয়ন	৩৮৮
... গ্রহণের নত দণ্ড সংখ্যায় লম্বন ...নের খণ্ডা	৩৮৯
... ক্রান্তি চার জ্যা নতি প্রভৃতি	৩৮৯
...মান স্থিত্যর্দ্ধ খণ্ডা	৩৯০
... ক্রমে রবি পল ভোগ্য	৩৯১
...তী মতে গ্রহণ গণনা	৩৯১

	পৃষ্ঠা
খণ্ডা মতে পালক ও শেষাঙ্ক আনয়ন	৩৯৩
পালক ও শেষাঙ্ক আনিবার খণ্ডা	৩৯৩
খণ্ডা মতে শুদ্ধি আনয়ন	৩৯৩
শুদ্ধি আনিবার খণ্ডা	৩৯৩
খণ্ডা মতে রবির ধ্রুব আনয়ন	৩৯৩
রবির ধ্রুব আনিবার খণ্ডা	৩৯৩
মধ্য চন্দ্রের ধ্রুব আনিবার খণ্ডা	৩৯৩
খণ্ডা মতে চন্দ্রের ধ্রুব আনয়ন	৩৯৩
শুদ্ধি সংখ্যায় যে খণ্ডা গ্রহণ করিয়া মধ্য চন্দ্রে যোগ করিতে হইবে	৩৯৪
চন্দ্রকেন্দ্রের ধ্রুব আনিবার খণ্ডা	৩৯৪
চন্দ্রকেন্দ্রের ধ্রুব আনয়ন	৩৯৪
খণ্ডা মতে শ্রীচন্দ্র আনয়ন	৩৯৪
শ্রীচন্দ্র আনিবার খণ্ডা	৩৯৪
খণ্ডা মতে রাহুর ধ্রুব আনয়ন	৩৯৪
রাহুর ধ্রুব আনিবার খণ্ডা	৩৯৫
দিনবৃন্দানয়ন	৩৯৫
ঋতুবাসরাঙ্ক	৩৯৫
ভাস্বতী মতে রবির স্ফুট খণ্ডা	৩৯৫
চন্দ্রস্ফুট আনিবার জন্য চরার্দ্ধ খণ্ডা	৩৯৬
রবির গতি সাধন	৩৯৭
চন্দ্রের গতি সাধন	৩৯৭
চন্দ্রগ্রহণ গণনা	৩৯৮
চন্দ্রমান ও রাহুমান সাধন	৩৯৮
ভাস্বতী মতে সূর্য্যগ্রহণ গণনা	৩৯৮
লম্বন সাধন	৩৯৮
শর সাধন	৩৯৯
নতি সাধন	৩৯৯
খরাংশু আনয়ন	৩৯৯
স্ফুটশর সাধন	৪০০
রবিমান সাধন	৪০০
গ্রাস আনয়ন	৪০০
গ্রহণ কালীন মেঘাচ্ছন্ন হইবে কি না ইত্যাদি	৪০০

	পৃষ্ঠা
চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষ দিক্ কথন	৪০১
গ্রহণ সময়ে মণ্ডলবর্ণ	৪০১
যাম্য ও সৌম্যশর কথন	৪০১
সিদ্ধান্তরহস্য মতে চন্দ্রগ্রহণের উদাহরণ	৪০১
স্ফুটপাতানয়নের উদাহরণ	৪০২
সিদ্ধান্তরহস্য মতে সূর্য্য গ্রহণের উদাহরণ	৪০২
নতানয়নের উদাহরণ	৪০২
লম্বনানয়নের উদাহরণ	৪০২
মধ্যোদয়ানয়নের উদাহরণ	৪০৩
ক্রান্তি ও হারানয়নের উদাহরণ	৪০৩
স্ফুটনতানয়নের উদাহরণ	৪০৩
স্থিরলম্বনের উদাহরণ	৪০৩
তাৎকালিক মধ্যোদয়ানয়নের উদাহরণ	৪০৩
নতানয়নের উদাহরণ	৪০৩
মৌ আনয়নের উদাহরণ	৪০৪
শর ও স্ফুটশর সাধনের উদাহরণ	৪০৪
চন্দ্র মানানয়নের উদাহরণ	৪০৪
রবিমান গ্রাসমান স্থিত্যর্দ্ধ আনয়নের উদাহরণ	[illegible]
স্পর্শ ও মোক্ষকালের উদাহরণ	[illegible]
গ্রহদিগের রাশি ভোগকাল কথন	[illegible]
গ্রন্থ সমাপ্তি	[illegible]

ইতি শ্রীরসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ফলিত জ্যোতিষের অষ্টম সংখ্যায় প্রথম খণ্ডের নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

ফলিত জ্যোতিষ।

প্রথম খণ্ড।

অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রত্যক্ষ ও ফলিত। এতৎপ্রদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র দুই প্রকার-সিদ্ধান্ত ও ফলিত। যে গণনার দ্বারা গ্রহগণের গতিবিধি ইত্যাদির জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম সিদ্ধান্তজ্যোতিষ আর যদ্দ্বারা গ্রহাদির স্থিতি ও গোচর এবং তিথি বার ও নক্ষত্রের যোগে দৃষ্টের, মানবদেহের, ধনের, কুটুম্বের, ধর্ম্মের, কর্ম্মের, আয়ব্যয়ের, রাজ্যের, গ্রামের, রাজার, প্রজার, শস্যাদির ও পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের ও ক্রিয়াকর্ম্মের এবং নানা বিষয়ের ফলাফল জানা যায়, তাহার নাম ফলিত-জ্যোতিষ।

এই ফলিতজ্যোতিষের গণনা যেরূপ সিদ্ধান্তজ্যোতিষের ক্রম মতে গ্রহাদির স্থিত্যনুসারে হইয়া থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য প্রণালী মতেও হয়। যথা মানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শনে, সন্দর্শনে ও মানবদেহের ও করকপালের ও পদের চিহ্ন ও রেখাদি দৃষ্টে ও বাক্যের আদ্যবর্ণ গ্রহণে কিম্বা সমুদায় বর্ণ গণনা করিয়া ও মানব শ্বাস ও প্রশ্বাস ও তন্মধ্যস্থিত পঞ্চতত্ত্বের উদয় জ্ঞাতে ও পাখি ফেলাইয়া ও কাকাদির রব শুনিয়া ও অন্যান্য প্রণালী মতে গণনায় ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান ত্রিকালের ফলাফল বলা যায়।

কোষ্ঠি এবং জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করা ও তাহার বিচার করা, কেবল লগ্ন নির্ণয় করিয়া গ্রহরাশির স্থিতিতে ভাবাদি জানিয়া হইয়া থাকে। আর তিথি বার ও নক্ষত্রের যোগে ও গ্রহগোচরে ও স্থিতিতে রাশি জানিয়া বিবাহাদি শুভ কর্ম্মের দিন নির্ণয় হয়। কিন্তু প্রশ্ন গণনা নানা প্রণালী মতে হইয়া থাকে। এক্ষণে লগ্ন নির্ণয় না করিয়া ও গ্রহরাশির স্বভাব ও স্থিতি বিচার না করিয়া কিরূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শনে ও সন্দর্শনে মানসিক চিন্তা জানা যায় ও প্রশ্ন গণনা কি কি প্রণালী মতে করিতে হয়, এবং ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান সম্বন্ধীয় ঘটনা আর কোন প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, এই সমস্ত বিষয়ের সাধারণ উপদেশ লিখিত হইতেছে।

দূর হইতে আগত প্রশ্নকর্ত্তাকে দেখিবামাত্র দৈবজ্ঞ অর্থাৎ জ্যোতিষবেত্তা সতর্ক মনে দেখিবেন যে, তিনি প্রশ্ন সময়ে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁহার অঙ্গের কোন কোন স্থানে হস্ত প্রদান করেন। যদি পঞ্চপক্ষিমতে গণনা করেন, তবে তাঁহার প্রশ্নের আদিবর্ণ কি তাহা জানিতে হইবে। যদি প্রশ্নতন্ত্রকৌমুদী ইত্যাদি মতে গণনা করেন তবে সমুদায় প্রশ্ন বাক্যের অক্ষরগুলি স্মরণ রাখিবেন। কেরলি মতে গণনা করিলেও অক্ষরের প্রয়োজন। এই সকলের দ্বারা প্রশ্নকারকের মনের ভাব জানিয়া ঐমতে অথবা লগ্ন নির্ণয় করিয়া, সেই লগ্নে গ্রহরাশির স্থিতি ও দৃষ্টি এবং বলাবল জানিয়া যে গণনা করিবেন, তাহা দ্বারা পদপদার্থ ও ফলাফল অভ্রান্ত রূপে বলিতে পারিবেন। প্রশ্নকর্ত্তা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া কায়মনোবাক্যে যদি প্রশ্ন করেন তবেই অঙ্গ পরীক্ষাদি গণনা ঠিক মিলিবে নচেৎ নহে। কেননা বাস্তবিক অত্যন্ত চিন্তিত হইলে যে চিন্তা মনে উদয় হয়, সেই চিন্তাই দেহে হস্ত স্পর্শাদি এবং বাক্যের আদ্য অক্ষর দ্বারা প্রকাশ পায়। মনের সহিত যে শরীরের যোগ আছে তাহা সর্ব্বসাধারণেই জ্ঞাত আছেন, নিম্নলিখিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা দ্বারা মনের চিন্তা যে বলিতে পারা যায়, ইহাতে বোধ হয় অন্তঃকরণের সহিত শিরাদির যোগ আছে। মনে কোন চিন্তা উদয় হইলে, সেই শিরাদি দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নির্দ্দিষ্ট স্থলে ঐ চিন্তা চালিত হইয়া থাকে।

এই জন্যই যোগশাস্ত্রে কোন এক নাড়ীকে জ্ঞাননাড়ী বলিয়াছে। প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন কালে শরীরের কোন কোন অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিলে, তাহার মানসিক কোন কোন চিন্তা কিরূপে প্রকাশ পায়, আর কোন কোন স্থান কোন কোন চিন্তার নির্দ্দিষ্ট স্থান তাহা বলা হইতেছে। কণ্ঠে হস্ত স্পর্শে নিজ দেহের চিন্তা। কর্ণে হস্ত স্পর্শ হইলে হৃত বা নষ্ট দ্রব্যের চিন্তা। চক্ষু মুদিত হইলে আত্ম শুভ চিন্তা। মস্তকে হস্ত স্পর্শ হইলে পর কর্ম্ম ও গমনাগমনের চিন্তা। ললাটে হস্ত স্পর্শ হইলে পুত্র চিন্তা। বাহুদ্বয়ে হস্ত স্পর্শ হইলে বন্ধু চিন্তা। উদর স্পর্শে ব্যাধি চিন্তা। কটিদেশ স্পর্শে বিচ্ছেদ চিন্তা। গুহ্যদেশে হস্ত স্পর্শে শত্রু চিন্তা। পদে হস্ত স্পর্শ হইলে দুঃখ চিন্তা। পদে বিক্ষেপ করিলে গমন চিন্তা। হৃদয়ে হস্ত স্পর্শ হইলে নিজ বিষয় চিন্তা। বাহুতে এবং কণ্ঠে হস্ত স্পর্শ হইলে জীব চিন্তা। বক্ষে হস্ত স্পর্শ হইলে পীড়িত ব্যক্তির চিন্তা। (কোন মতে বন্ধু চিন্তা)। পৃষ্ঠদেশ স্পর্শে বন্ধন মোচন চিন্তা। গ্রীবা স্পর্শে সুখ দুঃখ চিন্তা। নাভি স্পর্শে রোগ অথবা মৃত্যু চিন্তা। নেত্র স্পর্শে অর্থ চিন্তা। মস্তকে পরকর্ম্ম চিন্তা। মুখে ব্যবসায় চিন্তা। চিবুকে পরমন্দ চিন্তা। পার্শ্বে গমনাগমন চিন্তা। পৃষ্ঠে পরচক্র অথবা ক্লেশ চিন্তা। প্রশ্ন-কালে কম্পন এবং কণ্ডূয়নে দুঃখ চিন্তা। কিন্তু কর কম্পনে শুভ চিন্তা ও শুভ ফল। প্রশ্নকালে হাস্য করিলে পরগত সৌখ্য চিন্তা। দেহ মার্জ্জনে এবং ওষ্ঠ মার্জ্জনে দুঃখ চিন্তা। প্রশ্নকালে পরাঙ্গ স্পর্শে পর মঙ্গল চিন্তা। গর্ভে হস্ত স্পর্শে গর্ভ চিন্তা। পার্শ্ব স্পর্শে তীর্থ চিন্তা। পাদ যুগ্মে হস্ত স্পর্শ হইলে গর্ত্ত-ভক্ষ্য ভূমি চিন্তা। বস্ত্র কিম্বা অন্য দ্রব্য হস্তে করিয়া প্রশ্ন করিলে প্রবাস লাভ চিন্তা। ত্রস্ত হ-ইয়া প্রশ্ন করিলে নষ্ট বস্তুর চিন্তা অথবা গমনাগমন চিন্তা। ঊরুদেশে হস্ত স্পর্শ করিলে বিবাহ এবং পুত্র চিন্তা।

কোন ব্যক্তি তাহার হস্তের মধ্যে কোন বস্তু রাখিয়া প্রশ্ন করিলে, প্রথমতঃ জীব, ধাতু, মূল নির্ণয় জন্য অঙ্গ প্র-ত্যঙ্গ পরীক্ষা বলা হইতেছে।

শির বাহু মুখ জানু ইহার কোন স্থানে হস্ত স্পর্শে জীব চিন্তা। ঐরূপ হৃদয় কিম্বা কটি উদর ও জঙ্ঘা স্পর্শে ধাতু চিন্তা। গুল্‌ফদ্বয় কিম্বা পাদ স্পর্শে মূল চিন্তা। ঐরূপ দৃষ্টিভেদে ও মুষ্টি এবং মনোমুষ্টি ও মানসিক চিন্তা জানা যায়। যথা: প্রশ্নকালে জীব অর্থাৎ কোন প্রাণি সম্বন্ধীয় চিন্তা হওয়া মাত্র, চক্ষু ঊর্দ্ধগামী হইবে। ধাতু বিষয়ক চিন্তা হইলে সমদৃষ্টি হইবে। মূল অর্থাৎ উদ্ভিদ পদার্থের চিন্তা হইলে চক্ষু অধোগামী হইবে। প্রশ্নকালে এই সকল অতিশয় সাবধান হইয়া সতর্ক মনে দৃষ্টি করিতে হয়। ঐরূপ, চিন্তিত ব্যক্তির বাক্যের স্বর বর্ণ গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা মানসিক চিন্তা বলিতে পারা যায়। পঞ্চপক্ষিগ্রন্থের মতাবলম্বনে স্বরের দ্বারা পক্ষী কল্পনা করিয়া সেই পক্ষীর দ্বারা মানসিক চিন্তা বলা যায়। যথা, প্রশ্ন বাক্যের আদ্য অক্ষর ইকার হইলে, তাহাতে শুক্লপক্ষ সোমবারে পিঙ্গল পক্ষী জন্মাইয়া তদ্দ্বারা জীব চিন্তা অথবা লভ্য চিন্তা জানা যায়। প্রশ্ন কালে প্রশ্নকারকের হস্ত তাহার যে অঙ্গে স্পর্শ হয় সেই অঙ্গে যে পক্ষী হয় (যথা শ্যেনো মুখং), সেই পক্ষী দ্বারা বাক্য ও জ্ঞান জন্মে।

অন্য প্রকার গণনা যথা, প্রশ্ন অক্ষর গণনা করিয়া তাহাকে দশ গুণ করিয়া তাহাতে দ্বাদশ মিশ্রিত করিলে যত অঙ্ক হইবে, তাহাকে পুনর্ব্বার পাঁচ দিয়া গুণ করিয়া চতুঃষষ্টি মিশ্রিত করিয়া সপ্তদ্বারা হরণ করিয়া অবশিষ্ট যত অঙ্ক থাকিবে তদ্দ্বারা জীবাদি জানিবেন। যথা, এক থাকিলে জীব, দুই থাকিলে ধাতু তিন থাকিলে মূল, চারি থাকিলে জীবাশ্রিত, জীব পাঁচ থাকিলে জীবাশ্রিত ধাতু, ছয় থাকিলে জীবাশ্রিত মূল। ঐ-রূপ, প্রশ্ন অক্ষরকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে এক যোগ করিয়া তিন দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তদ্দ্বারা জীব ধাতু, মূল জানা যায়।

অথাক্ষরপিণ্ডে কেরলি মতং।

অকারে দশকং গ্রাহ্যং দশবৃদ্ধ্যোত্তরোত্তরম্।
ককারাদিক্ষকারন্তু একমেকমুদীরয়েৎ।

সর্ব্বাণ্যক্ষরপিণ্ডানি একীকৃত্য ত্রিভির্হরেৎ।
প্রথমং দ্বিতীয়ং শূন্যং জীবধাতুঞ্চ মূলকম্।
স্থলজং জলজঞ্চৈব দ্বিশেষে জীবমূলয়োঃ।
ধাতুরষ্টবিধাভেদাঃ স্থবর্ণাদীনি কথ্যতে।
আলিঙ্গংচাভি ধূম্রঞ্চ দগ্ধঞ্চ দিবসংনিশি।
ত্রিভাগে চ কৃতে জীবধাতুমূলঞ্চ লক্ষণম্।
ভাগঞ্চত্রিবিধং কৃত্বা জীবধাতুঞ্চ মূলকম্।
অক্ষরংদ্বিগুণংকৃত্বা মাত্রাপিণ্ডংচতুর্গুণম্।
বস্তুশেষে চ য লব্ধং চৌরনামাদ্যমক্ষরম্।
এবঞ্চজীবনংমৃত্যুরঙ্কে পিণ্ডে চ যো ভবেৎ।
পিণ্ডাঙ্কং দ্বাদশে কৃত্বা তন্ত্বাদিনীবিচিন্তয়েৎ।

মনুষ্যের দেহমধ্যে সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি আছে, তাহা উপরি উক্ত ও নিম্নলিখিত মতে নানাপ্রকারে জানা যায়। কোন ব্যক্তি শুভাশুভ প্রশ্ন করিয়া যদ্যপি তৎকালে তাহার হস্ত, মস্তক কিম্বা ঊর্দ্ধ স্থান স্পর্শ করে তবে তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবে এবং প্রশ্ন কালীন দেহের মধ্যস্থানে হস্ত স্পর্শ করিলে ঐ কার্য্যের মধ্য ফল হইবে। আর নাভির নিম্ন স্থান হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত হস্ত দিলে অশুভ ফল জানিবেন। বোধ হয় এইরূপ সংস্কার জন্য ভজক ব্যক্তি যোড় হস্ত ঊর্দ্ধে রাখিয়া ভজনা করে এবং যাচক ব্যক্তি যোড় হস্তে রাজদরবারে প্রার্থনা জানায়। এতৎ ভিন্ন প্রশ কর্ত্তা প্রশ্ন করিয়া যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকে তাঁহার চিন্তিত দ্রব্যের স্থিতি জানিবে। প্রশ্নকারকের স্থিতি দৃষ্টেও ফলাফল বলা যায়, যথা, প্রশ্নকর্ত্তা দৈবজ্ঞের পূর্ব্ব ও উত্তর দিক হইতে প্রশ্ন করিলে নিকটস্থ বোধ করিবে। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে প্রশ্ন করিলে দূরস্থ বোধ করিবে। আর অগ্নি কোন অথবা ঈশান কোন হইতে প্রশ্ন করিলে পথে বোধ করিবে। বায়ু ও নৈঋত কোন হইতে প্রশ্ন করিলে অদৃশ্য বোধ করিবে।

কেবল যে মনুষ্যেরই সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি আছে তাহাও নহে, জীব জন্তু কীট পতঙ্গ পক্ষ্যাদিরও এবং ঐ শক্তি আছে; তাহা দৃষ্টেও নানাপ্রকার ভবিষ্যত ঘটনা জানা যায়। ঝড় হওয়ার পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে মাকড়শা তাহার জাল মোটা করিয়া বুনট করে। ইহা দৃষ্টে ব্যারমিটারের কর্ম্ম হয়। অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে ভেক ডাকে, এবং কাকের রবে ত্রিকালের ঘটনা জানা যায়। এই সমস্ত কাক চরিত্রে এবং শকুন শাস্ত্রে প্রকাশ আছে। কোন স্থানে কোন কার্য্যে যাত্রা করিলে, হাঁচি টিকটিকী পড়িলে তদ্দ্বারা ফলাফল জানা যায়। "থিককাকারেগুতা বুলী তিনি এক ভাওজোবারসো পূর্ব্ব দিওশুনি। মতপিচ্ছে আও ভয় কহে ভানু ভাল কহে চাঁদ মঙ্গল কহে উতপাত হো। বুধে আনন্দ জীবসর্ব্বসিদ্ধ, শুক্র কহে গোনা শনি কহে আওতে হো, রাহু কহে মর্ণা।"

এই দেহেভবিষ্যত জানিবার যে কত প্রকার উপায় আছে তাহা বলা যায় না। শরীর স্পন্দন দ্বারাও শুভাশুভ জানা যায়। হস্তের মধ্যস্থানে স্পন্দন হইলে অর্থ লাভ হয়। দক্ষিণ শিরা স্পন্দন হইলে সুখ লাভ হয়। বাম নাসিকা স্পন্দনে মরণ হয়। ঐরূপ স্থানবিশেষে জেষ্ঠী পতন হইলে শুভাশুভ জানা যায়। যথা জানুজঙ্ঘাতে জ্যেষ্ঠী পতন হইলে অর্থব্যয়ের কারণ হয়। দক্ষিণাঙ্গে পতনে বিরোধ হয়। বামাঙ্গে পতন হইলে ধন লাভ হয়। গুহ্যেতে পতন হইলে মৃত্যু হয়। ইহা ভিন্ন স্বপ্নের দ্বারাও ভবিষ্যত ফলাফল জানা যায়। যদ্যপি চিন্তা কিম্বা পীড়াযুক্ত না হয় তবে নৌকা আরোহণ, রক্ত দর্শন, আবির ক্রীড়া স্বপ্ন দেখিলে অর্থ লাভ হয় এবং শব দাহের ধূম দর্শনে মরণ হয় ইত্যাদি। যে ব্যক্তি জ্যোতিঃ গণনা করিবেন তাঁহার এই সকল অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তৎপরে লগ্ন নির্ণয় করিয়া লগ্নের অংশাদি দ্বারা ও গ্রহগণের স্থিতি ও বলাবল এবং দৃষ্টি ও গ্রহভাব ও স্বভাব জ্ঞাত হইয়া সূক্ষ্ম গণনা করিলে নিশ্চয় গণনা হইবে। কোন ব্যক্তি ত্রস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলে এবং কর্ণে হস্ত প্রদান করিলে, হৃত বা নষ্ট বস্তুর চিন্তা জানা-যায়। তৎপরে লগ্ন নির্ণয় করিয়া সেই লগ্নে পাপ গ্রহের

স্থিতি অথবা দৃষ্টি থাকিলে চুরি হইয়াছে জানা যায়। পরে অঙ্ক পরীক্ষার সহিত ঐক্য করিয়া, নিশ্চয় জানিয়া ঐ হৃত নষ্ট দ্রব্য ও উহার আকৃতি ও তস্করের রূপ, জাতি, বয়ঃক্রম, নাম, কোন সময় হৃত হইয়াছে, কোন দিকে ও কোন দেশে, কোন স্থানে, কি ভাবে স্থিত আছে সমুদায় জানিতে পারা যায়। লগ্নকে নবাংশ করিয়া যে অংশে প্রশ্ন হয়, সেই অংশে যে দ্রব্য লেখা আছে, সেই দ্রব্য জানিবেন এবং ঐ লগ্নকে তিন ভাগ করিয়া চোরের স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব এবং আকৃতি এবং প্রশ্ন-লগ্ন দ্বারা তস্করের বয়ঃক্রম ও জাতি নির্ণয় হয়; এবং রাশি দ্বারা কাল ও দিগ ও দেশ স্থির হয়। দ্রেকাণক্রের দ্বারা তস্করের শরীর চিহ্নাদি জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

অন্য প্রকার। (প্রশ্নচূড়ামণি মতে) ধ্রুবাঙ্ক এবং পিণ্ডাঙ্ক যোগে গণনা হয়, যথা লাভালাভ প্রশ্নে, ধ্রুবাঙ্ক ৪১ তাহার সহিত বর্ণাঙ্ক যোগ করিলে যে অঙ্ক সংখ্যা হইবে তাহাকে তিন দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট এক থাকিলে লাভ, দুই থাকিলে অল্প লাভ, শূন্য থাকিলে শূন্য। এইরূপ, জীবন মরণ ধ্রুবাঙ্ক ৪০ আর পুত্র কন্যা ধ্রুবাঙ্ক ৩২ ইত্যাদি।

অন্য প্রকার। ফল এবং পুষ্পাদির নামোল্লেখেও প্রশ্ন হইয়া থাকে। যথা প্রাতঃকালে পুষ্পের নাম, মধ্যাহ্ন-কালে ফলের নাম, সায়াহ্নে দেবতার নাম, রাত্রিতে নদনদীর নাম প্রশ্নকর্ত্তাকে উচ্চারণ করিতে বলিবেন। তৎপরে তাহাতে যত অক্ষর হইবে, অক্ষর সংখ্যা গণনা করিয়া অঙ্ক হইলে তাহাতে বিন্দু যুক্ত করিয়া গণনার দিবসের বারের সংখ্যা এবং পঞ্চ মিশ্রিত করিয়া সপ্তদ্বারা হরণ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তদ্দ্বারা ফল স্থির হয়। এক থাকিলে স্থিতি, দুই থাকিলে চঞ্চল, তিন থাকিলে অর্দ্ধপথে, চার থাকিলে গ্রামের সান্নিধ্যে, পাঁচ থাকিলে পুনরাবৃত্তি, ছয় থাকিলে রোগযুক্ত এবং সপ্তমে অদৃশ্য।

তিথি, বার এবং নক্ষত্র যোগে প্রতি মাসে দ্রব্যাদির মূল্যামূল্য জ্ঞাত হইবার সঙ্কেত বলা হইতেছে।—মহাজনদিগের পক্ষে এই গণনা অত্যন্ত ফলদায়ক। সংক্রান্তি দিবসের নক্ষত্র এবং তিথি ও বারের অঙ্ক একত্র করিয়া যে দ্রব্যের গণনা করিবেন সেই দ্রব্যের যত অক্ষর হইবে তাহা ঐ অঙ্কের সহিত যোগ করিয়া তিন দিয়া হরণ করিয়া যত অঙ্ক থাকিবে; এক থাকিলে সুলভ, দুই থাকিলে সমভাব, তিন থাকিলে মহার্ঘ্য জানিবেন।

লগ্নদ্বারা জাত বালকের শুভাশুভাদি কিরূপ নির্ণয় হয় তাহা বলা হইতেছে।

জন্ম কালে চন্দ্রের অথবা রবির গৃহে যদি রাহু থাকে এবং ঐ চন্দ্র কিম্বা রবি বা রাহু এক ঘরে থাকে, আর ঐ লগ্নকে যদি শনি ও মঙ্গল দৃষ্টি করেন তবে ঐ লগ্নে যে বালকের জন্ম হইবে তাহার এক পক্ষ মধ্যে মৃত্যু হইবে।

অন্য প্রকার লগ্ন দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি প্রশ্ন বলা হইতেছে।

প্রশ্ন লগ্নের কেন্দ্র ও ত্রিকোন স্থানে যদ্যপি শুভ গ্রহ থাকেন এবং পাপ গ্রহ যদি সেই কেন্দ্র এবং ত্রিকোন স্থানে না থাকেন তবে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। অন্য প্রকার প্রশ্ন—লগ্নের অধিপতি যে গ্রহ, সে যদ্যপি প্রশ্ন—লগ্নকে দেখে এবং কার্য্যাধিপতি যে গ্রহ সে যদি কার্য্যকে এবং লগ্নকে দেখে তবে সম্পূর্ণ কার্য্য সিদ্ধি হয়। ধনলাভ প্রশ্নে, প্রশ্ন—লগ্নে যদি চন্দ্র বা বুধ থাকে ও পাপ গ্রহের দৃষ্টি না থাকে তবে ধন লাভ হয়। প্রশ্ন—লগ্নকে যদ্যপি বুধ ও চন্দ্র সম্পূর্ণ দর্শন করেন এবং পাপ—গ্রহের দৃষ্টি বুধ বা চন্দ্রে না থাকে তবে শীঘ্র ধন লাভ হয়। প্রশ্ন—লগ্নের অধিপতি যে গ্রহ হয়। সে যদি বলযুক্ত হয় এবং তাহার মিত্র গ্রহ যদি সম্পূর্ণ দৃষ্টি করে তবে পক্ষ মধ্যে ধন লাভ হয়। প্রশ্ন—লগ্নের দশম স্থানে যদি রবি থাকেন ও লগ্নে যদি শুভ গ্রহ থাকেন এবং চন্দ্রের যদি চতুর্থ বা সপ্তম স্থানে শুভ গ্রহ থাকেন তবে সত্ত্ব অর্থ লাভ হয়। প্রশ্ন—লগ্নে চন্দ্র থাকিলে এবং চন্দ্রকে যদি শনি, মঙ্গল, রবি, রাহু সম্পূর্ণ দর্শন না করেন, তবে সম্পূর্ণ ধন

লাভ হয়, কিন্তু গ্রহগণের বলাবল ও দৃষ্টি বিচার করা কর্ত্তব্য। অন্য প্রকার প্রশ্ন বলা হইতেছে।—ত্রিকোণকেন্দ্রে যদি সৌম্যখেটা পাপেষু কেন্দ্রাষ্টমবর্জ্জিতেষু। সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিং প্রবদেন্নরাণাং বিপর্য্যয়স্তেষু বিপর্য্যয়স্যাৎ। ত্রিকোণ স্থান এবং কেন্দ্র স্থানে যদ্যপি শুভ গ্রহ থাকে এবং কেন্দ্র ও অষ্টম স্থানে পাপ গ্রহ না থাকে, তবে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, ইহার বিপর্য্যয় হইলে হয় না। এতৎ ভিন্ন শরীরের চিহ্ন দ্বারা ও গ্রহ রাশি, এবং তিথি বার ইত্যাদি জ্ঞাত হইয়া ফলাফল বলা যায়। নখের উপরি ভাগে শ্বেতবর্ণ দৃশ্য হইলে, তাহার শুক্ল পক্ষে জন্ম হওয়ার লক্ষণ। শুক্ল পক্ষে যে ব্যক্তির জন্ম হয় সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী এবং পুত্রবান্, বন্ধুগণের প্রতি-পালক, দাত', সুবুদ্ধিশালী, সম্মানবিশিষ্ট এবং স্ত্রী-জিত মনুষ্য হয়। মধ্যমাঙ্গুলির নখদ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ টিপিয়া ধরিয়া ত্যাগ করিলে, ঐ নখের মধ্যে যদি শ্বেতবর্ণ দৃশ্য হয়, তবে তাহাও শুক্লপক্ষে জন্মিবার লক্ষণ, এবং ঐ রক্ত যদি পাতলা বোধ হয় তবে বর্ষা-কালে জন্ম হইবার লক্ষণ। যে স্ত্রীর উদরে শ্যাম বর্ণ চিহ্ন থাকে, সে শ্বশুরঘাতিনী হয়। যে স্ত্রীর কুক্ষির নিকটে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকে, সে পতিঘাতিনী হইবে। জন্মাদি শুভাশুভ চিহ্ন দ্বারা যেরূপ জানা যায়, জন্ম লগ্নের দ্বারাও তদ্রূপ জানা যায়। জন্ম লগ্নে যদি মঙ্গল, শুক্র, শনি ও চন্দ্র থাকে তবে সেই স্ত্রী পতিঘাতিনী হইবে। যদি দন্তের নিম্ন হইতে মাংসপিণ্ড উপরে উঠে তবে চোর হইবার লক্ষণ।

যে স্ত্রীর গলা মোটা ও ওষ্ঠ উচ্চতর ও কেশ রুক্ষাবৃত দৃষ্ট হয়, সে অতিশয় কলহপ্রিয়া। যে নারীর অনামিকা ও অঙ্গুষ্ট গমনকালে পৃথিবী স্পর্শ করে না, সে শীঘ্রই পতিকে নষ্ট করে এবং স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির গলা লম্বা সে ব্যক্তি সদাসদ্ যে কর্ম্মে রত হইবে তাহা হইতে কেহই তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। নর কিম্বা নারীর হস্ত মধ্যে যে সকল বিবিধ রেখা ও চিহ্ন আছে, তাহাতে জন্ম মৃত্যু পরমায়ুর লক্ষণ, জীবন-কালের বৃত্তান্ত, সুখ দুঃখ ভোগ ও গত বয়ঃক্রমে যে যে ঘটনা ঘটিবে এবং পুত্র কন্যা নপুংসক ইত্যাদি বিবরণ, রাজ যোগ ও দরিদ্র যোগ, সাধু কি চোর হইবে ইত্যাদি তাহা জানা যায়। যথা—হস্ত মধ্যে ঊর্দ্ধ রেখা প্রতীত হইলে, যশ ও ধন হয়। যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্ন হইতে পিতৃরেখা পর্য্যন্ত মধ্যস্থলে পিতৃ রেখা সমতুল্য কোন রেখা প্রতীত হয়, তাহা হইলে পরধন পাইবে। যে ব্যক্তির অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যে ছিদ্র থাকে, সে ব্যক্তির সর্পাঘাত কিম্বা কুক্কুর ইত্যাদি হিংস্রক জন্তুদিগের দ্বারা দংশিত হইবার সম্ভাবনা। যে ব্যক্তির ললাটের উপরে কোন রেখা প্রতীত না হয়, তাহার নবতি বৎসর পরমায়ু। আর যদ্যপি ল-লাটে ছিন্ন ভিন্ন বহু রেখা প্রতীত হয় তবে সেই ব্যক্তি অতিশয় লম্পট হইবে। যদি ললাটদেশ নিম্ন হয় অর্থাৎ মধ্যভাগ থালের মত প্রতীত হয়, তবে বধার্হ ও সর্ব্বদা ক্রূর কর্ম্মে রত থাকিবে এবং যদি সংবৃত কপাল হয় তবে অতিশয় কৃপণ হইবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ও মস্তকের মাপ, পরিমাণ দ্বারা এবং অবয়ব দৃষ্টে আয়ু স্বভাব চরিত্র বুদ্ধি জ্ঞান ইত্যাদি জানা যায়। যদি কোন ব্যক্তির কর্ণে দীর্ঘ লোম থাকে তবে সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হয়, কর কপাল ও পদের যে সকল রেখা ও চিহ্ন আছে, তাহা সময়ানুসারে শুভাশুভ গ্রহক্রমে পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে গ্রহাদির আকর্ষণ মানবদেহ মধ্যে বিরাজমান আছে। পঞ্চ তত্ত্বে মানবদেহের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু গ্রহরাশি নক্ষত্রাদির ন্যূনাধিক ভাগে দেহে অবস্থিতি হওয়ায়, রূপ বল বুদ্ধি জ্ঞান সুখ দুঃখ ও লাভালাভ ইত্যাদি বিভিন্নতা হইয়া থাকে। সৌর জগৎ এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্থির নহে, কুম্ভকারের চক্রের প্রায় অহরহ ঘুরিতেছে। এই কারণেই মানবদেহে গ্রহরাশি নক্ষত্রাদি সমভাবে অব-স্থিতি করিতে পারে না।

এই পুস্তকে উপরি উক্ত সমস্ত বিষয়ের ও নানা প্রণালী মতে ও অন্যান্য বিষয়ের সমস্ত বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে, অতএব এই পুস্তক পাঠে ত্রিকাল সম্বন্ধীয় সমস্ত অবগত হইতে পারিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ফলিত ও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়া যাহাদের দৈবজ্ঞতা শক্তি লাভের বাসনা হইবে, তাহাদের অগ্রে স্বরোদয় শাস্ত্র শিক্ষা করা উচিত। মহাদেব উক্ত করিয়াছেন। যথা—স্বরহীনোঽদৈবজ্ঞ নাথ হীনং যথা গৃহং। শাস্ত্রহীনং যথাবক্তা শিরহীনশ্চ যদ্বপুঃ। অর্থাৎ যে দৈবজ্ঞ স্বরোদয় অবগত নন, তিনি কর্ত্তা হীন গৃহ, শাস্ত্রজ্ঞানহীন বক্তা এবং শিরশূন্য দেহ সদৃশ। এই স্বরশাস্ত্র কলিকালের প্রদীপ স্বরূপ। অতএব অগ্রে স্বরোদয় শাস্ত্র হইতে যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত ফলিত-জ্যোতিষ গ্রন্থের সাধারণ উপদেশ সমাপ্ৎ।

পবন বিজয় স্বরোদয় হইতে সংগ্রহ।

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে ॥
প্রতিপত্তো দিনান্যাহুঃ ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে।
সার্দ্ধদ্বিঘটিকাজ্ঞেয়া শুক্লে কৃষ্ণে শশী রবিঃ ॥
বহেত্যেক দিনে নৈব যথা ষষ্টি ঘটি ক্রমাৎ।
বহেত্তাবদ্ঘটি মধ্যে পঞ্চ তত্বানি নির্দ্দিশেৎ ॥
প্রতিপত্তো দিনানাহু বিপরীতে বিপর্য্যয়।
শুক্লপক্ষে বহেদ্বামা কৃষ্ণপক্ষেচ দক্ষিণা ॥
জানীয়াৎ প্রতিপদ পূর্ব্বং যোগি তদ্গত মানসঃ।
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেবচ ॥
পঞ্চভুতাত্মকং সর্ব্বং যো জানাতি স পূজিতঃ।
পীত শ্বেতারুণ শ্যাম বিন্দুর্ভিনিরুপাধিকং ॥
দর্পণে চ সমালোক্য তত্র শ্বাসং বিনিক্ষেপেৎ।
আকারস্তু বিজানীয়াৎ তত্ব ভেদং বিচক্ষণঃ ॥

ইতি ভুত প্রক্রিয়াঃ।

চতুরস্রং চার্দ্ধ চন্দ্রং ত্রিকোণং বর্ত্তুলং স স্মিতং ॥
বিন্দুভিস্তু ন বিজ্ঞেয়ং সাকরৈ স্তত্ব লক্ষণং।

ইতি ভুতজ্ঞান প্রকীরঃ ॥

মধ্যে পৃথ্বী অধশ্চাপশ্চোর্দ্ধং বহতি চালনঃ।
তির্য্যক বায়ু প্রবাহশ্চ নভো বহতি সংক্রামে ॥

ইতি ভুত গতিঃ।

আপঃশ্বেতাঃ ক্ষিতিঃ পিতা রক্তবর্ণং হুতাশনং ॥
মারুতা নীল জীমুত আকাশং সর্ব্ব বর্ণকং।

ইতি ভুত রুপানিঃ ॥

মাহেয়ং মধুরং স্বাদু কষায়ং জলমেবচ।
তিক্তং তেজশ্চ সমীরোমম্লং আকাশং কটুকং তথা ॥

ইতি ভুত রসাঃ।

অষ্টাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলং চতুরঙ্গুলং ॥
দ্বাদশাঙ্গুল মাহেয়ং ষোড়শাঙ্গুল বারুণং।

ইতি ভুত গতিঃ ॥

স্কন্ধ দেশে স্থিতো বহ্নিঃ নাভিমুলে প্রভঞ্জনঃ।
জানু দেশে ক্ষিতিস্তোয়ং পাদান্তে মস্তকে নভঃ ॥

ইতি জ্ঞানঃ বিশেষশ্চ তত্বেন ভুতঃ ॥

কুজো বহ্নি রবিঃ পৃথ্বী সৌরিয়াপঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বায়ুস্থং স্থিতো রাহু দক্ষরন্ধ্রে প্রবাহকঃ ॥
গুরুঃ শুক্রস্তথা সৌম্য চন্দ্রশ্চৈব চতুর্থকঃ।
বামনাভ্যাস্থ মধ্যস্থান কাররেদাত্মনস্তথা।

ইতি তত্বান গ্রহাধিপঃ।

মানব দেহে যত প্রকার নাড়ী আছে, তন্মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা এবং সুষুম্না এই তিনটী নাড়ীই প্রধান। মেরুদণ্ডের বাহ্য প্রদেশের বাম দিকে ইড়া-নাড়ী স্থিত হয়, দক্ষিণ প্রদেশে পিঙ্গলা-নাড়ী এবং মধ্যদেশে মেরু মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী স্থিত। চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু এই তিন তিনেতে অবস্থিত এবং সত্ব, রজ, তম এই তিন স্থিত, আর রাত্রি ও দিবা কাল স্থিত হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর দ্বারায় শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। তৎপ্রমাণ। মনুষ্যের বগল দেশ কোন বস্তুর দ্বারায় কিঞ্চিৎ কাল চাপিয়া রাখিলে শ্বাস বন্ধ হইবেক, অর্থাৎ যে বগলের নাড়ী চাপিয়া রাখিবে সেই দিকের নাসিকার শ্বাস বন্ধ হইবেক।

এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ কিম্বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে দক্ষিণ কিম্বা বাম নাসিকার শ্বাস বন্ধ হয়। নব্য সম্প্রদায়ী সমূহে জানেন যে, শ্বাস প্রশ্বাস অহরহ উভয় নাসিকায় সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু সেটী তাহাদিগের ভ্রম। ঐ শ্বাস প্রশ্বাস, জোয়ার ভাটার ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথি অনুসারে যথা নিয়মে ইড়া, পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসিকাপুট মধ্যে প্রথমতঃ সূর্য্য উদয়-কালে উদয় হইয়া এক এক নাসিকায় আড়াই দণ্ড কাল অর্থাৎ এক ঘণ্টা করিয়া স্থিতি হইয়া, উভয় নাসিকায় ২৪ চব্বিশ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ড কাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস বহন হয়, তৎ-কালে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চ তত্ত্বের উদয় হয়, যথা পৃথ্বী উদয় হইয়া ৫০ পল ইংরাজি ২০ মিনিট কাল অবস্থিতি করেন, ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল ইংরাজি ১৬ মিনিট, অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল ইংরাজি ১২ মিনিট, বায়ুতত্ত্ব ২০ পল ইংরাজি ৮ মিনিট, আকাশতত্ত্ব ১০ পল ইংরাজি ৪ মিনিট, উদয় হইয়া স্থিতি থাকে॥ এখন শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ ভেদে কোন কোন তিথিতে কোন নাসি-কার শ্বাস সূর্য্য উদয়ের সহিত সর্ব্বাগ্রে উদয় হয় এবং পঞ্চ তত্ত্বের লক্ষণ কি তাহা লিখিত হইতেছে। শুক্ল পক্ষে প্রতিপদাদি তিন দিন করিয়া, অগ্রে ইড়া নাড়ী অর্থাৎ বাম নাসিকাপুটে আর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদি তিন দিন করিয়া, অগ্রে দক্ষিণ নাসাপুটে সূর্য্য উদয় কালে শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক এক নাসিকায় এক এক ঘণ্টা স্থিত হইয়া ক্রমে দিবা রাত্রি মধ্যে ২৪ বার সংক্রমণ হয়। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া শুক্ল সপ্তমী অষ্টমী নবমী ও শুক্ল ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে আর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী ও কৃষ্ণ দশমী একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্য উদয় কালে প্রথমে বাম নাসিকাপুটে বায়ু বহন আরম্ভ হইয়া এক ঘণ্টা কাল স্থিতি থাকে। ঐরূপ কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া ও কৃষ্ণ সপ্তমী অষ্টমী নবমী ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী অমাবস্যা এবং শুক্ল-পক্ষের চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী দশমী একাদশী এবং দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্য উদয় কালে প্রথমতঃ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক এক ঘণ্টা ক্রমে ৬ দণ্ড মধ্যে প্রতি নাসিকায় ১২ বার হিসাবে উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রমে বিপরীত ফল অর্থাৎ পীড়া কিম্বা অশুভ ঘটনা হয়। যখন এক নাসাপুটে বায়ু বহন হয়, তখন অন্য নাসাপুটে শ্বাস বন্ধ কিম্বা কম-তেজ থাকে এবং যখন এক নাসিকা হইতে অন্য নাসি-কায় শ্বাস প্রবেশ করে তখন ক্ষণেক বাম, ক্ষণেক দক্ষিণ নাসিকায় বহন হয় অথবা উভয় নাসিকা সমানরূপে বহন হয়, ইহাকে সুষুম্না নাম্নি নাড়ীর উদয়বলে। কিন্তু সরদি কফ রোগে আক্রান্ত হইলে নিশ্বাসের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। দিবা রাত্রি ষষ্টী দণ্ড মধ্যে উভয় নাসাপুটে শ্বাস-রূপে দ্বাদশ রাশির উদয় হয় অর্থাৎ বাম নাসিকায় বৃষ কন্যা কর্ক্কট বৃশ্চিক মকর ও মিন রাশি স্থিতি করে অর্থাৎ সম রাশিতে চন্দ্রের স্থিতি হয়। এবং দক্ষিণ নাসিকায় মেষ, সিংহ ধনু তুলা মিথুন কুম্ভ অর্থাৎ বিসম রাশিতে সূর্য্যের স্থিতি হয়।

প্রতি নাসাপুটে বায়ু বহন কালে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। পঞ্চতত্ত্ব কিরূপে জানিবে তাহার নিয়ম কথিত হই-তেছে। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা নিরুপণ, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধান, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, ষষ্ঠে তত্ত্বের উদয় স্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রত্যুষ কালে যত্ন পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারায় উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইবে।

অথ পৃথ্বীতত্ত্বের লক্ষণ।

নাসিকা রন্ধ্রের ঠিক মধ্য স্থান দিয়া অর্থাৎ ঐ নাসিকার অন্য কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে ॥ ২ ॥ ঐ শ্বাসমাপ মাপনে দ্বাদশাঙ্গুলি পরি-মাণে নির্গম হইবে । ৩ । তৎকালে গলাতে মধুর রস উৎপত্তি হইবে । ৪ । তৎকালে কেবল পীতবর্ণ মনে

উদ্ভব কিম্বা কোন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে ॥ ৫ ॥ উত্তম দর্পণে নিশ্বাস নিক্ষেপ করিলে চতুষ্কোন এবং পীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে ॥ ৬ ॥ জানুদেশে ইহার স্থিতি, আড়াই দণ্ড কাল মধ্যে ৫০ পল কাল এই অবস্থায় স্থিত থাকিবে। এই সকল কার্য্যের নাম এস্থলে পৃথিতত্ত্ব রাখা হইয়াছে। রবি গ্রহের আকর্ষণে বাম নাসিকায় পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিকা বহন কালে যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয় তখন বুধ গ্রহ তাহার অধিপতি হন। অথ,—পৃথ্বীতত্ত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৭ রেবতী, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৭ অনুরাধা, ২২ শ্রবনা, অভিজিত, ২১ উত্তরাষাঢ়া।

জলতত্ত্বের লক্ষণ।

ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের নিম্ন ভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে ॥ ২ ॥ শ্বাস মাপিলে পরিমাণে ১৬ অঙ্গুলি হইবে ॥ ৩ ॥ গলাতে কষায় রস অনুভব হইবে ॥ ৪ ॥ দর্পণে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে অর্দ্ধ চক্রাকৃত ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে ॥ ৫ ॥ শ্বেতবর্ণ মনে উদয় কিম্বা কোন প্রকরণ করিলে শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে ॥ ৭ ॥ পাদান্তে ইহার স্থিতি ও আড়াই দণ্ড মধ্যে ৪০ পল কাল ঐরূপে স্থিতি হইবে। এই কার্য্যগুলি এস্থলে জলতত্ত্ব নামে প্রকাশ হইয়াছে। দক্ষিণ নাসিকা বহন কালে শনি গ্রহ ইহার অধিপতি হয়, এবং বাম নাসিকা বহন কালে চন্দ্র এই তত্ত্বের অধিপতি হন। এই তত্ত্বের যে যে নক্ষত্র তাহাদিগের নাম—২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ৯ অশ্লেষা। ১৯ মূলা। ৬ আর্দ্রা। ৪ রোহিনী। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ। ২৪ শতভিষা ॥০॥

অথ অগ্নিতত্ত্বের লক্ষণ।

১। ঊর্দ্ধগামী গতি অর্থাৎ নাসিকাপুটের উপরি ভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। ২। ঐ শ্বাস মাপিলে পরিমাণে চতুরঙ্গুলি হইবে। ৩। গলাতে তিক্ত রসের উদ্ভব হইবে। ৪। দর্পণে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে ত্রিকোনাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবেক। ৫। আড়াই দণ্ড মধ্যে ৩০ পল ঐ ভাবে স্থিতি থাকিবে এবং রক্তবর্ণ মনে উদয় হইবে এবং কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্টি হইবে। ৬। স্কন্ধদেশে ইহার স্থিতি। দক্ষিণ নাসিকা বহন কালে মঙ্গল গ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকা বহন কালে শুক্র গ্রহ ইহার অধিপতি। এই তত্ত্বের যে যে নক্ষত্র—২ ভরণী ৩ কৃত্তিকা ৮ পুষ্যা ১০ মঘা ১১ পূর্ব্বফাল্গুণী ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১৫ স্বাতি। অগ্নিতত্ত্ব বহন সময় কোন ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে যে আমি কি রং মনে করিয়াছি? তখন বলিবেন যে তুমি রক্তবর্ণ মনে করিয়াছ, কেন না ঐ তত্ত্বের উদয় কালে অন্য কোন রং মনে উদয় হইবে না। মঙ্গল গ্রহের আকর্ষণে এই তত্ত্বের উদয় হয়। মঙ্গল গ্রহের বর্ণ রক্ত, আকাশ মণ্ডলে যত গ্রহ আছে তন্মধ্যে মঙ্গল গ্রহ ঘোর রক্তবর্ণ. রজনী যোগে আকাশ মণ্ডলে দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইবেন। সকল প্রাণিই পঞ্চতত্ত্বে সৃষ্টি, এবং সকল প্রাণিতেই যে গ্রহ নক্ষত্রের অংশ আছে তাহার প্রমাণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যে গ্রহের যে স্বভাব সেই স্বভাবই মানব দেহে দেখা যায়।

অথ বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ।

শ্বাস তীর্য্যগামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তীর্য্যকরূপে পার্শ্বে ঠেকিয়া বহন হয়। ২। ঐ বায়ু মাপিলে পরিমাণে ৮ অষ্টাঙ্গুল হইবে। ৩। গলাতে অম্বল রসের উৎপত্তি হইবে। ৪। দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোলাকৃতি ও শ্যাম বর্ণ কিম্বা নীলবর্ণ দৃষ্ট হইবে। নাভিমূলে ইহার স্থিতি জানিবেন। দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে ইহার অধিপতি রাহুগ্রহ এবং বাম নাসিকা বহনকালে ইহার অধিপতি বৃহস্পতি গ্রহ। এই তত্ত্বে যে যে নক্ষত্র তাহাদিগের নাম।—১৬ বিশাখা, ১২ উত্তরফল্গুণী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ১ অশ্বিনী, ৫ মৃগশিরা।

অথ আকাশতত্ত্বের লক্ষণ।

সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটে সর্ব্বস্থান নিয়া বায়ু নির্গত হয়। ২। সর্ব্বগামী, সে জন্য ইহার পরিমাণ করা যায় না।৩। গলাতে কটু রসের উদ্ভব হয়।৪। দর্পণে নিশ্বাস নিক্ষেপ করিলে বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয়। ৫। মিশ্রিত বর্ণ মনে হয় ।৬। মস্তকে ইহার স্থিতি, আড়াই দণ্ড কাল মধ্যে দশ পল মাত্র স্থিত হয়েন। এই তত্ত্ব সর্ব্ব কার্য্যে নিস্ফল, এজন্য এই তত্ত্ব বহন সময় কোন কার্য্য করিবেক না, কেবল যোগ সেবা কর্ত্তব্য ইতি আকাশ তত্ত্বং।

অথ কার্য্য বিশেষে শ্বাস নিক্ষেপের পরিমাণ।

স্বাভাবিক দশ অঙ্গুলি পরিমাণে শ্বাস প্রবেশ হয়, এবং ১২ বার অঙ্গুলি পরিমাণে শ্বাস নিক্ষেপ হয়। গমনকালে ২৪ আঙ্গুল নিশ্বাস বাহির হয়। বেগে গমন করিলে ৪৩ আঙ্গুল, মৈথুনে ৬৫ আঙ্গুল নিশ্বাস বাহির হয়। শয়নে একশত, ভোজনে ও কথোপকথনে অষ্টাদশাঙ্গুল, নিষ্কামী ব্যক্তির এক আঙ্গুলের কম নিশ্বাস বাহির হয়, আনন্দযুক্ত ব্যক্তির দুই আঙ্গুল, কবির তিন অঙ্গুল ইত্যাদি।—

বাচাসিদ্ধিশ্চতুর্থেতু দূরদৃষ্টিস্তু পঞ্চমে ষষ্টেত্বা-কাশগমনং খণ্ডবেগশ্চ সপ্তমে অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধনং ন চ। দশমে দশমূর্ত্তিশ্চ ক্ষয়নাশে। দশৈককে। দ্বাদশে হংসচারশ্চ গঙ্গামৃতরসং পিবেৎ॥ আনখাগ্রং প্রাণপূরকস্য ভক্ষঞ্চ ভোজনং। এবং প্রাণবিধিঃপ্রোক্ত সর্ব্বকার্য্যে ফলপ্রদঃ। জায়তে গুরুবাক্যেন ন বিদ্যা শাস্ত্রকোটিভিঃ।

অথ তত্ত্বের গুণ।

অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক, এবং লোম এই পঞ্চ পৃথিবীর গুণ। শুক্র শোণিত মজ্জা মল মূত্র এই পঞ্চ জলের গুণ। নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি আলস্য এই পঞ্চ তেজের গুণ। ধারণ চালন ক্ষেপন সঙ্কোচ এবং প্রসারণ এই পঞ্চ বায়ুর গুণ। কাম ক্রোধ মোহ লজ্জা এবং লোভ এই পঞ্চ আকাশের গুণ। আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম এবং বায়ু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে। অপিচ মহী জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বায়ুতে লয় হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর পঞ্চ গুণ, জলের চারি গুণ, তেজের তিনগুণ, বায়ুর দুই গুণ এবং আকাশের এক গুণ। পৃথ্বী, গন্ধ তন্মাত্র। জল রসতন্মাত্র। অগ্নি রূপ-তন্মাত্র। বায়ু স্পর্শতন্মাত্র। আকাশ, শব্দ তন্মাত্র। এই পঞ্চের পঞ্চ গুণ।

অথ মৃত্যু জ্ঞানং।

১ যাহার নাসা পুটে দিবা রাত্রি একত্রে বায়ু বহন হয়, তাহার তিন বৎসর মধ্যে মৃত্যু হইবে। ২ যাহার দক্ষিণ নাসা রন্ধ্রের দ্বারা দুই দিবা রাত্র পর্য্যন্ত নিরন্তর বায়ু বহন হয়, তাহার দুই বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে। ৩। যাহার এক নাসা পুটে তিন রাত্র বায়ু বহে, তাহার এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে। ৪। যাহার বাম নাসা পুটে রাত্রিতে নিরন্তর বায়ু বহে, এবং দক্ষিণ নাসা পুটে দিবা রাত্রিতে নিরন্তর বায়ু বহে তাহার আয়ু ক্ষয় হইয়া ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হইবে।৫। যাহার দক্ষিণ নাসা পুটে একাদি-ক্রমে ষোল দিন নিরন্তর বায়ু বহে, তাহার মৃত্যু এক মাসের মধ্যে হইবে। ৬। যাহার দক্ষিণ নাসা পুটে বায়ু বহে, কিন্তু বাম নাসা পুটে বায়ু বহন হয় না, তাহার এক পক্ষ মধ্যে মৃত্যু হইবে।৭। যাহার কেবল বাম নাসা পুটে বায়ু বহে কিন্তু দক্ষিণ নাসা পুটে বায়ু বহে না, তাহার এক মাস মধ্যে মৃত্যু হইবে। ৮। যাহার মল মূত্র বায়ুর সহিত একসময়কালে নির্গত হয়, তাহার দশ দিবস মধ্যে মৃত্যু হইবে। ৯। যাহার দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে দিবা রাত্রি বায়ু বহে তাহার মৃত্যু তিন বৎসরের মধ্যে হইবে। ১০। যে ব্যক্তির নাসিকা পুট দ্বারা দুই কিম্বা তিন দিবা রাত্রি পর্য্যন্ত নিরন্তর বায়ু প্রবল রূপে বহে, তাহার ৪৫ দিন মধ্যে মৃত্যু হইবে। ১১। যাহার উভয় নাসা পুট দ্বারা নিরন্তর দশ দিবস বায়ু খরতর রূপে বহে, তাহার মৃত্যু তাহার পর তিন দিবসান্তে হইবে। ১২। যে ব্যক্তির উভয় নাসিকা

দ্বারা বায়ু বহন না হইয়া যদি ঊর্দ্ধযুক্ত বায়ু মুখ দ্বারা বহন হয়, তবে তাহার দুই দিনের মধ্যে মৃত্যু হইবে। ১৩। কোন ব্যক্তির জন্ম রাশি অবধি গণনায় সপ্তম রাশিতে যদি সূর্য্য অবস্থিতি করেন এবং জন্ম নক্ষত্রেতে চন্দ্র থাকেন এবং সেই কাল দক্ষিণ নাসাতে বায়ু বহন হয়, তবে অকালে কাল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অকস্মাৎ সেই সময় মধ্যে মৃত্যু হয়। ১৪। যাহার বীর্য্যে বিষ্ঠাতে মূত্রে ও হাঁচির সহিত মল যুক্ত হয় অর্থাৎ স্বভাবের অন্যথা হইয়া এককালে নানা প্রকার দর্শন হয়, সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত জীবত থাকে। ১৫। মুখে জল লইয়া সূর্য্যের দিকে ফুৎকার করিয়া ফেলিলে, তাহাতে যদি ইন্দ্রচাপ অর্থাৎ রামধনুক দর্শন হয়, তবে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হইবে।

অথ তত্ত্ব দ্বারা শুভাশুভ জ্ঞান ইত্যাদি।

১ পৃথ্বী কিম্বা জলতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে কর্ম্মের শুভফল হয়, বহ্নিতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্র ফল হয়, বায়ু কিম্বা আকাশতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়।

ইতি কর্ম্মবিশেষে ভূত উদয়ের ফল।

২ অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্য্য করিবে। জলতত্ত্ব বহন সময় শান্তি কার্য্য, বায়ুতত্ত্বে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বে স্তম্ভনাদি কার্য্য, আকাশতত্ত্ব সময় কোন কার্য্য করিবে না। পৃথ্বীতত্ত্ব সময় স্থির কার্য্য করিবে, জলতত্ত্ব সময় চরকার্য্য করিবে। অগ্নিতত্ত্বে ক্রুর কর্ম্ম, বায়ুতত্ত্বে মারণ উচ্চাটন কার্য্য করিবে, আকাশতত্ত্ব উদয় কালে কোন কার্য্য করিবে না, কেবল যোগ সেবা করিবে।

ইতি ষষ্ঠ কর্ম্মঃ।

৩। পৃথ্বী উদয়কালে প্রশ্ন হইলে তৎক্ষণাৎ লাভ হইবে, অগ্নি কিম্বা বায়ুতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে হানি হইবে এবং আকাশতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে নিষ্ফল হইবে। ৪। জলতত্ত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃথ্বীতত্ত্ব পূর্ব্বদিকের অধিপতি, অগ্নিতত্ত্ব দক্ষিণদিকের অধিপতি, বায়ুতত্ত্ব উত্তরদিকের অধিপতি, আকাশতত্ত্ব ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্যস্থান এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋত দিকের অধিপতি। ইতি দিক জ্ঞানং।

৫। বামনাসাপুটে বায়ুর উদয় কালে পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব এবং দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর উদয় কালে অগ্নিতত্ত্ব হইলে শুভাশুভ কর্ম্ম সমস্তই সিদ্ধ হইবে। পৃথ্বীতত্ত্বে লাভ হয় এবং নিশাতে বহ্নিতত্ত্বের সময় লাভ হয়। পৃথ্বীতত্ত্বের সময় বায়ু ও বায়ুতত্ত্বের সময় আকাশতত্ত্বের উদয় হইলে জয় লাভ হয় এবং গমনাগমন ইত্যাদি কার্য্যে শুভ ফল হয়। ৬। প্রচ্ছক জলতত্ত্ব বহন কালে আগমন করিয়া পৃথ্বীতত্ত্ব বহন সময় প্রস্থান করিলে শুভ এবং বায়ুতত্ত্ব সময় গমন করিলে নিত্য হানি হয়। আকাশ কিম্বা অগ্নিতত্ত্ব সময় গমন করিলে মৃত্যু হয়, কিম্বা তৎতুল্য ফল হয়। ৭। পৃথ্বীতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে মূল অর্থাৎ উদ্ভিদ পদার্থের চিন্তা। জলতত্ত্বে জীব অর্থাৎ প্রাণী এবং আকাশতত্ত্বে মূল বস্তু জানা যায়। ৮। পৃথ্বীতত্ত্বে বহুপদ, জল ও বায়ুতত্ত্বে দ্বিপদ, অগ্নিতত্ত্বে চতুষ্পদ এবং আকাশতত্ত্বে অপদ বুঝায়। ৮। ইতি পদাদি জ্ঞানং।

এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হৃত নষ্ট বা চিন্তিত দ্রব্যের আকৃতি জ্ঞানও জন্মে।

৯। পৃথ্বীতত্ত্বে চতুষ্কোণ, জলতত্ত্বে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি; অগ্নিতত্ত্বে ত্রিকোণাকৃতি, বায়ুতত্ত্বে বর্ত্তুলাকার অর্থাৎ গোলাকার, আকাশতত্ত্বে নানাকৃতি।

তত্ত্বের দ্বারা হৃত নষ্টাদি অর্থাৎ চুরি ইত্যাদি বস্তুর বর্ণজ্ঞানও জন্মে।

১০। পৃথ্বীতত্ত্বে পীতবর্ণ, জলতত্ত্বে শ্বেতবর্ণ, অগ্নিতত্ত্বে রক্তবর্ণ, বায়ুতত্ত্বে নীলবর্ণ, আকাশতত্ত্বে নানা বর্ণ, কোনমতে কৃষ্ণবর্ণ।

অথ তত্ত্বাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

১১। পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, জলতত্ত্বের বিষ্ণু, অগ্নিতত্ত্বের রুদ্র, বায়ুতত্ত্বের ঈশ্বর ও আকাশতত্ত্বের সদাশিব অধিষ্ঠাতা।

ইহার দ্বারা দেবতা ও গুরুমন্ত্র, শত্রু মিত্র এবং দিক দেবতা জ্ঞান জন্মে।

১২। পূর্ব্বদিকে পার্থিব, তত্ত্ব তাহার অধিষ্ঠাতা বৃহ-

স্বাতি। দক্ষিণদিকে জলতত্ত্ব তাহার অধিষ্ঠাতা শুক্রাচার্য্য। পশ্চিমে বহ্নিতত্ত্ব, তাহার অধিষ্ঠাতা মঙ্গল গ্রহ। উত্তরে বায়ুতত্ত্ব বুধ গ্রহ তাহার অধিষ্ঠাতা। ঊর্দ্ধ্ব অধ আগ্ন ঈশান বায়ু নৈঋত কোণে আকাশতত্ত্ব তাহার অধিষ্ঠাতা শনিগ্রহ। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দ্বারা প্রশ্ন কর্ত্তার অভীষ্ট দেবতার নাম কিম্বা মন্ত্রাদি বলা যায়।

১৩। পৃথ্বী তত্ত্বে প্রশ্ন হইলে নিশ্চয়ই যুদ্ধ হয়, জলতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে সন্ধি হয়, বহ্নি তত্ত্বে প্রশ্ন হইলে বিজয়ী এবং বায়ুতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে রণভঙ্গ হয় এবং আকাশতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে যুদ্ধে মৃত্যু হয়। ইতি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন।

অথ রোগ প্রশ্নে শুভাশুভ কথন।

১৪। পৃথ্বীতত্ত্ব বহন সময় প্রশ্নকর্ত্তা আসিয়া প্রশ্ন করিলে, কফ পিত্ত বায়ু মিশ্রিত রোগ জানিবে। জলতত্ত্বে কফ জন্য রোগ, অগ্নিতত্ত্বে পিত্তজন্য রোগ এবং বায়ুতত্ত্বে বাত জন্য রোগ, কিন্তু বায়ুতত্ত্বে বাত জন্য রোগ হইলেও বাতপিত্ত কিম্বা বাতশ্লেষ্ম রোগও হইতে পারে, তাহা জানার উপায় এই যে বায়ুতত্ত্ব বহন সময় প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন করিয়া বসিয়া থাকিয়া অগ্নিতত্ত্ব বহন সময় যদি চলিয়া যান, তবে বাতপিত্ত জন্য পীড়া, নচেৎ বাতশ্লেষ্ম জানিবে। আকাশতত্ত্বের উদয় সময়ে রোগবিষয়ে প্রশ্ন হইলে, সন্নিপাত জনিত রোগ জানিবেন।

বাম ও দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর গমনকালে
গর্ভসম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইলে তৎফলাফল।

১। প্রশ্নকর্ত্তা যদি চন্দ্র-নাড়ী অর্থাৎ বাম নাসাপুটে বায়ু বহন কালে গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করেন, তবে সেই গর্ভে কন্যা জন্মিবে। যদি রবি-নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা পুটে বায়ু বহন সময়ে প্রশ্ন করেন, তবে গর্ভে পুত্র জন্মিবে। যদি শূন্য মার্গে প্রশ্ন হয়, তবে গর্ভ নষ্ট হইবে।

২। চন্দ্র-নাড়ীতে স্ত্রী, সূর্য্য-নাড়ীতে পুরুষ এবং মধ্য-নাড়ীতে নপুংসক জন্মিয়া থাকে।

অথ পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা পুত্র কন্যাদি জ্ঞান।

৩। পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইলে, গর্ভে পুত্র জন্মিবে, জলতত্ত্বে পুত্রী, বায়ুতত্ত্বে কন্যা, অগ্নিতত্ত্বে গর্ভপাত, আকাশতত্ত্বে নপুংসক এবং শূন্যতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে শূন্য জানিবে।

যদি যুগ্মস্বরে অর্থাৎ যে সময় নাড়ীর ও তত্ত্বের পৃথক ভাব থাকে, সেই সময় গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হয়, তবে গর্ভে যমজাপত্য হয়।

৪। বায়ু সংক্রমণকালে অর্থাৎ এক নাসিকা হইতে অন্য নাসিকায় বায়ুর গমনকালে, গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত হয়।

৫। রবি অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু গমনকালে গর্ভাধান হইলে সেই গর্ভে পুত্র জন্মিবে। চন্দ্র-নাড়ী অর্থাৎ বাম নাসিকাপুটে বায়ুর গমনকালে গর্ভাধান হইলে কন্যা জন্মায়। বায়ুর সংক্রমণকালে গর্ভ হইলে, গর্ভপাত হয়। এবং উভয় নাসাপুটে বায়ু বহন সময় গর্ভ সঞ্চার হইলে সন্তান নপুংসক হয়।

কোন তত্ত্বে গর্ভাধান হইলে, সন্তানের
সুখ দুঃখাদি ঘটনা হয় তাহার বিবরণ।

৬। পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভজাত সন্তান ধনবান্ সুখী ও ভোগী হয়, জলতত্ত্বে গর্ভাধান হইলে সেই সন্তান সুখী হয়, অগ্নিতত্ত্বে গর্ভস্রাব অথবা সন্তান অল্পায়ু হয়, বায়ুতত্ত্বের সময় গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভের সন্তান দুঃখী হয় এবং আকাশতত্ত্বে গর্ভ সঞ্চার হইলে গর্ভ নষ্ট হয়।

৭। পৃথ্বীতত্ত্বে পুত্র এবং জলতত্ত্বে দুহিতা জন্মে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য তত্ত্বে গর্ভ সঞ্চার হইলে গর্ভ নষ্ট হয়, অথবা মৃতাপত্য জন্মে।

অথ গর্ভ প্রকরণ।

৮। স্ত্রীলোকের ঋতুর পঞ্চম দিবসে পুরুষের রবি-নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকাপুটে বায়ুর এবং স্ত্রীর চন্দ্র-নাড়ী

অর্থাৎ বাম নাসিকাপুটের বায়ুর যোগে পুত্র জন্মে। বোধ হয় এই স্বরোদয় মতে স্ত্রী পুরুষদিগের শয়নের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পুরুষ স্বীয় বাম পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং স্ত্রী তাহার স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে। এইরূপ অবস্থায় শয়ন করিলে, রবি ও চন্দ্র-নাড়ীর উদয় হইবে।

সুষুম্না নাড়ীর গতি ক্ষণে দক্ষিণ নাসাপুটে, ক্ষণেক বাম নাসাপুটে হইয়া থাকে। এই নাড়ী দক্ষিণ নাসাপুটে থাকা কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভের সন্তান অঙ্গহীন হইবে। ইতি গর্ভ প্রকরণ।

অথ সম্বৎসর প্রকরণ।

১। চৈত্র মাসের শুক্লাপ্রতিপদ তিথির প্রাতঃকালে এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের আরম্ভে যোগী ব্যক্তি তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দেখিবেন যে, চন্দ্র-নাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসিকাপুটে বায়ুর বহন সময়ে কোন তত্ত্বে বহন হইতেছে; তাহা অবগত হইয়া ফলাফল জানিবেন। যদি সেই সময় পৃথ্বী, জল অথবা বায়ুতত্ত্বের উদয় হয় তবে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা এবং সুভিক্ষ হইবে। যদি সেই সময় অগ্নি অথবা আকাশ-তত্ত্বের উদয় হয়, তবে ঘোরতর ভয় এবং দুর্ভিক্ষ হইবে। উক্ত তত্ত্ব ফল বর্ষে, মাসে ও দিবসে জানা যাইবে। যদি উক্ত সময়ে মধ্যম অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীর উদয় হয়, তবে সকল কার্য্যে ক্রূর ও দুষ্ট ফল, দেশভঙ্গ, মহারোগ, ক্লেশ ও কষ্টাদি এবং দুঃখ উপস্থিত হয়।

২। মেষ রাশির সংক্রমণ সময়ে স্বর ভেদ করিয়া বিচার করিলে সম্বৎসরের ফলাফল জানা যায়। অর্থাৎ পৃথিব্যাদি তত্ত্বের দ্বারা দিন, মাস ও অব্দে যে ফল হইবে তাহা জানা যাইবে।

৩। মেষ সংক্রান্তির সময় যদি পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তবে সুভিক্ষ, বহু শস্য উৎপত্তি, সুবৃষ্টি এবং সুখোদয় হয়।

৪। মেষ সংক্রান্তির সময় যদি জলতত্ত্বের উদয় হয়, তবে সুবৃষ্টি, সুভিক্ষ, আরোগ্য এবং বহু শস্যের উৎপত্তি হয়।

৫। মেষ সংক্রান্তি সময় যদি অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তবে দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রভঙ্গ, দারুণ রোগ উৎপত্তি এবং অল্প বৃষ্টি হয়।

৬। মেষ সংক্রান্তি সময় যদি বায়ুতত্ত্বের উদয় হয়, তবে উৎপাত, উপদ্রব, ভয় এবং পৃথিবীতে অল্প বৃষ্টি হয়।

৭। মেষ সংক্রান্তি সময় যদি আকাশতত্ত্বের উদয় হয়, তবে সেই বৎসর শস্যাদির পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটনা হয়।

অথ বাম ও দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহনের নিরূপিত সময়ের ব্যতিক্রমে ফলাফল কথন।

১। বাম নাসিকার শ্বাস উদয়ের নিরূপিত সময়ে যদি দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস উদয় হয়, অথবা, দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস উদয়ের নিরূপিত সময়ে যদি বাম নাসিকার শ্বাস উদয় হয়, তবে সেই ব্যক্তির সেই দিবস অশুভ ঘটনা ও হানি হয় এবং নানারূপ উদ্বেগ জন্মে।

২। বাম নাসিকার শ্বাস প্রবেশ কালে যত প্রকার শুভ কর্ম্ম আছে তাহা করিবে, করিলে শুভ হয়। যাত্রা, দান, বিবাহ এবং বস্ত্রালঙ্কার ধারণ ইত্যাদি কার্য্য সকল এই সময়ে করিবে।

দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবেশকালে যত প্রকার ক্রূর কর্ম্ম আছে তাহা করিবে, করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। যুদ্ধ যাত্রা, দ্যূত কর্ম্ম, স্নান, ভোজন, মৈথুন, ব্যবহার, ভয় ও ভঙ্গ ইত্যাদি কার্য্য সকল এই সময়ে করিবে।

৩। যখন সুষুম্নার উদয় হয়, সেই সময়ে শুভ বা অশুভ কোন কার্য্যই করিবে না। এই সময়ে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ফল হইবে, কেবল যোগ সাধনাদি কার্য্যানুষ্ঠান করিবে।

নাড়ীর সংক্রমণকালে এবং তত্ত্বের সংক্রমণকালে শুভ কার্য্যাদি ও দানাদি করিবে না।

৪। যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে, সেই দিকের পদ অগ্রে ফেলিয়া কোন কার্য্যে যাত্রা করিলে ঐ কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

৫। রবি-নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ কালে ষট্ কর্ম্ম অর্থাৎ মারণ, মোহন, স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি কার্য্য করিলে সিদ্ধি হয়।

৬। চন্দ্র-নাড়ী অর্থাৎ বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবেশকালে শান্তি পৌষ্টি, ক্ষেম, ঔষধি, রসায়ন এবং যোগাভ্যাসাদি কার্য্য করিবে।

সোম, শুক্র, বুধ এবং বৃহস্পতিবারে বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবেশকালে যে কোন কার্য্য করিবে, তাহাই সিদ্ধি হইবে। বিশেষ শুক্লপক্ষে অধিক ফলপ্রদ হয় এবং রবি, মঙ্গল ও শনিবারে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবেশকালে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে তাহাও সিদ্ধি হইবে; বিশেষ কৃষ্ণপক্ষে অধিক ফলপ্রদ হয়। 'ডাকের বচন' যথা।—

" সোম শুক্র বুধে বাম।
হেলায় লঙ্কা জেতে রাম॥"

৭। দক্ষিণ-নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু বহন কালে দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে যাত্রা নিষেধ এবং বাম নাসাপুটে বায়ু বহনকালে পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকে যাত্রা নিষেধ; যাত্রা করিলে মৃত্যু কিম্বা তৎতুল্য ফল হয়। যখন সকল মনুষ্যেরই এক সময়ে বাম বা দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন হয়, তখন কোন ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ সময়ে নিষিদ্ধ দিকে গমন করিতে দেখিলে, অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, সে ব্যক্তি যে কার্য্যে গমন করিতেছে সে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। অথবা কার্য্য সিদ্ধি হইতে বহু বিলম্ব হইবে কিম্বা যাত্রাকারীর মৃত্যু তুল্য ফল ঘটনা হইবে।

৯। তিথি অনুসারে বাম নাসিকার শ্বাস বহনের সময় যদি দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন হয়, অথবা দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহনের সময় বাম নাসিকার শ্বাস বহন হয়, তবে সেই দিবস সেই ব্যক্তির উদ্বেগ, কলহ এবং হানি হয় ও সকল কার্য্যে অশুভ হয়।

অথ দিনভেদে বিপরীত ফল।

১০। চন্দ্র স্থানে রবির উদয় হইলে অথবা রবির স্থানে চন্দ্রের উদয় হইলে, প্রথম দিনে মনের উদ্বেগ, দ্বিতীয় দিনে এইরূপ বিপরীত ঘটিলে ধনহানি, তৃতীয় বার বিপর্য্যয়ে দূরগমন, চতুর্থ বারে ইষ্টনাশ, পঞ্চম বার বিপর্য্যয়ে রাজ্য ধ্বংস, ষষ্ঠ বার বিপরীতে মৃত্যু, সপ্তম বারে ব্যাধি ও দুঃখ, এবং অষ্টম বার বিপরীতে মৃত্যু হয়।

১১। এই অষ্ট কালের মধ্যে যদি তিন কালে কোন ব্যক্তির নাসাপুটে নিরূপিত বায়ুর উদয়ের বিপরীত হয়, তবে ঐ ব্যক্তির কিঞ্চিৎ ন্যুনাতিরিক্ত মন্দ ফল ঘটনা হয়।

১২। প্রাতঃকালে অথবা মধ্যাহ্ন কালে চন্দ্রের উদয় এবং সায়ংকালে রবিনাড়ীর উদয় হইলে, নিত্য জয়লাভ হয় অন্যথা দুঃখ হয়।

অথ যাত্রাকালে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান।

১৩। যাত্রাকালে যে নাসিকাপুটে শ্বাসের উদয় হইবে, অর্থাৎ বাম নাসিকাপুটে শ্বাস উদয় হইলে সেই দিকের পদ অর্থাৎ বাম পদ অগ্রে ফেলিয়া এবং দক্ষিণ নাসিকাপুটে শ্বাস উদয় হইলে দক্ষিণ পদ অগ্রে বাড়াইয়া যাত্রা করিবে। এইরূপে যাত্রা করিলে, যে কার্য্যের নিমিত্ত যাত্রা করা হয় উহা সিদ্ধ হইবে।

১৪। বাম নাসাপুটে বায়ুর উদয় কালে সম্পাদ কার্য্যাদি এবং দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর উদয় কালে বিষম কার্য্যাদি জন্য যাত্রা করিতে হইলে, ঐ সময়ে যে অঙ্গের বায়ু বহন হয় সেই দিকের পদ অগ্রে ফেলিয়া গমন করিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

১৫। শনি ও মঙ্গল বারে মৃত্তিকাতে সপ্তবার, রবি ও সোম বারে একাদশ বার, বুধ ও শুক্র বারে একবার এবং বৃহস্পতি বারে পদ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গের পদ ফেলিয়া যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

১৬। কোন স্থানে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য যাইবার নিতান্ত আবশ্যক হইলে তৎকালে যে নাসিকার বায়ু বহন হয়, সেই দিকের হস্ত দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া, বাম নাসা বহন কালে মৃত্তিকায় চারি পদ এবং দক্ষিণ নাসা বহন কালে মৃত্তিকায় পঞ্চ পদ আঘাত করিয়া যাত্রা করিলে সেই কার্য্য সিদ্ধি হয়; এমন কি ঐ যাত্রা ফলে ত্রিভুবন জয় লাভ হয়।

১৭। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় যে নাসিকার বায়ু বহন হয়, সেই দিকের হস্ত মুখে স্পর্শ করিয়া উঠিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।

অথ যুদ্ধ প্রকরণ।

১৮। চন্দ্রস্বরে প্রশ্ন হইলে দূর দেশের যুদ্ধে জয়লাভ হয় এবং রবিস্বরে প্রশ্ন হইলে নিকটের যুদ্ধে জয় হয়।

অথ শয়ন প্রকরণ।

১৯। যে সময় বাম নাসাপুটে বায়ু বহন হইবে, সেই সময় শয়ন করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু বহন কালে শ্রান্ত হইয়া অথবা শোকাদি উপস্থিত হইলে শয়ন করিতে পারিবে।

বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর নিরূপিত বহন সময় প্রশ্ন হইলে তাহার শুভাশুভ গণনা।

২০। যে নাসাপুটে বায়ু বহন হয় সেই দিক্ হইতে প্রশ্নক প্রশ্ন করিলে যে বিষয়ের প্রশ্ন করিবেক তাহা সিদ্ধ হইবে, আর শূন্য দিক্ হইতে অর্থাৎ তৎকালে যে নাসিকায় শ্বাস বন্ধ থাকে সেই দিক্ হইতে প্রশ্ন করিলে সে বিষয়ের সিদ্ধি হইবে না।

শ্বাস ও তত্ত্বোদয়ের দৃষ্টান্ত।

প্রথমতঃ সাধারণ পঞ্জিকায় কোন দিবসে কয় ঘণ্টা কয় মিনিটে সূর্য্য উদয় হয় এবং সেই দিবস কোন পক্ষের কোন তিথি তাহা জানিয়া কোন নাসাপুটে বায়ু বহন হইবে তাহা স্থির করিবেন তৎপর এক এক ঘণ্টা করিয়া সেই নাসিকা হইতে বিষম সম মতে গণনা করিয়া কোন নাসাপুটে কোন সময়ে বায়ু বহন হওয়া উচিত তাহা জানিতে পারিবেন। যদি ব্যতিক্রম হইয়া থাকে তবে কোন বস্ত্র বগলে চাপিয়া রাখিয়া কিম্বা সেই পার্শ্বে কোন প্রকারের ঠেস দিয়া শ্বাস ফিরাইয়া দিবেন।

শ্বাস প্রশ্বাস জানার জন্য দিনপঞ্জিকা করিয়া রাখার নিয়ম বলা হইতেছে, যথা,—মেষ সংক্রান্তি দিবসে শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে সূর্য্য উদয় কালে বাম নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে অতএব ৬ ঘণ্টা হইতে বেলা ৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাম নাসিকা বহন হইবে তৎপর ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত দক্ষিণ নাসিকা বহন হইবে এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে বাম ও দক্ষিণ নাসিকাপুটে শ্বাস বহন হইবে। যথা,—১২ ই চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথি। ৬ প্রাতঃকালে হইতে ৭ বাম, ৭ হইতে ৮ দক্ষিণ, ৮ হইতে ৯ বাম, ৯ হইতে ১০ দক্ষিণ, ১০ হইতে ১১ বাম, ১১ হইতে ১২ দক্ষিণ, ১২ হইতে ১ বাম, ১ হইতে ২ দক্ষিণ, ২ হইতে ৩ বাম, ৩ হইতে ৪ দক্ষিণ, ৪ হইতে ৫ বাম, ৫ হইতে ৬ দক্ষিণ।

এই বার ঘণ্টা অন্তে পুনরায় ঐরূপ নিয়মে চলিবে। পঞ্চ তত্ত্বের উদয় ও স্থিতি জানার দৃষ্টান্ত, যথা,— ঐ ৬ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যখন বাম নাসিকায় বায়ু বহন হইবে তৎকালে প্রথমতঃ পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল ২০ মিনিট অর্থাৎ ৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিবে তৎপরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল ১৬ মিনিট অর্থাৎ ৬ ঘটিকা ৩৬ মিনিট পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিবে তৎপর অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল ১২ মিনিট অর্থাৎ ৬ ঘটিকা ৪৮ মিনিট পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিবে তৎপর বায়ুতত্ত্বের উদয় হইয়া ২০ পল ৮ মিনিট অর্থাৎ ৬ ঘটিকা ৫৬ মিনিট পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিবে, তৎপর আকাশ তত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল ৪ মিনিট অর্থাৎ ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থিতি থাকিবে। এইরূপ যখন যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে তৎকালে ঐরূপ হিসাব করিয়া সমস্ত দিনের জন্য লিখিয়া রাখিবেন, যথা,—

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৬	২০	পৃথ্বী	গুরু
৬	৩৬	জল	শুক্র
৬	৪৮	অগ্নি	বুধ

৬	৫৬	বায়ু	চন্দ্র
৭	০	আকাশ	০

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর স্থিতি সময় তত্ত্বের উদয়।

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৭	২০	পৃথ্বী	রবি
৭	৩৬	জল	শনি
৭	৪৮	অগ্নি	মঙ্গল
৭	৫৬	বায়ু	রাহু
৮	০	আকাশ	০

এই ক্রমে বাম দক্ষিণ নাসাপুটের সমস্ত দিনের তালিকা করিয়া রাখিলে কোন সময় কোন তত্ত্বের উদয় হইবে তাহা জানিতে পারিবেন এবং তদ্দৃষ্টে জানিয়া ফলাফল বুঝিবেন ইতি।

বাম ও দক্ষিণ নাসিকা তত্ত্বর উদয়ের একই নিয়ম; কিন্তু গ্রহাদির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

সুষুম্না নাড়ীর উদয় জানার ক্রম।

বাম নাসা হইতে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু গমন করিতে যত সময় লাগিবেক সেই সময়কে সুষুম্না নাড়ীর উদয় কহে।

ঘড়ী যন্ত্র যে শ্বাস প্রশ্বাস ও পঞ্চতত্ত্ব ও জ্যোতিষ শাস্ত্র হইতে নির্ম্মাণ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই ঘড়া সৃজনের মূল কারণ ও অভিপ্রায় বিবেচনা করিতে গেলে তিথি অনুসারে সূর্য্য উদয়ের সহিত মানব শ্বাস প্রশ্বাসের উদয়ের নির্ণয় ভিন্ন আর কিছু মাত্র উপলব্ধি হয় না। কেন না ঘড়ীর নিম্নে ছয় ঘণ্টার অঙ্ক অর্থাৎ প্রাতঃকালের চিহ্ন তাহার মস্তকের উপরে ১২ ঘণ্টার অঙ্ক অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কালের চিহ্ন এবং ঐ ১২ ঘণ্টার অঙ্ক হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘণ্টার অঙ্কে ঘড়ির কাঁটা ফিরিয়া আসিয়া থাকে। ঘটিকাযন্ত্র নির্ম্মাণের অভিপ্রায় এই যে, সূর্য্য যখন মীন রাশি হইতে মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন, ঐ রেখার নাম বিষুব রেখা। সূর্য্য ঐ স্থানে আগমন করিলে দিবা রাত্রি সমান অর্থাৎ ৬ ঘটিকায় উদয় এবং ৬ ঘটিকায় অস্ত হয়। ঐ মেষ সংক্রান্তি দিবস শুক্র প্রতিপদ তিথি উদয় ও অস্ত দেখিয়া স্বরোদয় গণনার আরম্ভ হয় এবং ঘড়ীরও সৃজন হয়। কেন না ৬ ঘণ্টার সময় সূর্য্য উদয়ের সহিত বাম নাসিকার শ্বাস বহন আরম্ভ হইয়া এক এক ঘণ্টা করিয়া ১২ ঘণ্টা কাল বিষম সম গণনায় বাম দক্ষিণ করিয়া শেষ হইলে পুনরায় বাম নাসিকার শ্বাস আরম্ভ হইয়া ঐ প্রণালী মতে বিষম সম মতে বহে। এজন্য ঘড়ীযন্ত্র ১২ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং বার রাশিতে ঐ বার সংক্রমণ জানিবেন। আর দিবা রাত্র মধ্যে উভয় নাসিকায় ২৪ সংক্রমণ হওয়াতে ২৪ ঘণ্টায় দিবা রাত্রি নির্ণয় হইয়াছে। ঘড়ীটিকে ২৪ ভাগ না করিয়া যে বার ভাগ করা হইয়াছে, তাহার কারণই শ্বাস প্রশ্বাস বহনের সময় নির্ণয় করার জন্য এবং ঐ ঘণ্টা মধ্যে পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চভাগে উদয় হওয়ার সময় জানা ও নির্ণয় করার জন্য মিনিট বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। সুষুম্না নাড়ীর ও তত্ত্বের সংক্রমণ কাল নির্ণয় জন্য, সেকেণ্ড রূপে ঐ মিনিটের ভাগ করা হইয়াছে। ঘটিকাযন্ত্র যে আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে ছিল তাহার প্রমাণ যোগ শাস্ত্রের ঘেরেণ্ড সংহিতার প্রথম উপদেশে লিখিত আছে, প্রসঙ্গতঃ পরে দেওয়া যাইতেছে।

স্বরোদয় প্রমাণ, সংস্কৃত শ্লোক।

দেহমধ্যে স্থিতানাড্যো বহুরূপাঃ সুবিস্তরাঃ।
নাভেরধস্তদাকন্দা অঙ্কুরা স্তত্র নির্গতাঃ॥
দ্বিসপ্ততিসহস্রাস্রাণি নাভিমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
চক্রবচ্চ স্থিতাস্তাতু সর্ব্বাঃপ্রাণহরাঃস্মৃতাঃ॥
তেসাংমধ্যে ত্রয়ো শ্রেষ্ঠা বামদক্ষিণমধ্যমাঃ।
বামা সোমাত্মিকাপ্রোক্তা দক্ষিণরবিসম্মিতা॥
মধ্যমা চ ভবেদগ্নিঃ ফলতাং কালরূপিণীং॥

পবনবিজয়স্বরোদয়ঃ।

তাসাং তিস্রঃ প্রধানাস্তু তিস্বম্বেকোত্তমা মতা।
ইড়াচ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্নাচ তৃতীয়কা॥

তত্রৈকা বামতো যাতি দ্বিতীয়া দক্ষিণে তথা ।
মধ্যে বায়ুপথং বিদ্যাৎ ত্রিভিস্তুল্যাং গতাগতং ॥
চন্দ্রসূর্য্যামরুচ্চৈব ত্রয়স্তি স্বস্বর্বাস্থিতাঃ ।
সম্বরক্তস্তমশ্চৈব রাত্র্যহঃ কাল এবচ ॥
অহোরাত্রস্য মধ্যেতু জ্ঞেয়া দ্বাদশ সংক্রমাঃ ।
বৃষকর্কটকন্যালিমৃগমীনে নিশাকরঃ ॥
ধনিষ্ঠারেবতীজ্যেষ্ঠানুরাধা শ্রবণা তথা ।
অভিজিচ্চোত্তরাষাঢ়া পৃথ্বীতত্ত্বমুদাহৃতং ॥
পূর্ব্বাষাঢ়া তথাশ্লেষা মূলা আর্দ্রাচ রোহিণী ।
উত্তরভাদ্রপদা তোয়ং আপস্তত্ত্বম্ভীষ্টদং ॥
ভরণী কৃত্তিকাপুষ্যা মঘা পূর্ব্বাচ ফল্‌গুণী ।
পূর্ব্বভাদ্রপদাস্বাতী তেজস্তত্ত্বমিতি প্রিয়ে ॥
বিশাখোত্তরফল্‌গুণ্যৌ হস্তা চিত্রা পুনর্ব্বসুঃ ।
অশ্বিনী মৃগশীর্ষাচ বায়ুস্তত্ত্বমুদাহৃতং ॥

ইতিপঞ্চভূতনক্ষত্রাণি ।

বহন্নাড়ীস্থিতো দূতো যদিপৃচ্ছেৎ শুভাশুভং ।
তৎসর্ব্বংসিদ্ধিমায়াতি শূন্যে শূন্যং ন সংশয়ঃ ॥

ইতিপূর্ণনাড্যাদিপ্রশ্নফলং ।

জন্মান্তরীন সংস্করাৎ প্রসাদাদথবা গুরোঃ ।
কেচিত্তু জ্ঞায়তে তত্ত্বং বাসনাবিমলাত্মনঃ ॥
কায়নগরমধ্যেতু মারুতো রক্ষপালকঃ ।
প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্তো নির্গমে দ্বাদশাঙ্গুলঃ ॥
মৈথুনে পঞ্চষষ্টীচ শয়নেচ শতাঙ্গুলঃ ।
প্রাণস্যতুং গতির্দেবি স্বভাবদ্বাদশাঙ্গুলা ॥
ভোজনে বচনেচৈব গতিরষ্টাদশাঙ্গুলা ।

ইতি কার্য্যবিশেষে প্রাণানাংবহির্গতিনির্ণয়ঃ ॥

একাঙ্গুলিবৃত্তেন্যুনে প্রাণেনিষ্কামতা মতা ।
আনন্দস্তু দ্বিতীয়েচ কবিশক্তিস্তৃতীয়কে ॥
বাচাশক্তিশ্চতুর্থেতু দূরদৃষ্টিস্তু পঞ্চমে ।
ষষ্ঠে আকাশগমনংশ্চণ্ডবেগশ্চ সপ্তমে ॥

অষ্টমে সিদ্ধয়শ্চাষ্টৌ নবমে নিধনংন চ ।
দশমে দশমূর্ত্তিঃ স্যাৎ ছায়ানাশ একাদশে ।
দ্বাদশে হংসচারশ্চ গঙ্গামৃতরসং পিবেৎ ॥
পীতশ্চৈব চতুষ্কোণং মধুরং মধ্যমাশ্রিতং ।
ভোগদং পার্থিবং তত্ত্বং প্রবাহে দ্বাদশাঙ্গুলং ॥
শ্বেতমর্দ্ধেন্দুসঙ্কাশং স্বাদুকষায়মাদকং ।
লাভকৃদ্বারুণং তত্ত্বংপ্রবাহে ষোড়শাঙ্গুলং ॥
রক্তত্রিকোণতিক্তঃ স্যাদূর্দ্ধমার্গপ্রবাহকঃ ।
দীপ্তঞ্চ তৈজসং তত্ত্বং প্রবাহে চতুরঙ্গুলং ॥
নীলঞ্চবর্ত্তুলাকারং স্বাদ্বম্লংতীর্য্যগাশ্রিতং ।
চপলংমারুতং তত্ত্বংপ্রবাহে হ্যষ্টাঙ্গুলংস্মৃতং ॥
বর্ণাকারং স্বাদুবহং অব্যক্তং সর্ব্বগামিনম্ ।
মোক্ষদংনাভ সং তত্ত্বং সর্ব্বকার্য্যেষুনিষ্ফলম্ ॥

ইতি অঙ্গুলিবিশেষগত্যাভূত তৎফলং ।

পৃথ্বীপঞ্চ অপাংবেদা গুণাস্তেজোদ্বিবায়ুতঃ ।
নভএকগুণশ্চৈব তত্ত্বজ্ঞানমিদংভবেৎ ।
অস্থি মাংসং নখশ্চৈব ত্বগ্লোমানি চ পঞ্চমং ।
পৃথ্বী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
শুক্র শোণিত মজ্জা চ মল মূত্রঞ্চ পঞ্চমং ।
অপাং পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
নিদ্রা ক্ষুধাতৃষাচৈব ক্লান্তিরালস্য পঞ্চমং ।
তেজঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
ধারণং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরস্তথা ।
বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥
কামং ক্রোধং তথা মোহংলজ্জা লোভঞ্চপঞ্চমং ।
নভঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেনভাসতে ॥
আকাশাৎজায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ ।
রবেরুৎপদ্যতেতোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী ॥
মহীবিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ ।
রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু খে ॥

অথ মৃত্যু কাল জ্ঞানং।

অহোরাত্রং যদেকত্র বহতে যস্য মারুতঃ।
তদা তস্য ভবেদায়ুঃ সম্পূর্ণং বৎসরত্রয়ং ॥
অহোরাত্রদ্বয়ং যস্য পিঙ্গলায়াং সদাগতিঃ।
তস্য বর্ষদ্বয়ং জ্ঞেয়ং জীবিতং তত্ত্ববেদিভিঃ ॥
ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেক পুটে স্থিতঃ।
বৎসরং যাবদায়ুঃ স্যাৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥
রাত্রৌ চন্দ্রো দিবা সূর্য্যো বহেদ্যস্য নিরন্তরম্।
বিজানীয়াত্তস্য মৃত্যুঃ ষাণ্মাসাভ্যন্তরে সুধীঃ ॥
একাদি ষোড়শা হানি যদি ভানুঃ নিরন্তরং।
বহেদ্যস্য চ বৈ মৃত্যুঃ শেষাহেন চ মাসিকঃ ॥
সম্পূর্ণং বহতে সূর্য্যশ্চন্দ্রমা নৈব দৃশ্যতে।
পক্ষেণ জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতং ॥
সম্পূর্ণং বহতে চন্দ্রঃ সূর্য্যো নৈব চ দৃশ্যতে।
মাসেন দৃশ্যতে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতং ॥
মূত্রং পুরীষং বায়ুশ্চ সমকালং প্রজায়তে।
তদাসৌ চলিতো জ্ঞেয়ো দশাহে ম্রিয়তে ধ্রুবং ॥
বামে নাসাপুটে যস্য বায়ুর্বাতি দিবানিশং।
তথান্তমেবং তস্যায়ুঃ ক্ষিবেদব্দত্রয়েণহি ॥
দ্ব্যহো রাত্রং ত্র্যহো রাত্রং বায়ুর্বহতি সন্ততঃ।
সাৰ্দ্ধৈক মাসা তস্যাপি জীবিতং কিলহীয়তে ॥
নর নাসাপুটযুগে দশাহানি নিরন্তরং।
বায়ুশ্চেৎ সহসা ক্রান্তি স জীবেদ্দিবসত্রয়ং ॥
নাসা বর্ত্মদ্বয়ং হিত্বা বায়ুরুষ্মো মুখাদ্বহেৎ।
সংশেদ্দিন দ্বয়াদর্ব্বাক্ জীবিতং তস্য নিশ্চিতং ॥
সূর্য্যে সপ্তম রাশিস্থে জন্ম সংস্থে নিশাকরে।
দংষ্টারস্তং পূর্ণ কালে হপ্যকালে তস্য নাশিতাঃ ॥
যস্য রেতো মলং মূত্রং ক্ষুতং যুক্তং মলস্তথা।
ইত্যেকদা ভবেৎ যস্য অব্দং তস্যায়ু রিষ্যতে ॥
পৃথ্বী জলে শুভ তত্ত্বে তেজো মিশ্র ফলোদয়ঃ।
হানি মৃত্যু করৌ পুংসা মুভয়ৌ ব্যোম মারুতৌ ॥
ভূতোদয় ফলং।

প্রয়োজনান্তরং, মিত্র শত্রু জ্ঞানার্থ মপি।

ঊর্দ্ধ মৃত্যু রধঃ শান্তি স্তির্য্যগুচ্চাটনং তথা।
মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়াৎ নভঃ সর্ব্বত্র মধ্যমং ॥
পৃথিবী স্থির কর্ম্মাণি চর কর্ম্মাণি বারুণে।
তেজসি ক্রূর কর্ম্মাণি মারণোচ্চাটনেহনিলঃ ॥
ব্যোম্নি কিঞ্চিন্ন কর্ত্তব্যং মভ্যসেৎ যোগ সেবয়া।
শূন্যেতা সর্ব্ব কার্য্যেষু নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥
ইতি ভূত বিশেষ ষট্ কর্ম্ম বিশেষঃ।

চির লাভঃ ক্ষিতি স্থৈর্য্যং তৎক্ষণা তোয় তত্ত্বতঃ।
হানিঃ স্যাদ্বহ্নি বাতাভ্যাং নভস্যং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥
অপূর্ব্বং পশ্চিমে পৃথ্বী তেজশ্চ দক্ষিণে তথা।
বায়ুশ্চ উত্তরে জ্ঞেয়া মধ্য কোণে গতং নভঃ ॥
চন্দ্রে পৃথ্বী জলে স্যাতাং সূর্য্যোসগ্নির্যদা ভবেৎ।
তদাসিদ্ধি র্ন সন্দেহঃ সৌম্যা সৌম্যেষু কর্ম্মসু ॥
লাভঃ পৃথ্বী কৃতো বহ্নি নিশায়াং লাভ ফলং।
বহ্নৌ মৃত্যুঃ ক্ষিতির্বায়ৌ নভ স্থানং দহেৎ কাচং
জীবিতব্যে জয়ো লাভে কৃষ্যাঞ্চ ধন কর্ষণে।
মন্ত্রার্থে যুদ্ধ প্রশ্নেচ গমনাগমনে তথা ॥
আয়াতি বারুণে তত্ত্বে তত্রস্থোপি শুভং ক্ষিতৌ।
প্রয়াতি বায়ুতোহন্যত্র হানির্ম্মৃত্যু নভেহনলে ॥
পৃথিব্যাং মূল চিন্তাস্যাৎ মূলমাকাশতো বহেৎ।
তেজসি ধাতু চিন্তাস্যাৎ জীবঃস্যাজ্জলবাতয়োঃ ॥
ইতি জীবাদি নির্ণয়ঃ।

পৃথিব্যাং বহুপাদঃস্যাদ্দ্বিপাদ স্তোয়বায়ুতঃ।
তেজসিচ চতুষ্পাদো নভস্যাং পাদবর্জ্জিতঃ ॥
ইতি বহুপাদাদি নির্ণয়ঃ।

চতুরস্রমর্দ্ধচন্দ্রং কৌত্রং বর্ত্তুলমম্বিতং।

পঞ্চমে রাজ্য বিধ্বংসঃ ষষ্ঠে সর্ব্বার্থ নাশনং ।
সপ্তমে ব্যাধি দুঃখানি অষ্টমে মৃত্যুমাদিশেৎ ॥

ইতি দিনভেদেন বিপরীত ফলং ॥

কালত্রয়ং দিনা ন্যস্তৌ বিপরীতন্তু দুঃখদং ।
তদাকৃষ্ট ফলং প্রোক্তং কিঞ্চিন্ন্যূনেন্তু শোভনং ॥
প্রাতি মধ্যাহ্নয়োশ্চন্দ্রঃ স্বায়ংকালে দিবাকরঃ ।
তদা নিত্যং জয়ং লাভো বিপরীতন্তু দুঃখদম্ ॥
বামে বা দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে স্বরঃ ।
তৎপাদ মগ্রতঃ কৃত্বা যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা ।

ইতি বহন্নাড়ী কস্য যাত্রা ফলং ।

চান্দ্র সমপদ কৃত্বা রবৌত্তু বিয়মং সদা ।
পূর্ণ পাদং পুরঃ কৃত্বা যাত্রা ভবতি সিদ্ধিদা ॥
সপ্তপাদাঃ শনিশুক্রে জ্ঞাতব্যাশ্চ বিচক্ষণৈঃ ।
চন্দ্র রবি পদং রুদ্রং কুজ মন্দং তথৈবচ ।
সার্দ্ধং সদা গুরুপাদৌ জ্ঞাতব্যৌ চ বিচক্ষণঃ ।
যদঙ্গং বহতে নাড়ী গ্রাহ্যং গতিকরং নৃণাং ।
চন্দ্র চারে চতুষ্পাদং পঞ্চ পাদশ্চ ভাস্করে ।
এবঞ্চ গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েদ্ভুবনত্রয়ং ।
যত্রাঙ্গে চরতে বায়ুস্তদঙ্গস্য কর স্তথা ।
সুপ্তোত্থিতো মুখং শ্রেষ্ঠং লভতে বাঞ্ছিত ফলং ।
চন্দ্র চারা বিষং হন্তি সূর্য্যোবালাবশংনয়েৎ ।
সুষুম্নায়াং ভবেন্মোক্ষ একোদেবস্ত্রিধামতঃ ।
ভুক্ত মাত্রেন মন্দাগ্নি স্ত্রীনাংবশো হথ কর্ম্মাণি ।
শয়নং সব্যবাহেন কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বুধৈঃ ।
শ্রান্তে শোকে বিষাদে চ জ্বরিতে মূর্চ্ছিতে তথা ।
মার্জ্জন স্যাপি বোধার্থং চন্দ্র চারং প্রবাহয়েৎ ॥
ঊর্দ্ধ বামাগ্রতো দূতোজ্ঞেয়ো বামপথস্থিতঃ ।
পৃষ্ঠে দক্ষে তথাধস্তাৎ সূর্য্যবাহগতোমতঃ ।
পূর্ণ নাড়ী গতোদূতে যৎ পৃচ্ছতি শুভাশুভং ।
তৎ সর্ব্বং সিদ্ধি মাপ্নোতি শূন্যে শূন্যং নসংশয় ।

আদৌ শূন্যগতঃ পৃচ্ছেৎ পশ্চাৎ পূর্ণোদিশেদ্যদি ।
তদা সর্ব্বার্থ সিদ্ধিঃ স্যাদিতি ॥
মতান্তরে ।—
বহন্নাড়ী স্থিতো ভতো যদি পৃচ্ছেৎ শুভাশুভং ।
তৎ সর্ব্বং সিদ্ধিমাপ্নোতি শূন্যে শূন্যং ন সংশয়ঃ ।
নির্গমে চ শুভা বামা প্রবেশে দক্ষিণা শুভা ।
শুভ কার্য্যে শুভা বামা দক্ষিণাক্রূর কার্য্যয়্ ॥
চন্দ্রং সমস্ত বিজ্ঞেয়ো রবিস্তু বিষমঃ সদা ॥
ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেন সৌম্য কর্ম্মাণি কারয়েৎ ।
পিঙ্গলায়াঃ প্রবাহেন রৌদ্রকর্ম্মাণি কারয়েত্ ।
সুষুম্নায়াং প্রবাহেন সিদ্ধি মুক্তি ফলানি চ ॥

বামনাসিকা বহন কালে কোন্ কোন্ কর্ম্ম
করিলে শুভ হইবে তাহা বলা
হইতেছে ।

অথ ইড়া ।

স্থিরকর্ম্মণ্যলঙ্কারে দূরধ্বগমনে তথা ।
আশ্রমেহর্ম্ম্য প্রাসাদেবস্তুনাঞ্চ সংগ্রহেহপিচ ।
বাপী কূপতড়াগাদি প্রতিষ্ঠান্তে তু দেবয়োঃ ।
যাত্রাদানে বিবাহেচ বস্ত্রালঙ্কার ভূষণে ।
শান্তিকং পৌষ্টিকঞ্চৈব দিব্যৌষধিরসায়ণং ।
স্বামিসন্দর্শনোমৈত্রেবাণিজ্যনাঞ্চ সংগ্রহে ।
গৃহপ্রবেশে সেবায়াং কৃষীণাং বীজবাপনে ।
শুভকর্ম্মণিসঙ্কেচ নির্গমে বা শুভং শশী ।

ইতিকর্ম্মবিশেষে কর্ম্মনাড়ীফলং ।

বিদ্যারম্ভাদিকার্য্যেষু বান্ধবানাঞ্চ দর্শনে ।
জন্মমুখেচ ধর্ম্মেচ দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনে ॥
কালব্যাধিচিকিৎসায়াং স্বামিসম্বোধনে তথা ।
গজাশ্বারোহণে ধন্বী গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে ।
পরোপকরণেচৈব নিধীনাং স্থাপনে তথা ॥
গীতবাদ্যাদিনৃত্যাদিগীতশাস্ত্রবিচারণে ।

পুরগ্রামনিবাসেচ তিলকচ্ছত্র ধারণে।
শান্তিশোকে বিষাদেচ জরিতেবৃষ্ঠিতেহপিবা।
স্বজনেস্বামিসম্বন্ধেধান্যাদের্দারু সংগ্রহে।
স্ত্রীয়া আনন্দভূষাণাং বিষ্টরাগমনে তথা।
গুরুপূজা বিষাদানঞ্চালনঞ্চবরাননে।
ইড়ায়াং সিদ্ধিদংপ্রোক্তং যোগাভ্যাসাদিকর্ম্মচ।

ইতি কর্ম্মবিশেষে নাড়ী।

তত্রাপি বর্জ্জয়েদ্বায়ু স্তেজ আকাশমেবচ।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সিদ্ধ্যন্তি দিবারাত্রৌ গতান্যপিচ।
সর্ব্বত্রশুভকার্য্যেষু চন্দ্রচারং প্রশস্যতে॥

দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে কোন্ কোন্
কার্য্য করিলে শুভ হইবে তাহা
বলা হইতেছে।

অথ পিঙ্গলা।

কঠিনক্রূর বিদ্যানাং পঠনেপাঠনেতথা।
স্ত্রীসঙ্গ বেশ্যাগমনে মহানৌকাদিরোহণে।
অভীষ্টকার্য্যে সুরাপানে বীরমন্ত্র উপাসনে।
বক্তব্যঞ্চ সদেশাদিবিষদানাদি বৈরিণাঃ।
শাস্ত্রাভ্যাসেচগমনে মৃগাদিপশুবিক্রয়ে।
ইষ্টকাকাষ্ঠপাষাণ রত্নঘর্ষণ দারুণে।
গীতাভ্যাসে যন্ত্রতন্ত্রেদুর্গপর্ব্বতরোহণে।
দ্যূতেচৌর্য্যে গজাশ্বাদিরথবাহন সাধনে।
ব্যায়ামেমারণোচ্চাটে ষটকর্ম্মাদিষু সাধনে।
যক্ষিণীযক্ষবেতাল বিষভূতাদি সংগ্রহে।
খরোষ্ট্রমহিষাদীনাং গজস্যারোহণে তথা।
নদীজলৌঘতরণেভেষজে লিপিলিখনে।
মারণং মোহনং স্তম্ভং বিদ্বেষোচ্চাটনং বশং।
প্রেরণাকর্ষণে ক্ষোভে দানেচ ক্রয়বিক্রয়ে।

খড়্গহস্তেবৈরিযুদ্ধে ভোগেবা রাজদর্শনে।
ভোজনে ব্যবহারেচ ক্রূরে দীপ্তেরবিঃশুভঃ।
ভুক্তমাত্রেচ মন্দাগ্নৌ স্ত্রীণাংবশ্যাদি কর্ম্মণি।
শয়নং সূর্য্যবাহেন কর্ত্তব্যং সর্ব্বদাবুধৈঃ।
ক্রূরাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি চরাণিবিবিধানিচ।
তানিসিদ্ধ্যন্তিসূর্য্যেণ নাত্রকার্য্যা বিচারণা।

ইতি কর্ম্মবিশেষে পিঙ্গলাফলং।

উভয় নাসিকা বহনকালে কোন্ কোন্
কার্য্য করিবে তাহা
বলা হইতেছে।

অথ সুষুম্না।

ক্ষণংবাম ক্ষণংদক্ষে যদাবহতিমারুতঃ।
সুষুম্নাসাচ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরাশুভা।
তস্যাংনাড্যাং স্থিতোবহ্নির্জ্জ্বলন্ত কালরূপিণঃ।
বিষমন্তং বিজানীয়াৎ সর্ব্বকার্য্য বিনাশনম্।
যদানুক্রমমুল্লঙ্ঘ্য তস্য নাড্যাংদ্বয়ংবহেৎ।
তদাতস্য বিজানীয়াদ্ শুভং সমুপাস্থিতম্।
ক্ষণংবামে ক্ষণংদক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ।
বিপরীতফলংজ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যঞ্চ বরাননে।
উভয়োরেবসঞ্চারী বিষমং তং বিদুর্ব্বুধাঃ।
ন কুর্য্যাৎ ক্রূরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলংভবেৎ।
জীবিতেমারণপ্রশ্নে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
বিষমেবৈপরীতস্য সস্মরে জগদীশ্বরং।
ঈশ্বরং চিন্তিতং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্মচ।
অন্যং কিঞ্চিন্নকর্ত্তব্যং জয়লাভ সুখাদিভিঃ।
সূর্য্যে বহমানয়োঃ সুষুম্নায়াং মুহুর্ম্মুহুঃ।
শাপংদদ্যাদ্বরংদদ্যাৎ সর্ব্বদাচ তদন্যথা।
নাড্যাসংক্রমণেকালে তত্ত্বসংক্রমণেতথা।
৬শুভংকিঞ্চিন্নকর্ত্তব্যং পুণ্যদানাদিকোটিধা।

বিষমস্যোদয়ে যাত্রা মনসাপি নচিন্তয়েৎ।
যাত্রাহানি করীতথ্য মৃত্যুহানি নসংশয়ঃ।

স্বরোদয়ের পরিশিষ্টাংশ।

পিঙ্গলা নাড়ীর দেবতা শিব, গুণ উষ্ণ। সূর্য্যের স্থিতিকাল চারি দণ্ড মাত্র, দিবাভাগে উদয়, রবি, মঙ্গল এবং শনি এই বারত্রয়ের, পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের এবং পৃষ্ঠ ও নিম্ন দেশের অধিপতি। ইহার মিত্র বায়ু ও তেজ, সংজ্ঞা বিষম যথা,—এক তিন ও পাঁচ ইত্যাদি। প্রশ্নাক্ষর গণনা করিয়া বিষম সম জানিয়া রবি জানিতে হইবে। ইহা মেষ, কর্কট, তুলা এবং মকর রাশির অধিপতি।

ইড়া নাড়ীর দেবতা ব্রহ্মা, গুণ শীতল, স্থিতি চারি দণ্ড এবং ইহার উদয় কাল রাত্রি। ইহা সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই বার চতুষ্টয়ের, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের এবং অগ্রের উচ্চ স্থানের ও বাম দিকের অধিপতি। ইহার মিত্র জল, পৃথ্বী ও আকাশ। ইহার সংজ্ঞা সম যথা,—দুই চারি। এবং ইহা সিংহ বৃশ্চিক কুম্ভ মিথুন ও কন্যা রাশির অধিপতি।

সুষুম্নার দেবতা বিষ্ণু এবং ইহা ধনু, মীন রাশির অধিপতি।

রাশি ও দেবতার বর্ণ ও লগ্নমান।

মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা
বর্ণঅরুণ	শ্বেত	হরিৎ	পীত	ধূম্র	পাণ্ডু
৩।৩৮	৪।১১	৫।৩	৫।৪৩	৫।৪৭	৫।৩৮
তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
কৃষ্ণ	পিশঙ্গ	পিঙ্গল	কর্ব্বুর	কপিল	মলিন
৫।৩৮	৫।৪৭	৫।৪৩	৫।৩	৪।১১	. ৩।৩৮

শনি রবি ও মঙ্গল বারে যদি প্রাতঃবেলায় দক্ষিণ নাসাপুটে বহন সময় নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তবে সেই দিন নিশ্চিন্তমনে অতিবাহিত হইবে। যদি ঐ দিবস প্রাতঃকালে বাম নাসাপুটে বায়ু বহন সময় নিদ্রাভঙ্গ হয় তবে সেই দিন মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইবে।

স্বরের সাধন।

যিনি দিবাভাগে বাম নাসিকায় এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন রাখেন, তাঁহার শরীরে কোন পীড়া জন্মে না এবং আলস্য থাকে না ও দিন দিন চেতনার বৃদ্ধি হয়। এইরূপে শ্বাস বহন হইলে দ্বাদশ বৎসর অন্তে যদি তাঁহার দেহে সর্প কিম্বা বৃশ্চিক দংশন করে, তবে শরীরে বিষ প্রবেশ করিতে পারে না এবং ঐ ব্যক্তি দীর্ঘ জীবী হয়।

স্বর পরিবর্ত্তন করার উপায়।

যে রূপে বাম ও দক্ষিণ নাসার স্বর বন্ধ রাখিতে হয় তাহার ক্রম বলা হইতেছে।—

দিবাভাগে দক্ষিণ নাসাপুটে পুরাতন তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে কেবল বাম নাসিকার শ্বাস বহন হইবে, ঐরূপে রাত্রিকালে বাম নাসাপুট পুরাতন তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহন হইবে। যদি কোন ব্যক্তির এক নাসাপুট হইতে অন্য নাসাপুটে স্বর পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হয়, তবে ঐ ব্যক্তি দক্ষিণ পার্শ্বে কিঞ্চিৎ হেলিয়া বসিলে বাম নাসিকার শ্বাস বহিবে এবং বাম পার্শ্বে কিঞ্চিৎ হেলিয়া বসিলে দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহিবে।

শ্বাস বহন কালে প্রশ্ন করিলে, কার্য্য সিদ্ধি হয় না। শ্বাস প্রবেশ কালে প্রশ্ন হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। বাম হইতে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর গমন কালকে উদয় এবং দক্ষিণ নাসা হইতে বাম নাসাপুটে বায়ুর সংক্রমণ কালকে অস্ত বলে।

তত্ত্বের আকৃতি নেত্র দ্বারা দৃষ্টি করার। ক্রম।

এক প্রহর রাত্রি থাকিতে প্রাতরোত্থান করিয়া উভয় গুল্ফ গুহ্যের নীচে রাখিয়া মৃত্তিকার উপর সিধা হইয়া বসিবে এবং উভয় হস্তের মুষ্টি উলটাইয়া হাঁটুর উপর রাখিবে অর্থাৎ মুষ্টির অঙ্গুলি সকল পেটের দিকে রাখিবে। তৎপরে উভয় নাসিকার উপর দিয়া দুই মুহূর্ত্ত কাল নাসাপুটের বায়ুর গমনাগমন দেখিবে। এইরূপ অভ্যাস করিলে ছয় মাসে তত্ত্বের রূপ দর্শন হইবে।

তত্ত্ব সকলের উদয় জানিবার নিয়ম।

যে সময় নাসাপুটের মধ্যস্থান দিয়া বা সম্মুখ দিয়া দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণে নিশ্বাস বহন হয়, সেই সময় পৃথ্বী তত্ত্বের উদয় হইয়াছে জানিবে। যে সময় নাসাপুটের নিম্ন দিয়া ষোল অঙ্গুলি পরিমাণ শ্বাস বহন হয়, সেই সময় জল তত্ত্বের উদয় জানিবে। যে সময় নাসাপুটের উপর দিয়া ঊর্দ্ধভাবে চতুরঙ্গুলি পরিমাণে শ্বাস বাহির হয়, সেই সময় অগ্নি তত্ত্বের উদয় জানিবে। যে সময় নাসাপুট দিয়া তির্য্যকরূপে অষ্টাঙ্গুলি পরিমাণে শ্বাস বাহির হয়, সেই সময় বায়ু তত্ত্বের উদয় জানিবে এবং যে সময় নাসাপুট মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্বাস বহন হয় অথচ বাহির হয় না সেই সময় আকাশ তত্ত্বের উদয় জানিবে।

তত্ত্বের প্রকৃতি।

পৃথ্বী কঠিন ; জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর এবং আকাশ স্থির।

তত্ত্বের স্থান।

পৃথ্বী তত্ত্বের স্থান নাভির উপর দেশ, জল তত্ত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্নি তত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ু তত্ত্বের স্থান নাভি দেশ এবং আকাশ তত্ত্বের স্থান মস্তক।

তত্ত্বদিগের দ্বার।

পৃথ্বী তত্ত্বের দ্বার মুখ, জল তত্ত্বের দ্বার লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রদ্বয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশ তত্ত্বের দ্বার কর্ণ দ্বয়।

তত্ত্বের দ্বারের ক্রিয়া।

পৃথ্বী দ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জল দ্বারের ক্রিয় রমণ, অগ্নি দ্বারের দৃষ্টি, বায়ু দ্বারের আঘ্রাণ এবং আকাশ দ্বারের ক্রিয়া শব্দ।

কোন তত্ত্ব মনে উদয় হইলে কোন্ কোন্ বস্তু আহারের ইচ্ছা হয়।

পৃথ্বী তত্ত্বের উদয়ে মিষ্টান্ন বস্তু, জল তত্ত্বে লবণাক্ত বস্তু, অগ্নি তত্ত্বে তিক্ত বস্তু, বায় তত্ত্বে অম্বল রস, এবং আকাশ তত্ত্বের উদয়ে মন্দ বস্তু।

তত্ত্বের গুণ।

পৃথ্বী ভয়, জল লোভ, অগ্নি লজ্জা, বায়ু সন্তোষ এবং আকাশ দুঃখ।

এক এক তত্ত্বের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয় চক্র।

পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল।
জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি।
অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু।
বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ।
আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী।

পক্ষমধ্যে নিজ দেহে কোন্ রোগ জন্মিবে কি না তাহা জানিবার ক্রম।

কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রাতঃবেলায় দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু বহন সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তাহার পক্ষ-

দশ দিন পর্য্যন্ত কোন ব্যাধি হয় না। যদি বাম স্বর বহন কালে নিদ্রা ভঙ্গ হয় তবে শ্লেষ্মা জন্মিয়া পীড়া হইতে পারে।

ঐ রূপে রোগোৎপত্তি হইলে নিবারণের উপায়।

যে কাল পর্য্যন্ত রোগ সাম্য না হইবে সেই কাল পর্য্যন্ত পুরাতন তুলা দ্বারা বাম নাসাপুট বন্ধ করিয়া রাখিবে। শুক্ল পক্ষ প্রতিপদ তিথিতে বাম স্বর বহন সময় যদি নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তবে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেহে কোন পীড়া জন্মিবে না। যদি দক্ষিণ স্বর বহন কালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে এক পক্ষ দেহ গরম হইয়া পীড়া জন্মে। ঐ কারণে দেহে রোগ জন্মিলে যে অবধি আরোগ্য লাভ না হইবে তদবধি ঐ নাসিকা পুরাতন তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে।

দৈনন্দিন সুখ দুঃখের বিচার।

যদি সোম শুক্র বুধ অথবা বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে বাম নাসাপুটে বায়ু বহন সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সেই দিন সুখে অতিবাহিত হইবে। যদি রবি নাড়ী বহন কালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে সে দিবস কোন প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইবে।

গর্ভ প্রশ্ন।

প্রশ্ন কালে যদি দৈবজ্ঞ আর প্রচ্ছকের উভয়ের দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু বহন হয়, তবে সেই গর্ভে পুত্র জন্মিবে এবং ঐ পুত্র ভাগ্যবান্ ও দীর্ঘজীবী হইবে। যদি প্রশ্ন কালে উভয়ের বাম নাসিকা বহন হয়, তবে পুত্রী জন্মে। প্রশ্ন কালে যদি প্রচ্ছকের বাম নাসিকা এবং দৈবজ্ঞের দক্ষিণ নাসিকা বহন হয়, তবে পুত্র জন্মিয়া ঐ পুত্রের মৃত্যু হয়। যদি প্রচ্ছকের দক্ষিণ নাসা এবং দৈবজ্ঞের বাম নাসা বহন হয়, তবে পুত্রী জন্মিয়া মৃত্যু হয়। যদি উভয়ের স্বর সুষুম্নার বহন হয় তবে যমজ পুত্র জন্মে এবং যদি আকাশ তত্ত্বের সময় প্রশ্ন হয়, তবে গর্ভ নষ্ট হয় অথবা নপুংসক সন্তান জন্মে। যদি প্রশ্নকর্ত্তা দৈবজ্ঞের বাম দিক হইতে প্রশ্ন করেন, এবং সেই সময় যদি দৈবজ্ঞের স্বর দক্ষিণ নাসাপুটে বহন হয়, তবে পুত্র জন্মিবে কিন্তু প্রসূতির মৃত্যু হইবে।

গর্ভ হইয়াছে কি না?

দৈবজ্ঞের যে নাসিকায় শ্বাস বহন হয় যদি সেই দিক হইতে প্রচ্ছক গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করে, তবে গর্ভ হয় নাই। আর প্রশ্নকালে দৈবজ্ঞের যে নাসাপুটে শ্বাস বহন হইতেছে না যদি সেই দিক হইতে প্রশ্ন হয়, তবে গর্ভ হইয়াছে জানিবে।

অথ পুত্র কন্যা জ্ঞান।

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু বহন কালে অগ্নি ও বায়ু তত্ত্ব সময়ে যদি গর্ভ সঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্র ভাগ্যবান্ ও শুভ লক্ষণ যুক্ত হয়। যদি চন্দ্র নাড়ী উদয় কালে গর্ভ সঞ্চার হয় তবে ঐ গর্ভে কন্যা জন্মে কিন্তু প্রসূতির মস্তিষ্কে বীর্য্যের দোষে অল্প দিন মধ্যে বিকার অর্থাৎ রোগ জন্মে। যদি নাসিকা বহন সময় জল ও পৃথ্বী তত্ত্বে গর্ভ সঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে কন্যা জন্মে এবং ঐ কন্যা ভাগ্যবতী ও শুভ লক্ষণ যুক্ত হয়। যদি দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু বহন কালে জল ও পৃথ্বী তত্ত্বে গর্ভ সঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মে কিন্তু প্রসূতির প্রসবের দুই হইতে চারি দিবস মধ্যে মৃত্যু হয় অথবা ঐ গর্ভ ছয় কিম্বা সপ্তম মাসে বিনষ্ট হয়। যদি সুষুম্না নাড়ী বহন কালে গর্ভ সঞ্চার হয় তবে প্রেতদিগের দ্বারা ঐ গর্ভ বিনষ্ট হয় কিন্তু যদি প্রেতগণ দ্বারা গর্ভ বিনষ্ট না হয় তবে ঐ গর্ভে পুত্র জন্মায় এবং সেই সন্তান যোগী ও মহাপুরুষ হইতেও যশস্বী হয়।

তত্ত্ব অনুসারে পুত্র কন্যা নপুংসক আদির উৎপত্তির বিবরণ বলা হইয়াছে এইক্ষণ ঐ প্রক্রিয়া ঋতুর কোন কোন দিবস করা কর্ত্তব্য।

ঋতুকালে যুগ্ম দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে কন্যা জন্মে।

প্রথম দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে পুরুষের আয়ু ক্ষয় হয়। তাহাতে গর্ব্ভ হইলে সেই গর্ব্ভ প্রসব কালে স্রাব হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিবসে ঋতু রক্ষা করিলেও সেইরূপ ফল হয় অথবা সূতিকা গৃহে সন্তান নষ্ট হয়। তৃতীয় দিবসেও সেই ফল, অথবা সন্তান অসম্পূর্ণ অঙ্গ বা অল্পায়ু হয়। চতুর্থ দিবসে ঋতু রক্ষা করিলে সন্তান সম্পূর্ণ অঙ্গ ও দীর্ঘায়ু হয়। পঞ্চম দিবসে কন্যা জন্মে ও সেই কন্যা কুলটা ও পাপে রত হয়। ষষ্ঠ দিবসে পুত্র জন্মে, কিন্তু সেই পুত্র দরিদ্র হয়; সপ্তম দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা তাহার স্বামীকে ত্যাগ করিয়া পরপুরুষগামিনী হয়। অষ্টম দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র মহা সুখী ও পণ্ডিত হয়, নবম দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা সতী পতিব্রতা ও অতি শান্ত হয়, দশম দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র জন্মাবধি সুখী হয়, একাদশ দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা কুলবতী ও ধর্ম্মপরায়ণ হয়, দ্বাদশ দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হয়। ত্রয়োদশ দিবসে কন্যা জন্মে, সেই কন্যা সত্যবাদিনী জিতেন্দ্রিয়া ও ধর্ম্ম চারিণী হয়, চতুর্দ্দশ দিবসে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র মহা সুখী ও পণ্ডিত হয়। অতএব এই সকল বিবেচনা করিয়া তত্ত্বাদির উদয় সময়ে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করা কর্ত্তব্য। অমাবস্যা প্রতিপদ সপ্তমী অষ্টমী পূর্ণমাসী ও রবিবার দিবসে স্ত্রী সঙ্গম নিষেধ, ইহাতে যে সন্তান জন্মিবে তাহার অল্পায়ু হয়। আর অসুস্থ শরীরে ঋতু রক্ষা করিলে সেই দোষে পুত্র কন্যা দুঃখী হয়।

অথ ঋতু রক্ষার রাত্রি প্রকরণ।

প্রথম প্রহর রাত্রে ঋতু রক্ষা করিলে সেই গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মে তাহার অল্পায়ু হয়। দ্বিতীয় প্রহরে ঋতু রক্ষা করিলে সেই গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান দুঃখী ও দরিদ্র হয়। তৃতীয় প্রহরে ঋতু রক্ষা করিলে কন্যা জন্মে সেই কন্যার নষ্টা মতি হয়। আর যদি পুত্র জন্মে তবে সে দাস বৃত্তি করে ও কুকর্ম্মান্বিত হয়। চতুর্থ প্রহরে ঋতু রক্ষা করিলে সেই গর্ব্ভের পুত্র হরিভক্তি এবং ধর্ম্মপরায়ণ হয়। আর দিবাকালে ঋতু রক্ষা করিলে সেই গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মে সে দুরাচার এবং অতি অভাজন হয়।

দূর দেশস্থিত ব্যক্তির আগমন প্রশ্ন।

যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তার ও দৈবজ্ঞের স্বর দক্ষিণ নাসায় বহন হয়, তবে বিদেশগত ব্যক্তি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে। যদি উভয়ের স্বর বাম নাসাপুটে বহন হয়, তবে বিদেশস্থ ব্যক্তির আগমনে বিলম্ব হইবে। যদি প্রশ্নকর্ত্তার এবং দৈবজ্ঞের কাহার স্বর দক্ষিণে এবং কাহার স্বর বামে বহন হয় তবে বিদেশস্থ ব্যক্তির আগমন হইবে না।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কি না।

যদি প্রশ্নকালে প্রচ্ছক এবং দৈবজ্ঞের এক প্রকার স্বর হয় অর্থাৎ বাম, দক্ষিণ, দিবা রাত্রি, রাশি ও অক্ষর এবং প্রশ্নকর্ত্তার বসিবার স্থান যথা উচ্চ নীচ ইত্যাদি মিলিত হইয়া এক স্বর হয়, তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে আর যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয় তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না।

যুদ্ধ প্রকরণ।

বায়ু তত্ত্ব বহন সময় যুদ্ধে যাত্রা করিলে বিজয়ী হয়, পৃথ্বী তত্ত্ব বহন সময় যুদ্ধে যাত্রা করিলে শত্রুর সহিত মিলন হয়, জল তত্ত্বে যুদ্ধ যাত্রা করিলে অস্ত্রাঘাত হয়, অগ্নিতত্ত্বেও যুদ্ধে জয়ী হয় অথবা শত্রুর সহিত সন্ধি হয় এবং আকাশ তত্ত্ব বহন কালে যুদ্ধে যাত্রা করিলে মৃত্যু কিম্বা বন্দী হয়।

সুষুম্নাতে যুদ্ধে গমন করিবে না এবং ইড়া নাড়ীতেও যুদ্ধে গমন করিবে না, কেবল পিঙ্গলা নাড়ীতে যুদ্ধে গমন করিবে। ঐ সময়ে যাত্রা করিলে যুদ্ধে নিশ্চয় জয় হয়। যদি উভয় পক্ষ এক তত্ত্বে যুদ্ধে যাত্রা করে, তবে যে পক্ষ অগ্রে যাত্রা করিয়াছে তাহার জয় হয়। যে সেনাপতির পৃষ্ঠ দক্ষিণ কিম্বা পশ্চিম হইবে, তাহারই যুদ্ধে জয় লাভ হইবে।

ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট গমনের নিয়ম।

যে দিকের স্বর বহন হয় তাহার বিপরীত দিকের পদ অগ্রে ফেলিয়া ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট গমন করিবে। ক্রোধিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া, যে নাসিকার শ্বাস বন্ধ থাকে সেই দিকে ক্রোধিত ব্যক্তিকে রাখিয়া দণ্ডায়মান্ হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিলে ক্রোধিত ব্যক্তির ক্রোধ সাম্য হইবে।

ছায়াপুরুষ সাধন প্রক্রিয়া।

সূর্য্য, চন্দ্র অথবা প্রদীপের আলোকে দণ্ডায়মান হইলে স্বীয় দেহের যে ছায়া পতিত হইবে, ঐ ছায়ার উপর প্রতিদিন পাঁচ দণ্ডকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি রখিয়া পশ্চাৎ সম্মুখে দৃষ্টি করিবে। এইরূপ ক্রিয়া কিছু দিন করিতে করিতে ছায়াপুরুষ পৃষ্ঠদেশে দূরে দণ্ডায়মান আছেন এইরূপ দৃষ্টি হইবে এবং ক্রমে ক্রমে ছায়াপুরুষ নিকটে আগমন করিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রম ছয় মাস যাবৎ করিলে ছায়াপুরুষ সম্মুখে আসিয়া নিজ দেহের ছায়া রূপে দর্শন দিবেন এবং ঐ ছায়াপুরুষকে যে প্রশ্ন করা হইবে ঐ পুরুষ তাহার উত্তর দান করিবেন। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ছায়া-পুরুষ সাধনা করিয়া লোকে ছায়াপুরুষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মৃত্যুকাল জ্ঞান।

প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি মস্তকে দিয়া চক্ষুঃ দ্বারা ঐ হস্তের 'কবজা' দৃষ্টি করিবে, যাহার মৃত্যুর ছয়মাস মাত্র বাকী থাকিবে সে ব্যক্তি ঐ হস্তের মুষ্টি তাহার হস্ত হইতে অসংলগ্ন অর্থাৎ পৃথক থাকা দৃষ্টি করিবে।

অন্য প্রকার।

দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিকে মুড়িয়া অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে লাগাইয়া বক্রী অঙ্গুলিগুলি মৃত্তিকায় সংলগ্ন করিবে। তৎপরে ঐ অঙ্গুলিত্রয় এক একটী করিয়া উঠাইয়া অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে সংলগ্ন করিবে। যদি ঐ রূপে অনামিকা অঙ্গুষ্ঠের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত যায়, তবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর আর দুই প্রহর কাল বাকী আছে জানিবে।

যে ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হয় এবং কটু, অম্ল ও লবণ ইত্যাদি দ্রব্যের আস্বাদনের অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার দশমাসে মৃত্যু হয়।

স্ব সামর্থ্যে রমণী রমণান্তে যদি অন্ধকার দেখিয়া মনের ক্ষোভ হয় তবে সেই ব্যক্তি পঞ্চম মাসে ধর্ম্মরাজের অতিথি হয়।

প্রাতঃকালে যাহার হৃদয়, চরণ ও হস্ত শুষ্ক হয় সেই ব্যক্তি তিন মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

যাহার অকস্মাৎ দেহ কম্পিত হয় তাহাকে কৃতান্ত দূতে ধৃত করিয়া চতুর্থ মাসে লইয়া যায়।

যে নিজ প্রতিমূর্ত্তি ও মস্তক জলে দেখিতে না পায় তাহার ছয় মাসে মৃত্যু হয়।

যে দিবাতে আকাশে নক্ষত্র, রাত্রিতে আকাশ নক্ষত্র বিহীন দেখে, যাহার বুদ্ধি ভ্রংশ ও বাক্য স্খলিত হয়, অরুন্ধতী ধ্রুব ও ছিদ্র দৃষ্ট হয় না, দিবাতে দুই চন্দ্র অথবা চন্দ্র সূর্য্য উভয়ই দেখিতে পায়। চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুমণ্ডল সহিত পর্ব্বত ও পর্ব্বতাগ্রে গন্ধর্ব্বগণের নগরাদির, দিবাতে চন্দ্র ও রাত্রে শম্ভুর আকৃতি দেখে তবে পঞ্চত্বের এই সকল কারণ হয়।

যাহার অকস্মাৎ হস্ত অবরোধ হয় ও শ্রবণে শব্দ শ্রবণ হয় না এবং স্থূল ব্যক্তি কৃশ ও কৃশ ব্যক্তি স্থূল হয় তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে পঞ্চত্ব পায়।

যে ব্যক্তি আপন ছায়া দক্ষিণদিকে সম্যক্ প্রকারে

দেখিতে পায় না সে পাঁচ দিবস জীবিত থাকিয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়।

অহোরাত্র মধ্যে অজাপোজপ সংখ্যা।

দিবা রাত্রি মধ্যে মনুষ্যের শ্বাস ২১৬০০ একুশ হাজার ছয় শত বার প্রবাহিত হয়। দেহে পীড়া থাকিলে শ্বাসের তারতম্য হইয়া থাকে।

শ্বাসের অর্থ।

শ্বাস প্রশ্বাসে হংস উচ্চারণ, সকারে শক্তিরূপা, এবং হংকারে শিবরূপ মৃত্যু।

শ্বাস বন্ধ অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া রাখিতে পারিলে লোকে অনায়াসে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, শ্বাস বন্ধ করিতে হইলে যে সকল ক্রমের অভ্যাস আবশ্যক হয় তাহা পাশ্চাৎ যোগাভ্যাস অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে। যত দীর্ঘ কাল শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায় তত দীর্ঘকাল পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং রোগাদি শূন্য হইয়া দেহ সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে থাকে।

অগ্নি লাগিলে নির্ব্বানের প্রক্রিয়া।

গৃহে অগ্নি লাগিলে কূপ হইতে এক পাত্রপূর্ণ জল তুলিয়া এবং অগ্নিকে সম্মুখে করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তৎকালে যে নাসিকায় শ্বাস বহন হইবে, সেই নাসাপুটে শ্বাস প্রবেশ কালে সেই নাসাপুট দ্বারা ঐ জল এক শ্বাসে পান করিবে তাহা হইলে অগ্নি আর বৃদ্ধি হইবে না এবং শীতল হইয়া নির্ব্বাণ হইবে।

শত্রুর সহিত মিলনের প্রক্রিয়া।

যদি কেহ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছা করেন, তবে এক পূর্ণ পাত্র জল লইয়া রবির দিকে সম্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান পূর্ব্বক ঐ সময় যে নাসাপুটে শ্বাস বহন হইবে, সেই নাসাপুটে শ্বাসের প্রবেশ কালে সেই নাসাপুট দ্বারা ঐ জল পান করিবে; তাহা হইলে অল্প দিন মধ্যে বৈরীর চিত্ত হইতে বৈরভাব দূর হইয়া মিত্র ভাব উপস্থিত হয়।

স্বরোদয় সম্বন্ধে মহাদেব ভগবতীকে যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ নিম্নে প্রকটন করা হইল।

শৃণুত্বং কথিতং দেবি দেহস্য জ্ঞান মুত্তমং।
যেন বিজ্ঞান মাত্রেণ সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে॥
স্বরে দেবাশ্চ শাস্ত্রাণি স্বরে গন্ধর্ব্বমুত্তমং।
স্বরে সর্ব্বঞ্চ ত্রৈলোক্যং স্বরে আত্মা স্বরূপকঃ।
স্বরহীনোঽথ দৈবজ্ঞো নাথ হীনং যথা গৃহং॥
শাস্ত্রহীনো যথা বক্তা শিরহীনঞ্চ যদ্বপুঃ।
নাড়ী ভেদং যথা প্রাণং তত্ব ভেদং তথৈবচ॥
সুষুম্না মিশ্র ভেদঞ্চ যোজানাতি সমুক্তিগঃ।
সাকারে বা নিরাকারে শুভং বায়ু বলে কৃতে॥
কথয়ন্তি শুভং কেচিৎ স্বর জ্ঞানং বরাননে।
ব্রহ্মাণ্ডে খণ্ড পিণ্ডার্থং স্বরেণৈবহি নির্ম্মিতং॥
সৃষ্টি সংহার কর্ত্তাচ স্বরঃ সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ।
স্বর জ্ঞানাৎ পরং মিত্রং স্বর জ্ঞানাৎ পরং ধনং॥
স্বর জ্ঞানাৎ পরং গুহ্যং নবা দৃষ্টং নবা শ্রুতং।
শত্রুং হনাৎ স্বরো বর্ণ স্তথা শিব সমাগমঃ॥
লক্ষ্মী প্রাপ্তিঃ স্বরেবর্ণে কীর্ত্তির্বর্ণে স্বরে তথা।
লঘু দীর্ঘং স্বরে বর্ণেস্বনৈশ্চেব নিবারয়েৎ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র পুরণাদি স্মৃতি বেদাঙ্গ পূর্ব্বকং।
স্বর জ্ঞানাৎ পরং মিত্রং নাস্তি কিঞ্চিৎ বরাননে॥
নামরূপাসিকাঃ সর্ব্বে মিথ্যা সর্ব্বৈক বিভ্রমাঃ।
অজ্ঞান মোহিতা মূঢ়া যাবত্তত্বং নবিদ্যতে।
ইদং স্বরোদয়ং শাস্ত্রং সর্ব্বশাস্ত্রোত্তমোত্তমং।
আত্মা ঘট প্রকাশার্থং প্রদীপং কলিকোপমং॥
যস্মৈ কস্মৈ পরস্মৈ বা ন প্রোক্তং প্রশ্নহেতবে।

তস্মাদেতৎ স্বয়ং জ্ঞেয়মাত্মনৈবাত্মনাত্মনি ॥
ন তিথি র্ন চ নক্ষত্রং নাবার গ্রহদেবতাঃ।
ন বিষ্টি র্ন ব্যতীপাতো বিরুদ্ধায়াস্তথৈবচ।
কুযোগোনৈব দেবেশি প্রভবন্তি কদাচন ॥
প্রাপ্তে বরাননে সিদ্ধিং সর্ব্বমেব ফলং শুভং।

অথ যোগশাস্ত্র প্রকরণ।

যোগ শাস্ত্র দ্বারা মনুষ্য ইহকালে আধিব্যাধি বিরহিত হইয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘায়ু হইতে পারে এবং পরকালে পরব্রহ্মের কৃপালাভ করিতে পারে।

দেহ পীড়াদি বিরহিত হইলে স্বাভাবিক মন স্থির থাকে। মন স্থির থাকিলে স্থির মনে যে কার্য্যের উদ্দাম করিবে উহাই সিদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল দৈহিক প্রক্রিয়া দ্বারা মনকে স্থির করা যায় উহাকেই যোগ বলে। এবং ঐ যোগ দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারা যায়। পুরাকালের মুনি ঋষি গণ কেবল এক-মাত্র যোগাভ্যাস দ্বারা দীর্ঘায়ু হইয়া নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া লোকসমাজে মান্যাস্পদ হইয়া অসীম যশস্বী হইয়াছিলেন। অতএব ঐ যোগ শাস্ত্রের কিয়দংশ এই স্থলে বিবৃত করা হইতেছে। বোধ হয় ইহা পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে এবং দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধেও কিয়ৎ পরিমাণে উপযোগী হইতে পারিবে।

যোগাভ্যাসের প্রথম কার্য্য কুম্ভক অর্থাৎ শ্বাস রোধ। শ্বাস রোধ দ্বারা লোকে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাসই দেহ ক্ষয়ের একমাত্র কারণ, অতএব শ্বাস রুদ্ধ করিতে পারিলেই দেহ যে বহুদিন স্থায়ী হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শ্বাস কিরূপে রুদ্ধ করিতে হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

ঘেরণ্ডসংহিতার প্রথম উপদেশ।

নমঃ আদীশ্বরায়ঃ।

আদীশ্বরায়প্রণমামিতস্মৈ
যেনোপদিষ্টাহঠযোগবিদ্যা।
বিরাজতেপ্রোন্নত রাজযোগ
মারোঢুমিচ্ছন বিধিযোগএব ॥

একদা চণ্ডকাপালির্গত্বা ঘেরণ্ডকুট্টিমং।
প্রণম্যবিনয়াদ্ভক্ত্যা ঘেরণ্ডংপরিপৃচ্ছতিঃ ॥

শ্রীচণ্ডকাপালিরুবাচ।

ঘটস্থযোগংযোগেশ তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামিতত্ত্বদস্ব যোগেশ্বর ॥

শ্রীঘেরণ্ডউবাচ।

সাধু সাধু মহাবাহো যন্মাত্বংপরিপৃচ্ছসিঃ।
কথয়ামিহিতেবৎস সাবধানোবহ্ধারয়ঃ ॥
নাস্তিমায়াসমংপাশং নহিযোগাৎ পরংবলং।
নাস্তিজ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ ॥
অভ্যাসাৎকাদিবর্ণানি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথাযোগংসমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চলভ্যতে ॥
সুকৃতে দুষ্কৃতে কার্য্যোজায়তে প্রাণিনাংঘটঃ।
ঘটাদুৎপদ্যতেকর্ম্ম ঘটিযন্ত্রং যথা ভ্রমেৎ ॥
ঊর্দ্ধাধোভ্রমতেযদ্বদ্ঘটিযন্ত্রংগবাংবসাৎ।
তদ্বৎকর্ম্মবসাজ্জীবোভ্রমতেজন্মমৃত্যুভিঃ ॥
আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জীর্ণমানঃসদাঘটঃ।
যোগানলেনসংদহ্য ঘট শুদ্ধিংসমাচরেৎ ॥
শোধনং দৃঢ়তাচৈব স্থৈর্য্যংধৈর্য্যঞ্চলাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্যসপ্তসাধনং ॥
ষট্‌কর্ম্মণাশোধনঞ্চ আসনেন ভবেৎদৃঢ়ং।
মুদ্রায়াংস্থিরতাচৈব প্রত্যাহারেণধৈর্য্যতা।
প্রণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎপ্রত্যক্ষমাত্মনি।

সমাধিনানিমিত্তঞ্চ যুক্তিরেব নসংশয়ঃ ॥

শোধনং যথা ।—

ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতিং নৌলিকিত্রাটকং তথা ।
কপালভাতী চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ ॥
অন্তর্ধৌতির্দন্তধৌতির্হৃদ্ধৌতির্মূলশোধনং ।
ধৌতিং চতুর্ব্বিধাং কৃত্বা ঘটং কুর্ব্বন্তু নির্ম্মলং ॥
বাতসারং বারিসারং বহ্নিসারং বহিষ্কৃতং—
ঘটস্য নির্ম্মলার্থায় অন্তর্ধৌতিশ্চতুর্ব্বিধা ॥

অথ প্রয়োগঃ ।

কাকচঞ্চুবদাস্যেন পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ ।
চালয়েদুদরং পশ্চাদ্বর্ত্মেন রেচয়েৎশনৈঃ ॥
বাতসারং পরং গোপ্যং দেহনির্ম্মল কারণং ।
আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি বক্ত্রেণপিবতঃশনৈঃ ॥
চালয়েদধবর্ত্মেন উদরাদ্রেচয়েদধঃ ।
বারিসারং পরংধৌতিং সাধয়েৎ যং প্রযত্নতঃ ॥
মলদেহং শোধয়িত্বা দেবদেহং প্রপদ্যতে ।
নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ ॥
উদরামরসং ত্যক্তা জঠরাগ্নিং প্রবর্দ্ধয়েৎ ।
বহ্নিসারমিদংধৌতির্যোগিনাং যোগসিদ্ধিদঃ ॥
ইদংধৌতিপরং গোপ্যং দেবানামপিদুর্ল্লভং ।
কেবলংধৌতিমাত্রেণ দেবদেহং ভবেদ্ধ্রুবং ॥
কাকীমুদ্রাং শোধয়িত্বা পূরয়েদুদরং মরুৎ ।
ধারয়েদর্দ্ধযামন্তু চালয়েদধবর্ত্মনা ॥
নাভিমগ্নঃ জলেস্থিত্বা শক্তিনাড়ীং বিসর্জ্জয়েৎ ।
করাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলং বিসর্জ্জনং ॥
তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরেবেশয়েৎ পুনঃ ।
ইদং প্রক্ষালনং গোপ্যং দেবানামপি দুর্ল্লভং ॥
কেবলং ধৌতি মাত্রেণ দেব দেহো ভবেদ্ধ্রুবং ।
যামার্দ্ধং ধারণাশক্তি যাবন্নসাধয়েন্নরঃ ॥
বহিষ্কৃতমহদ্ধৌতি তাবন্নৈব সমাচরেৎ ।

দন্তমূলং জিহ্বামূলং রন্ধ্রঞ্চকর্ণ যুগ্ময়োঃ ॥
কপালরন্ধ্র পঞ্চেতে দন্তধৌতি প্রবক্ষয়েৎ ।
খাদিরেণ রসেনঽথ মৃত্তিকয়াঞ্চ শুদ্ধিনা ॥
মার্জ্জয়েৎ দন্তমূলঞ্চ যাবৎ কিল্বিষমাহরেৎ ।
দন্তমূলং পরংধৌতি যোগিনাং যোগ সাধনে ॥
নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রাতঃকালে রক্ষায়দন্ত যোগবিৎ ।
দন্তমূলং ধাবনাদি কার্য্যেষু যোগিনাং মতঃ ॥
অথাত সংপ্রবক্ষ্যামি জিহ্বাশোধন কারণং ।
জরামরণ রোগাদি নাশয়েদ্দীর্ঘ লম্বিকাং ॥
তর্জ্জনী মধ্যমানামা অঙ্গুলিত্রয় যোগতঃ ।
বেশয়েদ্গলমধ্যেতু মার্জ্জয়েল্লম্বিকামূলং ॥
শনৈঃ শনৈঃ মার্জ্জয়িত্বা কফদোষং নিবারয়েৎ ।
মার্জ্জয়েন্নবনীতেন দোহয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
তদগ্র লৌহ যন্ত্রেণ কর্ষয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ ।
নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন রবেরুদয় চাস্তকে ॥
এবং কৃতে চ নিত্যে চ লম্বিকাং দীর্ঘতাং ব্রজেৎ ।
তর্জ্জনীনাঙ্গুলি যোগাৎ মার্জ্জয়েৎ কর্ণরন্ধ্রয়োঃ ॥
নিত্যমভ্যাস যোগেন নাদান্তরং প্রকাশয়েৎ ।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষেণ মার্জ্জয়েদ্ভাল রন্ধ্রকং ॥
এবমভ্যাস যোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ ।
নাড়ী নির্ম্মলতাং যাতি দিব্যাং দৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥
নিদ্রান্তে ভোজনান্তে চ দিবান্তে চ দিনে দিনে ।
হৃদ্ধৌতি ত্রিবিধাং কুর্য্যাদ্দণ্ড বমন বাসসা ॥
রম্ভাদণ্ডং হরিদ্দণ্ডং বেত্রদণ্ডং তথৈব চ ।
হৃন্মধ্যে চালয়িত্বাতু পুনঃ প্রত্যাহরেৎ শনৈঃ ॥
কফপিত্তং তথাক্লেদং রেচয়েদূর্দ্ধ বর্ত্মনা ।
দণ্ডধৌতি বিধানেন হৃদ্রোগং নাশয়েদ্ধ্রুবং ॥
ভোজনান্তে পিবেদ্বারি আকণ্ঠং পূর্ণিতং সুধীঃ ।
ঊর্দ্ধং দৃষ্টিক্ষণং কৃত্বা তজ্জলং বময়েৎ পুনঃ ॥
নিত্যমভ্যাস যোগেনায়ং কফপিত্ত নিবারয়েৎ ।
চতুরঙ্গুলবিস্তারং সূক্ষ্মবস্ত্রং শনৈর্গ্রাসেৎ ।

পুনঃপ্রত্যাহ বেদেতৎপ্রোচ্যতে ধৌতিকর্ম্মবিৎ ॥
গুল্মজ্বর প্লীহাকুষ্ঠং কফপিত্তং বিনশ্যতি ।
আরোগ্যং বলপুষ্টিশ্চ ভবেত্তস্য দিনে দিনে ॥
অপানং ক্রূরতা যাবত্তাবন্মূলং নশোধয়েৎ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মূলশোধনমাচরেৎ ॥
পিতমূলস্য দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলি নাপিবা ।
যত্নেন ক্ষালয়েদ্গুহ্যং বারিনাচ পুনঃ পুনঃ ॥
বারয়েৎ কোষ্ঠকাঠিন্যং আমাজির্ণং নিবারয়েৎ ।
কারণং কান্তিপুষ্টিশ্চ দীপন বহ্নিমণ্ডলং ॥
জলবস্তিং শুষ্কবস্তিং বস্তিস্যা দ্বিবিধাস্মৃতা ।
জলবস্তিজলেঃ কুর্য্যাৎ শুষ্কবস্তিং সদাক্ষিতৌ ॥
নাভিমগ্নং জলেপায়ুং ন্যস্তনালুং কটাশনং ।
আকুঞ্চন প্রকাশঞ্চ জলবস্তিং সমাচরেৎ ॥
প্রমেহঞ্চ গুদাবর্ত্তং ক্রুরবায়ু নিবারয়েৎ ।
ভবেৎস্বচ্ছন্দ দেহঞ্চ কামদেব সমোভবেৎ ॥
বস্তিং পশ্চিমভাগেন চালয়িত্বা শনৈরধঃ ।
অশ্বিনিমুদ্রায়াবায়ু আকুঞ্চয়েৎ প্রকাশয়েৎ ॥
এবমভ্যাস যোগেন কোষ্ঠদোষং নবিদ্যতে ।
বিবর্দ্ধয়েজ্জঠরাগ্নিং আমবাতং বিনাশয়েৎ ॥
বিতস্তিমানং সূক্ষ্মসূত্রং নাসানালে প্রবেশয়েৎ ।
মুখান্নির্গময়েৎপশ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতিকর্ম্মবিৎ ॥
সাধনান্নেতি কর্ম্মঞ্চ খেচরীসিদ্ধি মাপ্নুয়াৎ ।
কফদোষাঃ বিনশ্যন্তি দিব্যদৃষ্টি প্রজায়তে ॥
অমন্দ রোগদন্দঞ্চ ভ্রাময়েদুভ পার্শ্বয়োঃ ।
সর্ব্বরোগাঃ নিহন্তি দেহানল বিবর্দ্ধয়েৎ ॥
নিমেষোন্মেষকং ত্যক্ত্বা সূক্ষ্মলক্ষ্যং নিরীক্ষয়েৎ ।
যাবদশ্রুং নিপাতঞ্চ ত্রাটকং প্রোচ্যতেবুধৈঃ ॥
এবমভ্যাস যোগেন শাম্ভবি জায়তে ধ্রুবং ।
নেত্র রোগাবিনশ্যন্তি দিব্যদৃষ্টি প্রদায়কং ॥
বাতক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ শিৎক্রমেণ বিশেষতঃ ।
ভালভাতি ত্রিধাপ্রোক্তা কফদোষং নিবারয়েৎ ॥
ইড়য়াপূরয়েদ্বায়ুং রেচয়েৎ পিঙ্গলাপুনঃ ।
পিঙ্গলায়া পূরয়িত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ ॥
পূরকং রেচকং কৃত্বাৎবেগেন নতুধারয়েৎ ।
এবমভ্যাস যোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ ।
নাসাভ্যাং বারিসংকৃষ্য পুনর্ব্বক্ত্রেন রেচয়েৎ ॥
পায়ং পায়ং ব্যুৎক্রমেণ শ্লেষ্মাদোষং নিবারয়েৎ ।
শিৎকৃত্য পিবদ্বক্ত্রেণ নাসানালৈ বিরেচয়েৎ ॥
এবমভ্যাস যোগেন কামদেব সমোভবেৎ ।
নজায়তে বার্দ্ধক্যঞ্চ নৈজরা প্রজায়তে ॥
ভবেৎস্বচ্ছন্দ দেহঞ্চ কফদোষং নিবারয়েৎ ।

অথ ঘেরণ্ড সংহিতার যোগ শাস্ত্রের প্রথম উপদেশ ।

নমঃ আদীশ্বরায়। একদা চণ্ডকাপালি নামক জনৈক সাধনাভিলাষী সাধু যোগ শাস্ত্র অভ্যাসের নিমিত্ত মহাযোগী ঘেরণ্ডের কুটীরে সমাগত হইয়া ভক্তিভাবে নমস্কারপূর্ব্বক বিনয় সহকারে প্রশ্ন করেন। হে ভগবন্! তত্ত্বজ্ঞানের কারণ যে ঘটস্থ যোগ তাহা শ্রবণ করিবার অধুনা আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব যোগেশ্বর! আপনি উহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। তদনন্তর মহাসাধু ঘেরণ্ড বলিলেন, হে বৎস! তুমি সাধু, সাধু কারণ তুমি যোগশাস্ত্র জিজ্ঞাসু হইয়াছ। হে বৎস! তোমার হিতের নিমিত্ত আমি যোগ শাস্ত্র বলিতেছি, তুমি সাবধানের সহিত শ্রবণ কর। যেরূপ মায়ার সম পাশ নাই, অহঙ্কারের সমান রিপু নাই, সেইরূপ জ্ঞানের সমান পরম বন্ধু নাই এবং যোগের সমান পরম বল নাই। হে বৎস! যেরূপ লোকে 'ক' আদি বর্ণ ক্রমে অভ্যাস করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্র অবগত হইয়াথাকে, সেইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা লোক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে।

সুকৃতি ও দুষ্কৃতি রূপ পাপ ও পুণ্য ভোগের নিমিত্ত এই স্থূল শরীর সৃষ্টি হইয়াছে। যেরূপ ঘটিকা যন্ত্র ঊর্দ্ধ

ও অশ্ব বারম্বার ঘুরিতেছে, সেইরূপ কর্ম্ম বশে জীব বারম্বার জন্ম ও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে। হে বৎস! মনুষ্যের দেহ আম মৃত্তিকা কলশের ন্যায় এবং জীবন জলের ন্যায়। আম মৃত্তিকা কলশে বারি রাখিলে যেরূপ স্বভাবতঃ গলিয়া ক্ষয় হইয়া যায়, সেইরূপ মনুষ্যের দেহও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বৎস! যোগানল দ্বারা দেহরূপ কলশকে পোড়াইয়া শুদ্ধি করিতে হয়। হে বৎস! সপ্ত প্রকার সাধন দ্বারা দেহের শোধন হয় যথা,—শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ এবং নির্লিপ্ত।

হে বৎস! ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা দেহের শোধন করিলে আসনের দ্বারা দৃঢ়তা হয়, মুদ্রা দ্বারা মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়, প্রত্যাহার দ্বারা মনুষ্য ধৈর্য্য অবলম্বনে সমর্থ হয়, প্রাণায়াম দ্বারা লাঘবত্ব, ধ্যানের দ্বারা অভীষ্ট দেবের প্রত্যক্ষ এবং সমাধি দ্বারা সকল কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ হয়।

হে বৎস! শোধন ছয় প্রকার যথা,—ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকি, ত্রাটক এবং কপালভাতি। এই ষট্‌কর্ম্ম সর্ব্বদা আচরণ করিলে দেহের চৈতন্য হয়।

হে বৎস! ধৌতি চারি প্রকার, যথা—অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি, এবং মূলশোধন। এই চারি প্রকার ধৌতি দেহকে মল বিহিন করে।

হে বৎস! অন্তর্ধৌতি চারি প্রকার, যথা—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার এবং বহিষ্কৃত।

অথ বাতসার প্রয়োগ।

সাধক মুখ কাক চঞ্চুর মত করিয়া বারম্বার বায়ু পান করিবে এবং ঐ বায়ু উদর মধ্যে চালনা করিয়া মুখের দ্বার দিয়া রেচন করিবে। এই বাতসার অতি গোপনীয় এবং দেহ নির্ম্মলের প্রধান উপায়।

অথ বারিসার প্রয়োগ।

মুখের দ্বার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া জল পান পূর্ব্বক, জল উদর হইতে অধবর্ত্ম দ্বারা বিরেচন করিবে। এই বারিসার প্রধান ধৌতি, যিনি যত্ন পূর্ব্বক সাধন করেন, তাঁহার মলদেহ শোধন হইয়া দেব দেহ হয়।

অথ বহ্নিসার প্রয়োগ।

শ্বাস রুদ্ধ করিয়া নাভিকে এক শত বার মেরুদণ্ডে সংলগ্ন করিতে হইবে। এই ধৌতি দ্বারা উদরের আমাদি দোষ বিনাশ হইয়া আয়ু বৃদ্ধি হয়। এই ধৌতি অতিশয় গোপনীয়, দেবতার দুর্লভ, যোগীদিগের যোগ সিদ্ধির কারণ এবং এই ধৌতি করিলে মলদেহ নির্ম্মল হইয়া দেব দেহ সম হয়।

অথ বহিষ্কৃত প্রয়োগ।

কাকি মুদ্রা অর্থাৎ কাকের ঠোঁটের মত মুখ করিয়া বায়ু দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে এবং অর্দ্ধ যাম ঐ বায়ু উদরে ধারণ করিয়া অধঃদেশে চালন করিবে। তৎপরে নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া নাড়ী বহিষ্কৃত পূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত মল সকল সম্পূর্ণরূপে ধৌত না হয় তাবৎ হস্ত দ্বারা প্রক্ষালন করিবে এবং ক্ষালনান্তর পুনর্ব্বার তাহা উদর মধ্যে প্রবেশ করাইবে। এই ধৌতি অতি গোপনীয় এবং দেবতার দুর্লভ। কেবল এই ধৌতি দ্বারাই দেব দেহ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যামার্দ্ধ অর্থাৎ চারি দণ্ড কাল পর্য্যন্ত যে অবধি শ্বাস রোধ করিয়া রাখিতে সক্ষম না হইবে অর্থাৎ সম্যক ধারণ শক্তি দেহে না জন্মিবে সেই কাল পর্য্যন্ত এই ধৌতি পরিচালনা করিবে না।

হে বৎস! দন্ত ধৌতি পাঁচ প্রকার, যথা—দন্তমূল, জিহ্বামূল, রন্ধ্র, কর্ণদ্বার এবং কপাল রন্ধ্র।

অথ দন্তমূল ধৌতি প্রয়োগ।

খদির রসে কিম্বা মৃত্তিকা দ্বারা দন্তমূল এইরূপ মার্জ্জন করিতে হইবে, যেন উহাতে ক্লেদ মাত্র না থাকে। এইরূপে দন্ত ধাবন করিলে কখন দন্ত পতন হইবে না।

অথ জিহ্বামূল ধৌতি প্রয়োগ।

তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় গলদেশে প্রবেশ করাইয়া জিহ্বামূল পর্য্যন্ত মর্জ্জন করিবে। এইরূপ বারম্বার মর্জ্জনে কফ দোষ নিবারণ হইবে। এবং জিহ্বামূল বারম্বার নবনী দ্বারা দোহন করিবে এবং লৌহ যন্ত্র দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ টানিয়া বহিষ্কৃত করিবে।

যিনি নিয়ত যত্ন সহকারে রবির উদয় কালে বা অস্ত কালে এইরূপ প্রক্রিয়া সমাধান করেন তাঁহার জিহ্বা দীর্ঘ হয় এবং জরা মরণ ও রোগাদি বিনষ্ট হয়।

অথ রন্ধ্র ধৌতি প্রয়োগ।

শ্বাস দ্বারা রন্ধ্র মধ্যে জল লইয়া মুখ দ্বারা নিক্ষেপ করিবে এবং শিৎকার দ্বারা মুখমধ্যে জল লইয়া নাসাপুট দ্বারা নিক্ষেপ করিবে। এই ধৌতি অতি গোপনীয়।

অথ কর্ণ ধৌতি প্রয়োগ।

তর্জ্জনী ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণ কুহর মর্দ্দন করিবে। এইরূপে নিত্য নিত্য মার্জ্জন করিলে নাদান্তর প্রকাশ হইবে।

অথ কপাল রন্ধ্র প্রয়োগ।

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কপালরন্ধ্র মর্দ্দন করিতে হইবে। এই যোগাভ্যাস দ্বারা কফ দোষ শান্তি উত্তম দৃষ্টি এবং নাড়ী নির্ম্মল হইবে।

এই ধৌতি প্রতিদিন নিদ্রান্তে, ভোজনান্তে অথবা দিনান্তে করিবে।

অথ হৃদ্ধৌতি।

হৃদ্ধৌতি তিন প্রকার, প্রথম রম্ভা দণ্ড, হরিদ্রা দণ্ড অথবা বেত্র দণ্ড মুখের মধ্যে দিয়া হৃদি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কিঞ্চিৎ কাল পরিচালন পূর্ব্বক বাহির করিবে। ইহাতে কফ পিত্ত ও ক্লেদ মুখের দ্বারা নির্গত হইবে। এই ধৌতি দ্বারা হৃদিতে কোন রোগ থাকিলে তাহা নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

দ্বিতীয়।—ভোজনান্তে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ জল পান করিয়া কণকাল ঊর্দ্ধ দৃষ্টিপূর্ব্বক ঐ জল বমন করিবে। নিত্য নিত্য এই ধৌতি করিলে কফ পিত্ত বিনষ্ট হইবে।

তৃতীয়।—চারি অঙ্গুলি পরিমাণ সূক্ষ্ম বস্ত্র ধীরে ধীরে গলধঃকরণ করিয়া পুনর্ব্বার উহা বাহির করিবে। এই ধৌতি দ্বারা গুল্ম, জ্বর, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফ এবং পিত্ত বিনাশ হইবে এবং দিন দিন বল পুষ্টি ও আরোগ্য লাভ হইবে।

অথ মূলশোধন।

যে কাল পর্য্যন্ত মূল শোধন না করা হয়, তাবৎ বায়ুর কুটিলতা যায় না। অতএব যত্নপূর্ব্বক মূল শোধন কর্ত্তব্য। হরিদ্রার মূল অথবা মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা জল দিয়া বারম্বার গুহ্য প্রক্ষালন করিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠের কাঠিন্যতা ও আমাজীর্ণ বিনাশ ও কান্তি পুষ্টি এবং বহ্নি মণ্ডলের দীপ্তি হয়।

অথ বস্তি প্রকরণ।

বস্তি দ্বিবিধ প্রকার যথা,—জল বস্তি ও শুষ্ক বস্তি। জল বস্তি জলে এবং শুষ্ক বস্তি স্থলে করিবে। নাভিমগ্ন জলে উৎকটাসনে বসিয়া আকুঞ্চন প্রসারণ পূর্ব্বক জলবস্তি করিবে। ইহাতে প্রমেহ, গুদাবর্ত্ত, ক্রূর বায়ু ও অজীর্ণ বিনাশ হইয়া কামদেব সদৃশ তেজস্বী হয়। তদনন্তর অশ্বিনী মুদ্রা করিয়া আকুঞ্চন প্রসারণ পূর্ব্বক পরিচালন করিবে। এই যোগাভ্যাস দ্বারা কোষ্ঠের দৃষ্টি রোগ, আমদোষ বিনাশ এবং জঠর অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

অথ নেতিকর্ম্ম।

মার্জ্জিত সূক্ষ্ম সূত্র নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বহির্গত করিবে। ইহাকেই নেতি কর্ম্ম বলে। ইহা কফ দোষ, পার্শ্বস্থ রোগ ও মন্দরোগ নিবৃত্তি করিয়া দেহ-নল বৃদ্ধি করে। এই কার্য্য খেচরী মুদ্রা * সিদ্ধির কারণ এবং ইহা দ্বারা উত্তম দৃষ্টি লাভ হয়।

অথ ত্রাটক।

নিমেষ পতন না করিয়া সূক্ষ্ম বস্তু লক্ষ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিবে যাবৎ চক্ষু হইতে জল পতিত না হয়। ইহাকে ত্রাকট বলে। ইহা দ্বারা নেত্র রোগ ও কফ দোষ নষ্ট এবং উত্তম দৃষ্টি হয়, আর মকৎক্রিয়া ফুৎকার ও উদ্গার

---

* যে মুদ্রা দ্বারা অবলম্বন ব্যক্তিরেকে মনস্থির হয় এবং অবরোধ ব্যতিরেকে বায়ু স্থির হয় এবং অবলোকন ব্যতিরেকে দৃষ্টি স্থির হয়, সেই মুদ্রাকে খেচরী মুদ্রা বলে।

দুর্গন্ধ বিনষ্ট হইয়া সুগন্ধি হয়। এই যোগাভ্যাস দ্বারা সাম্ভবী মুদ্রা * সিদ্ধি হয়।

অথ শৌলিকি।

বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু পূর্ণ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা নির্গত এবং দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূর্ণ করিয়া বামনাসাপুট দ্বারা রেচন করিবে, কিন্তু বেগ ক্রমে নহে এবং বায়ু অধিকক্ষণ ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে না। এই যোগাভ্যাস দ্বারা কফ দোষ নিবারণ হয়।

অথ কপালভাতি।

নাসাযুগ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া বারম্বার মুখের দ্বারা ফুৎকার পূর্ব্বক রেচন এবং মুখের দ্বারা শিৎকার পূর্ব্বক জল গ্রহণ করিয়া নাসানল দ্বারা বিরেচন করিবে। এই যোগাভ্যাসের ফলে কফ দোষ বিনষ্ট হয় এবং দেহে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় না ও জ্বরাদি রোগ উৎপত্তি হয় না। এই যোগ দ্বারা কামদেব সদৃশ রূপবান্ ও তেজস্বী পুরুষ হয়।

ইতি ঘেরণ্ড সংহিতার প্রথম উপদেশ সমাপ্ত।

যোগাভ্যাস করিতে হইলে যে সকল ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাহার সংক্ষেপ বিবরণ।

যোগাভ্যাস করিতে বাসনা হইলে যে সমস্ত ক্রিয়ার অভ্যাস আবশ্যক হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ যথা।—পঞ্চাঙ্গ যোগ, জপ নিয়ম, অষ্টাঙ্গ যোগ, ষড়ঙ্গ যোগ, হট যোগ, বিচিত্র কুম্ভকাদিনেত যোগ, দণ্ডী যোগ, ধৌতি যোগ, নেউনি যোগ, গজকরণী যোগ, বস্তি যোগ, নৌলি যোগ, নেতি যোগ, কপালভাতি যোগ, দশবিধ মুদ্রা, যথা—মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেদ, খেচরী, বন্ধজাল, বিপরীত করণ, বজ্রোনি, মুল বন্ধ, উড্ডায়মান,এবং শক্তিচালন ; ষট্চক্রাদি, অর্থাৎ মুলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র, আজ্ঞা চক্র, এবং সহস্রা চক্র, এই সমস্তের বিশেষ বিবরণ ভবিষ্যতে বর্ণিত হইবে।

বিশেষতঃ যোগাভ্যাস করিতে হইলে পথ্যাপথ্যের নিয়ম করিতে হইবে এবং যোগাসন করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ম রাখিতে হইবে।

যোগশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাঙ্কেতিক শব্দ।

অথ শক্তি।—ঊর্দ্ধ শক্তি কণ্ঠ, অধস্থ শক্তি গুহ্যদেশ, এবং মধ্যস্থ শক্তি নাভি।

অথ চক্র।—আধার গুহ্যচক্র, এবং স্বাধিষ্ঠান লিঙ্গ চক্র।

অথ লোক।—শরীরের ঊর্দ্ধদেশ ব্রহ্মলোক, অধঃদেশ পাতাল এবং ঊর্দ্ধ মুল ও অধের অগ্র দ্বারা নির্ম্মিত যে শরীর উহা বৃক্ষাকার।

অথ বায়ু।—হৃদয়ে প্রাণ বায়ু, গুহ্যদেশে অপান বায়ু, নাভিদেশে সমান বায়ু, কণ্ঠে উদান বায়ু এবং সর্ব্ব গাত্রে ব্যান বায়ু। ঊর্দ্ধগত নাগ বায়ু, তীর্থাশ্রিত কুম্ভ বায়ু, ক্ষোভনে ক্রূর বায়ু, জৃম্ভনে দেবদত্তবায়ু এবং নাদঘোষে ধনঞ্জয় বায়ু। শেষ কথিত পঞ্চ বায়ু বাহ্যস্থিত।

অথ নাড়ী।—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, প্রসর, অলম্বুষা, এবং যশা। এই অষ্ট নাড়ী দক্ষিণ অঙ্গে স্থিত। কুহু ও শঙ্খিনী নামক দুইটী নাড়ী বাম অঙ্গে অবস্থিত আছে।

এই দশটী প্রধান নাড়ী হইতে বহুসংখ্যক নাড়ী প্রসূত হইয়াছে। মনুষ্য দেহ মধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী প্রসিদ্ধ আছে ঐ সমস্ত নাড়ী যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই যোগী। জ্ঞান নাড়ী নামক নাড়ী যোগ সকলের সিদ্ধদায়িনী।

বিবিধ।—তালু মূলে চন্দ্র, এবং নাভিমূলে সূর্য্য স্থিতি করেন। সূর্য্যাগ্রে বায়ু এবং চন্দ্রাগ্রে মন বাস করেন। এবং চন্দ্রাগ্রে প্রাণ ও সূর্য্যাগ্রে চিত্ত অবস্থান করেন। অতএব যোগ অভ্যাস করিতে হইলে স্থিরাসন হইয়া চিন্তা ও নিদ্রা বর্জ্জিত হইতে হইবে, অন্যথা যোগা-

* যেরূপ বালক ও মূর্খের মন শয্যায় শয়ন না করিয়াও নিদ্রায় অভিভূত থাকে, সেইরূপ অবলম্বন ব্যতিরেকেও যে মুদ্রা বলে গমন হয় তাহাকে সাম্ভবী মুদ্রা বলে।

ত্যাস হইবে না। শিব বলিয়াছেন—পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে দেহ সেই দেহ স্থূলরূপী, সূক্ষ্ম দেহ পৃথকভাবে অবস্থিতি করে। এই সূক্ষ্ম দেহ স্বর্গ মর্ত্য এবং পাতালে গমনাগমন করিতে পারে।

অথ প্রাণায়াম বিবরণং।

প্রাণায়ামস্ত্রিধাপ্রোক্তো রেচকুম্ভকপূরকৈঃ।
সহিতঃকেবলশ্চেতি কুম্ভকোদ্বিবিধোমতঃ।
রেচশ্চাপূরকৈঃকার্য্যঃ সবৈসহিতকুম্ভকঃ।
যাবৎকেবলসিদ্ধিঃস্যাৎ সহিতংতাবদভ্যসেৎ।
রেচকংপূরকংত্যক্ত্বা সুখংযদ্বায়ুধারণং।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ সবৈকেবলকুম্ভকঃ।
গুরূপদিস্টমার্গেণ প্রাণায়ামংসমাচরেৎ।
যাবদ্বায়ুস্থিতোদেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণন্তস্যনিষ্ক্রান্তি স্ততোবায়ুংনিবন্ধয়েৎ।
মলাকুলেষুনাড়ীষু মারুতোনৈবমধ্যগঃ।
কথংস্যাত্তন্মলীভাবঃ কায়শুদ্ধিঃ কথংভবেৎ।

অথ বাঙ্গালানুবাদ।

প্রাণায়াম তিন প্রকার যথা,—রেচক, কুম্ভক এবং পূরক। কুম্ভক দ্বিবিধ প্রকার যথা,—সহিত এবং কেবল। যাবৎ কেবল সিদ্ধি না হয়, তাবৎ রেচক এবং পূরক কুম্ভকের সহিত আচরণ করিবে। রেচক এবং পূরক পরিত্যাগ করিয়া সুখে বায়ু ধারণ করিতে পারার নাম প্রাণায়াম। কেবল দ্বার, কুম্ভক করিবে। গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রাণায়াম আচরণ করিবে, কারণ যে পর্য্যন্ত বায়ু দেহে অবস্থান করে, তাবৎ কাল জীব জীবিত থাকে, দেহ হইতে বায়ু নিষ্ক্রমণ করিলেই দেহের পতন হয়। মলা এবং কলুষ পূর্ণ নাড়ীর মধ্যে মারুত প্রবেশ করিতে পারে না, অতএব মলযুক্ত যে দেহ তাহা প্রাণায়াম ভিন্ন শুদ্ধি হয় না।

অথ বর্জ্জন ও পথ্য বিবরণং।

তথাবর্জ্জানিবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরানিচ।
লবণংশর্ষপঞ্চাম্ল মুষ্ণংরুক্ষঞ্চনিন্দকং।
অতীবভোজনংত্যজ্যং স্ত্রিয়াসঙ্গমংবহু।
অগ্নিসেবাতুসংত্যজ্যা ধূর্ত্তগোষ্ঠীবিশেষতঃ।

গ্রহজামলে।

অত্যাহারঃ প্রবাশশ্চ প্রজল্পোনিয়মগ্রহঃ।
জনসংঙ্গশ্চলৌল্যঞ্চ সড়্ভিযোগংপ্রণশ্যতি।

ইতিবর্জ্জনীয়ানি।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যা তত্ত্বজ্ঞানাচ্চসাহসাৎ।
জনসঙ্গপরিত্যাগাৎ সড়্ভিযোগোসিসিদ্ধ্যতি।

কট্বম্লতিক্তলবণোষ্ণ হরীতশাকাঃ-
সৌবীরতৈলশর্ষপ মৎস্যমদ্যাঃ।
অজাদিমাংসদধিতক্র কুলত্থকোলাঃ-
পিন্যাসহিঙ্গুলসুনাদি পথ্যমস্মিন্।

ভোজনমহিতংবিদ্যাৎ পুনরপ্যুষ্ণীকৃতংভোজ্যং।
অতিলবণাশনপললকলন্দশনশাকোংকটংদুষ্টং।
বর্জ্জয়েদ্দুর্জ্জনপ্রীতিং বহ্নিতাপস্য সেবনং।
প্রাতঃস্নানোপবাসাদি কায়ক্লেশবিধিংতথা।

ইত্যপথ্যানি।

গোধূমশালিকলায় যবষষ্টিকান্নং-
ক্ষীরাজ্যখণ্ড নবনীতশিতামধূনি।
শুণ্ঠীকণাকণফলাদিকপঞ্চশাকং-
দুগ্ধাদিদিব্যমুদকঞ্চযমীন্দ্রপথ্যং॥
মিষ্টংসুমধুরংস্নিগ্ধংরম্যংধাতুপ্ররোহণং।
মনোঽভিলষিতংভোজ্যং যোগীভোজনমাচরেৎ॥

ইতিপথ্যানি।

যোগাভ্যাস করিতে যাহা যাহা বর্জ্জন করিতে হইবে এবং পথ্যাপথ্য বর্ণিত হইতেছে।

লবণ, শর্ষপ, উষ্ণ, রুক্ষ এবং মন্দ দ্রব্য, অতি-ভোজন, বহুবার স্ত্রী সঙ্গম, অগ্নি সেবা এবং পরিবারের মধ্যে কেহ ধূর্ত্ত থাকিলে তাহাকে ত্যাগ করিবে। বিদেশ বাস, অত্যাহার, জল্পনা, নিয়ম গ্রহ, জনসঙ্গ এবং বৃদ্ধের সঙ্গ এই ছয় যোগ বিঘ্নের কারণ। অতএব ঐ সকলও পরিত্যাগ করিবে। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্ত্বজ্ঞান, ভয় ত্যাগ এবং জনসঙ্গ ত্যাগ এই ষষ্ঠ যোগ সিদ্ধির কারণ।

কটু, অম্ল, তিক্ত, লবণ, উষ্ণ, বীতশাক, সৌবীর শর্ষপ তৈল, মৎস্য, মদ্য, অজাদি মাংস, দধি, তক্র কুলত্থ, বদরীফল, পিন্যাস, হিঙ্গুল এবং লশুনাদি আহার করিবে। অহিত ভোজন, শীতল বস্তু পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া আহার অধিক লবণাহার, পিষ্টক, বেতসবৃক্ষ এবং শাক ও উৎকট ও মন্দ দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিবে। দুর্জ্জন ব্যক্তির প্রীতি এবং বহ্নিসেবা ত্যাগ করিবে। প্রাতঃস্নান উপবাসাদি এবং দৈহিক ক্লেশ করিবে। গোধুম, ধান্য, কলাই, ষষ্টি-প্রকার যবান্ন, দুগ্ধজাত দ্রব্য, নবনীত, মিষ্ট মধু, শুণ্ঠী-কণা, জীরা, কলাদি ও পঞ্চশাক আহার এবং দুগ্ধাদি এবং পরিষ্কার জল পান করিবে। মিষ্ট, মধুর, স্নিগ্ধ, রম্য ও ধাতু পুষ্টিকারক দ্রব্য এবং যে আহারে অভিলাষ হইবে উক্ত রূপ ভোজ্য যোগীদিগের পথ্য।

ইতি শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় কৃত কলিত
জ্যোতিষের স্বরোদয় এবং যোগাভ্যাস
অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ জ্যোতিষ গণনা।

সূর্য্য গগণমণ্ডলে প্রতি বর্ষে আষাঢ় মাসের শেষে উত্তর দিকে যে কাল পর্য্যন্ত গমন করেন, সেই সীমার নাম উত্তর ক্রান্তি এবং উত্তর ক্রান্তি হইতে যে পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিকে গমন করেন তাহার নাম দক্ষিণ ক্রান্তি। এই দুই গতির অপর নাম দক্ষিণায়ণ ও .উত্তরায়ণ। অর্থাৎ শ্রাবণ মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সূর্য্য উত্তর রেখা হইতে দক্ষিণ রেখায় গমন করেন, তাহার নাম দক্ষিণায়ণ এবং মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্য দক্ষিণ রেখা হইতে উত্তর রেখা পর্য্যন্ত গমন করে, তাহার নাম উত্তরায়ণ। এই দুইটী সীমা বা রেখার মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয় তাহার নাম মধ্য খণ্ড। এই খণ্ডে ১২ রাশি ও তাহার অন্তর্গত ১০১৬ টী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গগণমণ্ডলের মধ্য-খণ্ডের উত্তরে যে অংশ তাহাকে উত্তর-খণ্ড বলে। তাহার মধ্যে ৩৫ রাশি অর্থাৎ পুঞ্জ ও তদন্তর্গত ১৪৫৬ নক্ষত্র ও দক্ষিণ দিগে যে খণ্ড তাহার নাম উত্তর খণ্ড। তাহার মধ্যে ৪৬ রাশি ও তদন্তর্গত ৯৯৫ নক্ষত্র অবস্থিতি করে। ইহা ইয়ুরোপীয় খগোল বেত্তারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ মধ্য-খণ্ডে যে সমস্ত অচল নক্ষত্র আছে তাহাদিগের কতকগুলি করিয়া এক একটী আকৃতি কল্পনা পূর্ব্বক পুরাকালের জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক দ্বাদশ ভাগে রাশি চক্র নামে সীমা চিহ্নিত হইয়াছে। ঐ দ্বাদশটী রাশির নাম, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, এবং মীন। মেষ রাশির প্রথমাংশেই ক্রান্তি পাত হয়। যে দুই দিন সূর্য্য ঐ রেখায় থাকেন সে দুই দিন দিবা ও রাত্রিমান সমান হয়।

বিষুব রেখার উত্তর দিকে ছয়টী রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা ও দক্ষিণদিকে আর ছয়টি রাশি অর্থাৎ তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন তির্য্যক ভাবে অবস্থিত আছে।

পৃথিবী স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈশাখ মাসে ইং ২১ এ মার্চ্চ দিবসে যখন মীন ও মেষ রাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন অর্থাৎ যে অংশে রাশি চক্রের সহিত বিষুব রেখার মিলন হইয়াছে সেই অংশের সহিত তখন সূর্য্যের সমসূত্র পাত হয় এবং মীন ও মেষ রাশি ঠিক সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়। এই সময়ে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের উপর সূর্য্য রশ্মি ঠিক সোজা হইয়া পড়ে, এজন্য পৃথিবীর সকল স্থানেই সেই সময়ে দিবা এবং রাত্রিমান সমান হয়। অর্থাৎ যখন সূর্য্য বিষুব রেখাতে অবস্থান করে তখন তাহার ক্রান্তি শূন্য এবং তখন এক মেরু হইতে অপর মেরু অবধি গোলকার্দ্ধ আলোকময় হয়। সূর্য্যের উত্তর ক্রান্তি যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই উত্তর মেরু অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের আলোক বিস্তারিত হইতে থাকে, এবং দক্ষিণ মেরু আলোক বিহীন হয়। এবং সূর্য্যের যত দক্ষিণ ক্রান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই দক্ষিণ মেরু অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের আলোক বিস্তারিত হয়, এবং উত্তর মেরু আলোক শূন্য হয়। সূর্য্যের ক্রান্তির পরিমাণ ২৩° ২৮′। বৈশাখ মাসে ইং ২১ এ মার্চ্চ বাসরে সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করিয়া নিত্য এক অংশের কিছু ন্যূন গমন করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে ইং ১৯ এ এপ্রেল তারিখে দ্বিতীয় রাশি বৃষ রাশিতে প্রবেশ করে। মেষ রাশির কিঞ্চিৎ পশ্চিম ও ঈষৎ উত্তরে বৃষ রাশি অবস্থিত। সূর্য্য নিত্য এক অংশের ন্যূন গমন করিয়া আষাঢ় মাসে ইং ২০ এ মে দিবসে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করে। মিথুন রাশি বৃষ রাশির ঠিক উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সূর্য্য মিথুন রাশি উত্তীর্ণ হইয়া শ্রাবণ মাসে ইং ১২ এ জুন দিবসে কর্কট রাশিতে প্রবেশ করে। যে স্থানে রাশিচক্রের

সহিত উত্তর ক্রান্তি রেখার মিলন হইয়াছে, সেই স্থান ঐ দিবসে ঠিক সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়; ইহার পর সূর্য্য আর উত্তর দিকে গমন করে না, এজন্য জোতির্ব্বিদগণ এই সময়কে অয়ন স্তুকাল বলিয়া থাকেন। সূর্য্য এই রাশির ৩০° অতিক্রম করিয়া ভাদ্র মাসে ইং ২২ এ জুলাই দিবসে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করে। এই রাশি কর্কট রাশির দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ইহার পর সূর্য্য আশ্বিন মাসে ইং ২২ এ আগষ্ট বাসরে কন্যা রাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। যেমত মেষ রাশিতে বিষুব রেখার সহিত রাশিচক্রের সংযোগ আছে, সেইরূপ তুলা রাশিতে ও উহাদিগের সংযোগ আছে। মেষ রাশি হইতে তুলা রাশি ১৮০° দূর, এই কারণে মেষাদি ৬ষ্ঠ রাশি রাশিচক্রের অর্দ্ধেক ভাগ এবং তুলাদি ছয় রাশি ঐ চক্রের অপরার্দ্ধ অংশ।

সূর্য্য কার্ত্তিক মাসে ইং ২৩ এ সেপ্‌টেম্বর দিবসে তুলা রাশিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার পর বৃশ্চিক রাশি, সূর্য্য এই রাশিতে অগ্রহায়ণ মাসে ইং ২৩ এ অক্টোবর দিবসে প্রবেশ করে। তৎপর সূর্য্য ধনু রাশিতে পৌষ মাসে ইং ২২ নবেম্বর প্রবেশ করে। ইহার পর সূর্য্য মাঘ মাসে ইং ২১ এ ডিসেম্বরে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। যে অংশে রাশি চক্রের সহিত দক্ষিণ ক্রান্তিরেখার মিলন হইয়াছে, ঐ অংশ এই দিবসে সূর্য্যের ঠিক সম্মুখবর্ত্তী হয়, এবং এইস্থান হইতে সূর্য্য আর দক্ষিণাভিমুখে গমন করে না; এই কারণে লোকে এই সময়কে দক্ষিণ অয়নান্তকাল বলে। এই রাশির পর কুম্ভ রাশি, ফাল্‌গুন মাসে ইং ২০ এ জানুয়ারি দিবসে সূর্য্য এই রাশিতে প্রবেশ করে। ইহার পর সূর্য্য চৈত্র মাসে ইং ১৯ এ ফিব্রুয়ারি বাসরে মীন রাশিতে প্রবেশ করে।

এইরূপে পুনরায় বৈশাখ মাসে ইং ২১ এ মার্চ্চ তারিখে পৃথিবী মীন ও মেষ রাশির মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বিষুব রেখার সহিত যে অংশে রাশিচক্রের মিলন হইয়াছে সেই অংশ সূর্য্যমণ্ডলের সম্মুখবর্ত্তী হওয়ায় সর্ব্বত্র দিবা রাত্রিমান সমান হয়। প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যই যে এক রাশি হইতে রাশ্যন্তরে পূর্ব্বোক্তমতে ভ্রমণ করিয়া থাকে এমত নহে, সচল পদার্থে অবস্থিত হইয়া অচল পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঐ পদার্থের গতি ভ্রম হয়, সেই ভ্রমবশতঃই ঐরূপ দেখায়; ফলে পৃথিবী উপর্য্যুক্তমতে এক রাশি হইতে অপর রাশিতে গিয়া ক্রমে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া এক বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

গগনমণ্ডলের এই তিন খণ্ডে যে সকল নক্ষত্রের বিষয় উপরে উল্লিখিত হইল তদ্ব্যতিরেকেও বিস্তর নক্ষত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় খগোলবেত্তারা উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডে যে সকলরাশি ও নক্ষত্র আছে তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, সেই নিমিত্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এই সকল রাশি-নক্ষত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংস্কৃত গ্রন্থে কেবল মধ্যখণ্ডস্থ মেষাদি ক্রমে দ্বাদশরাশিভুক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের নাম নির্দ্দেশিত আছে।

এদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে জ্ঞাত আছেন যে, অশ্বিনী অবধি রেবতী পর্য্যন্ত কেবল গণিত ২৭ টী নক্ষত্র; ফলে তাহা নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিখ্যাত খগোলবেত্তাদিগের মতে অশ্বিনী প্রভৃতি একটী নক্ষত্র নহে; তাহারা কেহ কেহ একটী ও কেহবা ততোধিক নক্ষত্রে বিরচিত যথা।—

১ ম। অশ্বিনী—ইহা ৩টী নক্ষত্রে বিরচিত, এই নক্ষত্র পুঞ্জের নক্ষত্রগুলির অবস্থানের ভাব অশ্বের মস্তকের মত, এই নিমিত্ত ইহার নাম অশ্বিনী।

২ য়। ভরণী—৩টী নক্ষত্র সমষ্টি, এই নক্ষত্রের ভাব ত্রিকোণাকার।

৩ য়। কৃত্তিকা—৬টী নক্ষত্রে বিরচিত, ইহার আকার খড়ুয়া ঘরের ন্যায়।

৪ র্থ। রোহিণী—৫ টী নক্ষত্র বিশিষ্ট, ইহা শকটাকার।

৫ ম। মৃগশিরা—৩ টী নক্ষত্রযুক্ত, ইহার আকার হরিণের মস্তকের মত।

৬ ষ্ঠ। আর্দ্রা—একটী নক্ষত্র মাত্র, ইহার আকার রত্নের ন্যায়।

৭ ম। পুনর্ব্বসু—৬টী নক্ষত্রযুক্ত, গৃহাকার।

৮ ম। পুষ্যা—দুইটী নক্ষত্রযুক্ত, ইহার আকার চক্রাকার।

৯ ম। অশ্লেষা—৫ টী নক্ষত্র বিশিষ্ট কুলাল চক্রাকার।

১০ ম। মঘা—৫ টী নক্ষত্র যুক্ত বাটীর মত আকার।

১১ শ। পূর্ব্বফল্গুনী—দুইটী নক্ষত্র যুক্ত, ইহার আকার খট্বার ন্যায়।

১২ শ। উত্তরফল্গুনী—২ টী নক্ষত্রযুক্ত, শয্যাকার।

১৩ শ। হস্তা—৭ টী নক্ষত্র যুক্ত ; হস্তের মত।

১৪ শ। চিত্রা—কেবল ১ টী নক্ষত্র, ইহার আকার মুক্তাসদৃশ।

১৫ শ। স্বাতি—১ টী নক্ষত্র, প্রবালাকার।

১৬ শ। বিশাখা—৬ টী নক্ষত্রযুক্ত, পুষ্পমালাকার।

১৭ শ। অনুরাধা—৭ টী নক্ষত্র যুক্ত, ইহার আকার জলধারার ন্যায়।

১৮ শ। জ্যেষ্ঠা—৩ টী নক্ষত্র যুক্ত, ইহার আকার কর্ণকুণ্ডল সদৃশ।

১৯ শ। মূলা—১১ টী নক্ষত্রযুক্ত ; ইহার আকার সিংহের লাঙ্গুলের মত।

২০ শ। পূর্ব্বাষাঢ়া—৪ টী নক্ষত্র যুক্ত, হস্তি দন্তাকার।

২১ শ। উত্তরাষাঢ়া—৪ টী নক্ষত্র যুক্ত, শয্যাকার।

২২ শ। শ্রবণা—৩ টী নক্ষত্রযুক্ত, ত্রিশূলাকার।

২৩ শ। ধনিষ্ঠা—৫ টী নক্ষত্র যুক্ত, ঢক্কাকার।

২৪ শ। শতভিষা—১০০ নক্ষত্রযুক্ত, মণ্ডলাকার।

২৫ শ। পূর্ব্ব ভাদ্রপদ—দুইটী নক্ষত্রযুক্ত ঘণ্টাকার।

২৬ শ। উত্তরভাদ্রপদ—২ টী নক্ষত্রযুক্ত ; ইহা দুই মস্তকযুক্ত মনুষ্যের মত।

২৭ শ। রেবতী—৩২ টী নক্ষত্রযুক্ত, মৃদঙ্গাকার।

উপরি উক্ত ২৭ টী নক্ষত্রের প্রতি নক্ষত্রকে চারি ভাগ করিয়া তাহার নয় নয় পাদে অর্থাৎ ভাগে এক এক রাশি কল্পনা করিয়া দ্বাদশ রাশিতে ঐ নক্ষত্র চক্রকে বিভাগ করা হইয়াছে, তৎপ্রযুক্ত ঐ নক্ষত্র চক্রকেও রাশি চক্র কহা যায়।

অশ্বিনী নক্ষত্রের চারিপাদ আর ভরণী নক্ষত্রের চারি পাদ এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের এক পাদ এই নয় পাদে মেষ রাশির সীমানা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, রোহিণীর চারি পাদ এবং মৃগশিরার প্রথম অর্দ্ধেক অর্থাৎ দুই পাদে বৃষ রাশি। মৃগশিরার শেষ অর্দ্ধেক, আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু প্রথম তিন পাদে মিথুন রাশি। পুনর্ব্বসুর শেষ পাদে এবং পুষ্যা ও অশ্লেষাতে কর্কট রাশি। মঘা, পূর্ব্ব ফল্গুনী। এবং উত্তরফল্গুনীর প্রথমপাদে সিংহ রাশির সীমা হয়। উত্তরফল্গুনীর শেষ তিনপাদে, হস্তা ও চিত্রার অর্দ্ধেকে কন্যা রাশির সীমানা হয়। চিত্রার শেষ অর্দ্ধেক ও স্বাতি এবং বিশাখার তিনপাদে তুলা রাশির সীমানা। বিশাখার শেষ পাদে অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ পর্য্যন্ত বৃশ্চিক রাশির সীমানা। মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার একপাদ পর্য্যন্ত ধনু রাশির সীমানা। উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিনপাদে ও শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার অর্দ্ধেকে মকর রাশির সীমানা। ধনিষ্ঠার শেষ অর্দ্ধেকে এবং শতভিষা ও পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রের তিনপাদে কুম্ভ রাশির সীমানা। পূর্ব্ব ভাদ্রপদের শেষ পাদে ও উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতীর শেষ পাদ পর্য্যন্ত মীন রাশির সীমানা হয়।

পৃথিবীর আকার এবং গতি।

পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল। ইহার গতি দুই প্রকার দৈনিক ও বার্ষিক। পৃথিবী আপন কক্ষে প্রায় ৬০ ষাইট দণ্ডে চক্রের ন্যায় যে একবার ঘুরিয়া থাকে উহাকে উহার আহ্নিক গতি বলা যায়। এই গতি দ্বারা দিবা ও রাত্রি হয়। এই গতি ক্রমেই ষাইট দণ্ড মধ্যে দ্বাদশটী লগ্নের উদয় হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক পূর্ব্ব দিকে যে কোন রাশির সম্মুখ সংযোগে সম সূত্রে আসিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রাশির সীমা হইতে উত্তীর্ণ না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই রাশি অর্থাৎ তৎনামাকরণে লগ্নের উদয় হয়

হইয়া থাকে এবং সেই রাশির সীমা হইতে উত্তীর্ণ হইতে যত দণ্ড যত পল লাগে, তাহাকে লগ্নমান কহা যায়। ঐ লগ্নমানকে দুই ভাগ করিলেই রাশিকেও দুই ভাগ করার ফল হয়। এই ভাগকে হোরার ভাগ বলে। বিষম রাশি রবির এবং সম রাশি চন্দ্রের হোরা হয়। ঐ রূপ লগ্নমানকে তিন ভাগ করিলে ঐ রাশিকেও তিন ভাগ করা হয়, তাহার নাম দ্রেক্কাণ। ঐরূপ নব ভাগ করিলে তাহার নাম নবাংশ এবং দ্বাদশ ভাগ করিলে তাহার নাম দ্বাদাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে তাহার নাম ত্রিংশাস হয়। এই যে সকল অংশের নাম উল্লেখ করা হইল, ঐ সকল অংশের অধিপতি এক একটীর একটী গ্রহ এবং গ্রহগণের স্বভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকলের নাম ষড় বর্গ।

পৃথিবী পূর্ব্বোক্তরূপে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে থাকিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যের চতুপার্শ্বে ৩৬৫ দিনে ১৫ দণ্ডে ৩১ পলে ৩১ বিপলে এব ১৪ চতুর্দ্দশ অনুপলে যে একবার সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে উহাকে উহার বার্ষিক গতি কহে। এই গতিতেই গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত এবং বসন্ত ছয় ঋতু সকলের উৎপত্তি হয়। এই ঋতু সকলের সহিত পৃথ্বীস্থ উদ্ভিদ পদার্থ ইত্যাদির ও মানব দেহের সহিত কি পর্য্যন্ত যোগাযোগ আছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক ও চন্দ্রের গতিক্রমে বৎসর ঋতু মাস পক্ষ তিথি ও বার ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। এই সকলের সহিত মানব দেহের কিরূপ যোগাযোগ আছে, তাহার প্রত্যক্ষ ফল পঞ্চস্বর ৮ ও বর্ণস্বরোদয় ও পবনবিজয় স্বরোদয়ে ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে স্পষ্ট প্রমাণ আছে, ক্রমে বর্ণিত হইবে।

গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, সূর্য্যও সেইরূপ স্বদয় গ্রহ ও উপগ্রহ সমভিব্যাহারে অন্য এক নক্ষত্রকে পরিভ্রমণ করে। এই জন্য এতদ্দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ৬৬ বৎসর ৮ মাসে বিষুবরেখা এক এক অংশ সরে—তৎপ্রযুক্ত দিবা ও রাত্রি মানের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা হইতেই অয়নাংশের গণনা হইয়া থাকে. ঐ অয়নাংশ মতে লগ্নমান সাধারণ পঞ্জিকাতেই লিখিত আছে. তত্রাচ কলিকাতার অয়নাংশ, শোধিত লগ্নমান, হোরার ভাগ, দ্রেক্কাণের ভাগ এবং নবংাশের ভাগাদি করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে দেওয়া হইল।

অথ অয়নাংশ।

সূর্য্যের উত্তর এবং দক্ষিণ এই উভয় দিকে গমনের নাম অয়ন। সূর্য্যের গতির বিশেষ ভাগের নাম অয়নাংশ।

শাকমেকাব্ধিবেদোনং দ্বিকৃত্বাদশভির্হরেৎ।
লব্ধং হীনঞ্চ তত্রৈব ষষ্ট্যাপ্তাশ্চায়নাং শকাঃ॥"

প্রাচীন মতে যেরূপ লগ্নমান স্থির হইয়াছিল তাহা বলা হইতেছে।

রামোগবেদৈ র্জলধিস্তু মৈত্রৈ,
র্ব্বাণোরসৈঃ পঞ্চ সাগরশ্চৈখবাণঃ
কুবেদৈ বিষয়োঽঙ্ক যুগ্মৈঃ।
ক্রমোৎ ক্রমান্মেষ তুলাদিগানং॥

অথ অয়নাংশ লগ্ন নিরূপণ।

লগ্নং লগ্নান্তরং কৃত্বা অয়নাংশৈঃ প্রপূরয়েৎ।
খানলৈর্হরতেভাগং মিশ্রয়িত্বা দিনে দিনে॥

অথ অয়নাংশ লগ্ন নিরূপণের বাঙ্গালা অর্থ।

অর্থাৎ রাম শব্দে ৩, অগ শব্দে ৭, বেদ শব্দে ৪, মেষ রাশি। জলধি শব্দে ৪, মৈত্র শব্দে ১৭, বৃষ রাশি। বাণ শব্দে ৫, রস শব্দে ৬, মিথুন রাশি। পঞ্চ শব্দে ৫, খ শব্দে ০, সাগর ৪, কর্কট রাশি। বাণ শব্দে ৫, কু শব্দে ১, বেদ শব্দে ৪, সিংহ রাশি। বিষয় শব্দে ৫, অঙ্ক শব্দে ৯, যুগ্ম শব্দে ২, কন্যা রাশি। এই ক্রমে লগ্ন ও পল স্থির করিবে। অঙ্ক বিপর্য্যয় করিয়া বসাইবে এবং তুলাদি অবশিষ্ট ছয় রাশি উৎক্রমে বসাইয়া লগ্ন জানিবেন। যথা।—

অথ লগ্নমান।

১। মেষ লগ্ন ৩ দণ্ড ৪৭ পল। ২। বৃষ লগ্ন ৪।১৭ পল।
৩। মিথুন লগ্ন ৫।৬ পল। ৪। কর্কট লগ্ন ৫।৪০ পল।

৫। সিংহ লগ্ন ৫।৪১ পল। ৬। কন্যা লগ্ন ৫।২৯ পল।
৭। তুলা লগ্ন ৫।২৯ পল। ৮। বৃশ্চিক লগ্ন ৫।৪১ পল।
৯। ধনু লগ্ন ৫।৪০ পল। ১০। মকর লগ্ন ৫।৬ পল।
১১। কুম্ভ লগ্ন ৪।১৭ পল। ১২। মীন লগ্ন ৩।৪৭ পল।

জন্ম কিম্বা প্রশ্নকালে এই লগ্ন স্থির করিয়া শুভাশুভ গণনা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিষুব রেখা ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অংশ করিয়া সরে। একণে বিষুব রেখা পশ্চিমে ২০ অংশ ১৮ কলা ২৮ বিকলা সরাতে উত্তরভাদ্রপদের ৩ অংশ ৪৯ কলা ২৪ বিকলার আছে, অতএব এইক্ষণে চৈত্র মাসের এবং আশ্বিন মাসের ১০ দিনে দিবা ও রাত্রি মান সমান হইতেছে। ১০৫৫ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখের ও কার্ত্তিকের ১ তারিখে অয়ন পরিবর্ত্ত হইত এবং ঐ ঐ দিবসে দিবা ও রাত্রি মান সমান থাকিত। বিষুব রেখায় এক এক অংশ সরাতে অয়ন পরিবর্ত্তের অন্যথা হয় এবং এই কারণেই উহাকে অয়নাংশ কহে।

অথ প্রাচীন লগ্নমান।

লগ্ন	দিন ভুক্ত পল। বিপল	মাস ভুক্ত দণ্ড। পল
১। মেষ	৭।৩৪	৩।৪৭
২। বৃষ	৮।৩৪	৪।১৭
৩। মিথুন	১০।১২	৫।৬
৪। কর্কট	১১।২০	৫।৪০
৫। সিংহ	১১।২২	৫।৪১
৬। কন্যা	১০।৫৮	৫।২৯
৭। তুলা	১০।৫৮	৫।২৯
৮। বৃশ্চিক	১১।২২	৫।৪১
৯। ধনু	১১।২০	৫।৪০
১০। মকর	১০।১২	৫।৬
১১। কুম্ভ	৮।৩৪	৪।১৭
১২। মীন	৭।৩৪	৩।৪৭

এক নক্ষত্র অহোরাত্র মধ্যে ক্রমে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়। রাশির প্রথম অংশ উদয় স্থানে উদয় হওয়া অবধি তাহার শেষাংশ উদয় পর্য্যন্ত যত কাল লাগে ঐ কালকে রাশির লগ্ন বলে। ভিন্ন ভিন্ন রাশির লগ্নমান ভিন্ন ভিন্ন, কারণ রাশিচক্রের বক্রতা জন্য ও রাশিগণের স্বীয় স্বীয় অবস্থানের বক্রতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন কাল লাগে। এই নিমিত্ত ও দেশ ভেদে ও দর্শনের বক্রতা ও অবক্রতা হেতু লগ্নমানের ভেদ হইয়া থাকে। কিন্তু এক নক্ষত্রদিনের মধ্যে দ্বাদশ লগ্নের উদয় হয় অতএব কোন লগ্নের বৃদ্ধি হইলে অপর লগ্নের হ্রাস হয়। যথা—

বৈশাখ মাসের প্রথমে মেষ, পরে বৃষ, তৎপরে মিথুন ইত্যাদি ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বৃষ পরে মিথুন তৎপরে কর্কট ইত্যাদি ক্রমে, এবং আষাঢ় মাসের প্রথমে মিথুন, শ্রাবণের প্রথমে কর্কট, ভাদ্রের প্রথমে সিংহ, আশ্বিনের প্রথমে কন্যা, কার্ত্তিকের প্রথমে তুলা, অগ্রহায়ণের প্রথমে বৃশ্চিক, পৌষের ধনু, মাঘের প্রথমে মকর, ফাল্গুনের প্রথমে কুম্ভ, চৈত্রের প্রথমে মীন, এই ক্রমে দ্বাদশ-মাসের প্রতিদিনে দ্বাদশ লগ্ন হয়। রবি যে লগ্নে উদয় হন তাহার সপ্তম লগ্নে তিনি অস্ত হন। যে মাসে যতদিন হইবেক সেই মাসীয় উদয় লগ্নকে তত ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগ প্রত্যহ রাত্রি প্রবিষ্ট হইবেক। ঐ ভাগকে রবি ভুক্ত কহে। আর অস্ত লগ্নেরও সেইরূপ ভাগে দিবা প্রবিষ্ট হয়, অতএব মাসের যত লগ্ন দণ্ডের নির্ণয় কর্ত্তব্য হইবেক সেই লগ্ন দিবাতে হইলে উদয় লগ্নের রাত্রি প্রবিষ্ট ভাগ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করিয়া উদয় লগ্নের পর, পর লগ্নে যোগ করিলে অভীষ্ট সময়ের লগ্ন নির্ণয় হইবেক। রাত্রিতে লগ্ন নিশ্চয় করিতে হইলে অস্ত লগ্নের দিবা প্রবিষ্ট ভাগ ত্যাগ করিয়া, তাহার পর পর লগ্নের যোগ করিলে সেই সময়ের লগ্ন হইবেক। যেমন আষাঢ় মাসের ২৪ দিনে দিবা ২৪ দণ্ড ৪০ পলের সময়ে কর্ম্ম কর্ত্তব্য হইলে ও আষাঢ়ের মান ৩২ দিন হইলে উদয় লগ্ন মিথুন তাহার মান ৫ দণ্ড ২৮ পল ২০ বিপল হয়, ইহাতে প্রত্যহ রাত্রি প্রবিষ্ট ভাগ ১০ পল ২৫ বিপল হয় ২৪ দিনের রাত্রি প্রবিষ্ট ভাগ দণ্ড ৪।২৬।২০ বিপল

হইল তাহার অবশিষ্ট দণ্ড ১।১২ পল রহিল, তাহার সহিত অপর লগ্ন কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা যোগ করিলে ২৩ দণ্ড ৩১ পল ৩ বিপল হইবেক। পরে কর্মকালে বৃশ্চিক লগ্ন হইবেক। রাত্রিতে অস্ত লগ্ন হইতে এইরূপ গণনা করিলে রাত্রি লগ্ন নিশ্চয় হইবেক। এই প্রকারে নানাদেশীয় লগ্নমান লইয়া নানা দেশের লগ্ন নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য।

অথ রবিভুক্তি ক্রম কথনং।

লগ্নঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা গণনীয় তথো দিনৈঃ।
ষষ্ঠীভাগেন দণ্ডঞ্চ শেষঞ্চ পলমুচ্যতে॥

অস্যার্থ।

যে লগ্নের গণনা করিবেন সেই মাসে যে লগ্ন হইবে, সেই লগ্নকে দ্বিগুণ করিবেন, করিয়া যত দিনের গণনা করিবেন তাহার গত দিন দিয়া ঐ অঙ্ককে পূরিত করিবেন। পরে যত অঙ্ক হইবেক তাহাকে ষষ্ঠী দিয়া হরিবেন, হরিলে দণ্ড হইবে। আর শেষ যাহা থাকিবেক তাহা পল হইবে।—ইহার স্পষ্ট ভুক্তি প্রতি মাসের দিন প্রতি নিম্নে লিখিত হইল।

অথ মাস সংখ্যা দিনভুক্তি কথনং।
সৌরমানের রাঢ়ীয় মতে।

বৈশাখ মাসের মেষ রাশিস্থ রবি তাহার প্রথম দিনের ভুক্তি ৭।৩৪ বিপল।

রাশি শব্দে লগ্নকে বলে।—কর্মকালে রাশি বা লগ্ন স্থির এইরূপ ভুক্তি দিয়া জানিবেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ রাশি তাহার প্রথম দিনের ভুক্তি ৮ পল ৩৪ বিপল।

আষাঢ় মাসের রাশি মিথুন ১০ পল ১২।

শ্রাবণ মাসের রাশি কর্কট ১১ পল ২০ বিপল।

ভাদ্র মাসের রাশি সিংহ ১১ পল ২১ বিপল।

আশ্বিন মাসের রাশি কন্যা ১০ পল ৪৮ বিপল।

এই ক্রমেতে ভুক্তি জানিবেন। এবং কার্ত্তিকাবধি তুলা লগ্ন মান উৎক্রমেতে চৈত্র পর্য্যন্ত ঐ রূপে ভুক্তি স্থির করিবেন।

অয়নাংশ মতে মাস সংখ্যা দিনভুক্তি কথনং।

বৈশাখ মাসের মেষ রাশি তাহার প্রথম দিনের রবি ভুক্তি ৮ পল ১২ বিপল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ৯।৩৬ বিপল।

আষাঢ় মাসের মিথুন রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ১০ পল ১২ বিপল।

শ্রাবণমাসের কর্কট রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ১১।১২ বিপল।

ভাদ্র মাসের সিংহ রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ১১।৬ বিপল।

আশ্বিন মাসের কন্যা রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ১০ পল ৫৮ বিপল।

কার্ত্তিক মাসের তুলা রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ১১।৪১ বিপল।

অগ্রহায়ণ মাসের বৃশ্চিক রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ১১।২০ বিপল।

পৌষ মাসের ধনু রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ১০।৩৬ বিপল।

মাঘ মাসের মকর রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ৯।১০ বিপল।

ফাল্‌গুন মাসের কুম্ভ রাশি দিন প্রতি ভুক্তি ৭।৫৬ বিপল।

চৈত্র মাসের মীন রাশি দিনের প্রতি ভুক্তি ৭ পল ৩৪ বিপল।

এই ক্রমেতে এক অংশ পরিমাণ লিখিত হইল। কিন্তু যত দিন গত হইবে, ক্রমেতে সেই সকল দিবস দিয়া পূরিত করিয়া, ক্রমে ত্রিশ অংশ ভোগ পূর্ণ হইবে। এই

স্থলে ত্রিংশৎ অংশের ভুক্তি লিখিত হইল। যে স্থানেতে একত্রিংশ দিবস হইবে অথবা দ্বাত্রিংশ দিবস হইবে, সেই স্থানেতে একত্রিংশ অংশ করিবেন অথবা দ্বাত্রিংশ অংশ করিয়া লইবেন। উনত্রিংশ দিবস হইলে উনত্রিংশৎ অংশ করিবেন তবে সূক্ষ্ম হইবে; নতুবা কিঞ্চিৎ স্থূল হইবে। অংশ শব্দে দিবসকে বলে ইতি রবিভুক্তিঃ।

দেশবিশেষে আধুনিক লগ্নমান।

লগ্নের দণ্ড ও পলকে দ্বিগুণ করিলে যত দণ্ড যত পল হয়, ঐ দণ্ড সংখ্যায় পল, পল সংখ্যায় বিপল প্রতিদিন রবিভুক্তি হয়।

অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

পঞ্চাঙ্গুল প্রায় অষ্টম ব্যঙ্গুল ছায়া প্রযুক্ত কলিকাতায় এবং মেদিনীপুরে ও তাহার সমান রেখায় পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ	৪।৪।১	তুলা	৫।৩৫।২৬
বৃষ	৪।৩৯।৫০	বৃশ্চিক	৫।৪০।৫৭
মিথুন	৫।২৮।২০	ধনু	৫।১৭।৩৯
কর্কট	৫।৪১।২৬	মকর	৩।৫৭।২৬
সিংহ	৫।৩২।৫১	কুম্ভ	৪।৩২।৫৮
কন্যা	৫।২৯।২০	মীন	৩।৪৬।৫০

পঞ্চাঙ্গুল প্রায় দ্বাদশ ব্যঙ্গুল ছায়া হেতু নবদ্বীপ বৰ্দ্ধমান ও ঢাকা এবং তৎসমসূত্র পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ	৪।৬।৫০	তুলা	৪।৪৬।২৪
বৃষ	৪।৪৯।৪৭	বৃশ্চিক	৪।৪১।৩৫
মিথুন	৫।২৮।৪৯	ধনু	৫।১৭।২
কর্কট	৫।৪০।৩৫	মকর	৩।৫৭।৬
সিংহ	৫।৩৩।২২	কুম্ভ	৪।৪২।৪১
কন্যা	৫।২৯।৪০	মীন	৩।৪৭।২০

পঞ্চাঙ্গুল প্রায় দ্বাদশব্যঙ্গুল ছায়া হেতু মুর্শিদাবাদে ও তৎসমান পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে আয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ	৪।৬।৩১	তুলা	৫।৩৮।১৫
বৃষ	৪।৪৯।৩৩	বৃশ্চিক	৫।৪০।৪৮
মিথুন	৫।২৮।৪৬	ধনু	৫।১৭।২০
কর্কট	৫।৪০।৪১	মকর	৪।৩৩।৪০
সিংহ	৫।৩৩।৩৩	কুম্ভ	৩।৫৫।৪৯
কন্যা	৫।৩০।০	মীন	৩।৪৬।৯

পঞ্চাঙ্গুল প্রায় দ্বাবদশব্যঙ্গুল ছায়া প্রযুক্ত চট্টগ্রামে ও তাহার সমান রেখায় পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ	৪।৮।৪	তুলা	৫।৩৪।২০
বৃষ	৪।৪৯।৩	বৃশ্চিক	৫।৩৯।২৫
মিথুন	৫।২০।২২	ধনু	৫।১৬।৩২
কর্কট	৫।৪৯।৪০	মকর	৪।৩৫।২৬
সিংহ	৫।৩২।৭	কুম্ভ	৩।৫৮।১৮
কন্যা	৫।২৮।২০	মীন	৩।৪৭।৩৯

পঞ্চাঙ্গুল প্রায় পঞ্চাশৎব্যঙ্গুল ছায়া প্রযুক্ত রংপুর এবং তাহার সমান পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ	৪।১।৩৬	তুলা	৫।৩১।২৭
বৃষ	৪।৪৬।২৮	বৃশ্চিক	৫।৪৭।৪৭
মিথুন	৫।২৯।৩৯	ধনু	৫।২৬।২৫
কর্কট	৫।৪৪।৩২	মকর	৪।৩১।২৬
সিংহ	৫।৩৯।৩১	কুম্ভ	৩।৫৩।৫
কন্যা	৫।২৩।২০	মীন	৩।৪৯।৪০

ষড়ঙ্গুল প্রায় দ্বি ব্যঙ্গুল ছায়া প্রযুক্ত কুচবিহারে ও তৎসমসূত্রবর্ত্তী পূর্ব্ব পশ্চিমাস্থ দেশে অয়নাংশ শুদ্ধ লগ্নমান।

মেষ	৪।৫৫।৫১	তুলা	৪।৩৮।১৬
বৃষ	৪।৪৫।৪১	বৃশ্চিক	৫।৪৮।৩৮
মিথুন	৫।২০।২১	ধনু	৫।২৯।২৮
কর্কট	৫।৪৫।৩০	মকর	৪।৩৫।২৬
সিংহ	৫।৪১।৪৭	কুম্ভ	৩।৫৯।৪০
কন্যা	৫।৩৮।২০	মীন	৩।৩।৪০

অথ স্বদেশাধুনিক অয়নাংশ মতে লগ্নমান ও তাহার ভাগ।

অথ অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান হোরা দ্রেক্কাণ নবাংশ দ্বাদাংশ ত্রিংশাস বিভাগ যথা—

মেষ লগ্নমান ৪।৭।৭ অনুপল হোরা ২।৩।৩৩।৩০। দ্রেক্কাণ ১।২২।২২।২০। নবাংশ ০।২৭।২৭।২৬।৪০ দ্বাদশাংশ ০।২০।৩৫।৩৫। ত্রিংশাংশ ০।৮।১৪।১৪।

বৃষ লগ্নমান ৪।৪৯।৫০। হোরা ২।২৪।৫৫। দ্রেক্কাণ ১।৩৬।৩৬।৪০। নবাংশ ০।৩২।১২।১৩২০। দ্বাদশাংশ ০।১৪।৯।১০। ত্রিংশাংশ ০।৯।৩৯।৪০।

মিথুন লগ্নমান ৫।২৮।২০। হোরা ২।৪৪।২০। দ্রেক্কাণ ১।৪৯।২৬।৪০। নবাংশ ০।৩৬।২৮।৫৩।২০। দ্বাদশাংশ ০।২৭।২১।৪০। ত্রিংশাংশ ০।১০।৫৬।৪০।

কর্কট লগ্নমান ৫।৪১।২৬। হোরা ২।৫০।৪৩। দ্রেক্কাণ ১।৫৩।৪৮।৪০। নবাংশ ০।৩৭।৫৬।১৩। দ্বাদশাংশ ০।২৮।২৭।১০ ত্রিংশাংশ ০।১১।২১।৫২।

সিংহ লগ্নমান ৫।৩২।৫১ হোরা ২।৪৬।২৫।৩০। দ্রেক্কাণ ১।৫০।৫৭। নবাংশ ০।৩৬।৫৯। দ্বাদশাংশ ০।২৭।৪৪।১৫। ত্রিংশাংশ ০।১১।৪।৪২।

কন্যা লগ্নমান ৫।২৯।২০। হোরা ২।৪৪।৪০। দ্রেক্কাণ ১।৪৯।৪৬।৪০। নবাংশ ০।৩৬।৩৫।৩৩।২০। দ্বাদশাংশ ০।২০।২৭।২৫ ত্রিংশাংশ ০।১০।৫৮।৫০।

তুলা লগ্নমান ৫।৩৫।২৬। হোরা ২।৪৭।৪৩ দ্রেক্কাণ ১।৫৮।৪৮।৪০। নবাংশ ০।৩৭।১৬।১৩২০ দ্বাদশাংশ ০।২৭।৫৭।১০। ত্রিংশাংশ ০।১১।১০।৫২।

বৃশ্চিক লগ্নমান ৫।৪০।৫৭। হোরা ২।৫০।২৮।৩০। দ্রেক্কাণ ১।৫৬।৩৯। নবাংশ ০।৩৭।৫৩ দ্বাদশাংশ ০।২৮।২৪।৪৫। ত্রিংশাংশ ০।১১।২১।৫৪।

ধনু লগ্নমান ৫।১৭।৩৯। হোরা ২।৩৮।৩৯।৩০। দ্রেক্কাণ ১।৪৫।৫৩ নবাংশ ০।৩৫।১৭।৪০। দ্বাদশাংশ ০।২৬।২৮।১৫। ত্রিংশাংশ ০।১০।৩৫।১।

মকর লগ্নমান ৪।৩২।৫৮ হোরা ২।১৬।২৯। দ্রেক্কাণ ১।৩০।৫৯।২০। নবাংশ ০।৩০।১৯।৪৬।৪০ দ্বাদশাংশ ০।২২।৪৪।৫০। ত্রিংশাংশ ০।৯।৫।২৬।

কুম্ভ লগ্নমান ৩।৫৭।২৬। হোরা ১।৫৮।৪৩ দ্রেক্কাণ ১।১৯।৮।৪০ নবাংশ ০।২৬।২২।৫৩।২০। দ্বাদশাংশ ০।১৯।৪৭।১০। ত্রিংশাংশ ০।৭।৫৪।৫২।

মীন লগ্নমান ৩।৪৬।৪০। হোরা ১।৫৩।২০। দ্রেক্কাণ ১।১৫।৩৩।২০। নবাংশ ০।২৫।১১।৬।৪০ দ্বাদশাংশ ০।১৮।৫৩।২০। ত্রিংশাংশ ০।৭।৩৩।২০।

ঐরূপ বক্রী রাশির গণনা করিয়া যদি এই অয়নাংশ লগ্নমতে গণনাতে ফলাফল না মিলন হয়, তবে বোধ করি যে, ইংরাজিমতে যে তারিখে সূর্য্য যে রাশিতে প্রবেশ করেন, সেই তারিখ অবধি বাঙ্গালা মাস আরম্ভ জ্ঞান করিয়া প্রাচীনকালের লগ্নমান মতে লগ্ন সুস্থির করিয়া গণনা করিলেই মিল হইবে, কেননা যে তারিখে সূর্য্য বিষুব রেখায় স্থিতি হন সেই দিন দিবা রাত্রিমান সমান হয়, সেই অবধিই সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করেন, সুতরাং যত দিন সূর্য্য মেষ রাশিতে স্থিত হইবেন তত দিনই সূর্য্যোদয় মেষ লগ্নে ধরিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে।

অথ কাল নিরূপণ।

কাল দুই প্রকার এক স্থূল, অপর সূক্ষ্ম। তাহার মধ্যে এক গুরুবর্ণ উচ্চারণে যে কাল লাগে তাহার নাম বিপল, দশ বিপলে এক প্রাণ হয়। এই প্রাণাদিকাল স্থূল, আর শত শত পদ্মপত্র একত্র করিয়া অতি সূক্ষ্মাগ্র সূচি দ্বারা একবারে বিদ্ধ করিলে এক পত্র হইতে অপর পত্রে যাইতে ঐ সূচির যে কাল লাগে তাহার নাম ত্রুটি,

ঐ ত্রুটি প্রভৃতি যে কাল তাহাকে সূক্ষ্ম কহা যায়। নক্ষত্রগণ, সূর্য্য, চন্দ্র এবং ইংলণ্ডীয় মতে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ সকল স্বীয় স্বীয় গতিদ্বারা এই দুই প্রকার কালভেদ নিশ্চায়ক।

অথ নক্ষত্র মান।

সর্ব্বার্ক্ষ পরিবর্ত্তৈশ্চ নাক্ষত্রমিতিচোচ্যতে।

ষাইট অনুপলে এক বিপল, ষাইট বিপলে অথবা ছয় প্রাণে এক পল, ষাইট পলে এক দণ্ড, ষাইট দণ্ডে এক নাক্ষত্র অহোরাত্রি, ত্রিশনাক্ষত্র অহোরাত্রিতে এক নাক্ষত্র মাস, বারো নাক্ষত্র মাসে নাক্ষত্র বৎসর হয়। নাক্ষত্র ৩৬৬ অহোরাত্রি ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে এক সৌর বৎসর হয়, অতএব সাবন ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে এক নাক্ষত্র অহোরাত্রির অধিক হয়। তারাগণের উদয় দর্শনক্রমে এই নাক্ষত্র কালের নিশ্চয় হয়। কোন বিশেষ নক্ষত্রের উদয় স্থান হইতে পুনর্ব্বার উদয় স্থানে আসিতে তাহার যে কাল লাগে তাহা কোন প্রকারে কোন যন্ত্র দ্বারা স্থির করিলে সেই কালদ্বারা এক নাক্ষত্র অহোরাত্রির পরিমাণ স্থির হয়। এই নাক্ষত্র অহোরাত্রি মান প্রত্যহই সমান থাকে, যেহেতু তারাগণের গতির প্রায় ব্যত্যয় নাই, নাক্ষত্র অহোরাত্রিতে দ্বাদশ লগ্ন হয় তাহার বিশেষ পরে লেখা যাইবেক।

অথ সৌর মান।

আদিত্য রাশি ভোগেন সৌরমাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

এক শত ত্রুটিতে এক তৎপর, ত্রিশ তৎপরে এক নিমেষ, অষ্টাদশ নিমিষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ষাইট কলায় এক অংশ, ত্রিশ অংশে এক রাশি এবং বাররাশিতে এক সৌর বৎসর হয়। এক সৌর বৎসরে সূর্য্য দ্বাদশ রাশি ভোগ করেন, প্রত্যেক রাশিতে তিনি যতকাল থাকেন সেই কালে এক এক সৌর মাস হয়। সূর্য্যের গতির শীঘ্রতা ও মন্দতা দ্বারা এই সৌর মাসের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে। সৌর বৎসরে সাবন ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৬১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপল হয়। সূর্য্যের রাশিচক্রে যে সাম্বৎসরিক গতি উহাদ্বারা এক সৌর কাল নির্ণয় হয়।

অথ সাবন মান।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে।

সাবনেচ তথা মাসি ত্রিংশৎ সূর্য্যোদয়াঃস্মৃতাঃ।
উদয়াদোদয়ান্ডানো র্ভৌমসাবনবাসরাঃ॥

তত্রৈব।

সূতকাদি পরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতা॥

সূর্য্যের এক উদয়াবধি অপর উদয় পর্য্যন্ত যে দিন তাহাকে সাবন দিন বলে। তাহার স্থূল পরিমাণ রবি যে লগ্নে উদয় হন সেই লগ্ন মানের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ সহিত নাক্ষত্র ষাইট দণ্ড হয়, কিন্তু সূর্য্যের কখন মন্দ এবং কখন শীঘ্রগতি দ্বারা এবং রাশিচক্রের বক্রিমাহেতু এই সাবন দিনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব তাহার মানের প্রত্যহই বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে, সাম্বৎসরিক সাবন দিন সকলকে সমান করিয়া বিভক্ত করিলে নাক্ষত্র মাসের কিঞ্চিৎ অধিক ষাইট দণ্ডে যে এক এক দিন হয় তাহাকে মধ্যম সাবন দিন কহে। সৌর বৎসরে নাক্ষত্র দিনাপেক্ষায় সাবন একদিন ন্যূন হয়, এই পরিমাণে নাক্ষত্র ও এই মধ্যম সাবন কালের ন্যূনাতিরেক হয়। যে কোন দিনাবধি সাবন ত্রিশদিনে এক সাবন মাস হয়, সেই সাবন বারমাসে এক সাবন বৎসর হয়। এই সাবন বৎসর সৌর বৎসরাপেক্ষায় ৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপল ন্যূন হয়। এই সাবন দিন নাক্ষত্র অহোরাত্রির ন্যায় দণ্ড, পল, বিপল, অনুপলে বিভক্ত হইয়া থাকে।